L59 Rs 8-00

পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—নং ৪২

NASHIPUR RAJ LIBRARY
Date ৩৮—

শ্রীকল্কিপুরাণ

(ভাষা)

৺রামলোচন দাস বিরচিত

ও

দিনাজপুরাধিপতি

মহারাজ শ্রীগিরিজানাথ রায় বাহাদুরের

সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY.
RAJA RAMMOHANPUR.

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

H.H.

—*—

B.A.M.C.S

কলিকাতা

১৩২০

মূল্য ১।০, পরিষদের সদস্য পক্ষে অর্দ্ধমূল্য।

1942

S1.125

Printed by
R. C. Mittra, at the Visvakosha Press.
21|3, Santiram Ghose's Street, Bagbazar,
CALCUTTA.

STOCK TAKING - 2011

ST - VERF

24362
16 AUG 1968

মুখবন্ধ

শ্রীকল্কিপুরাণ হিন্দুসমাজে একখানি উপপুরাণ বলিয়া গণ্য। হিন্দুগণ আশা করেন, ভগবান্ কল্কী অবতীর্ণ হইয়া, কলিযুগের তমোনাশ করিবেন, আবার সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে। এ কারণ অনেকেই ভগবান্ কল্কীর চরিত আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকেন। বঙ্গে বহুদিন হইতে পাঠক ও কথকের মুখেই সকলে কল্কীর আখ্যান শুনিতেন, কিন্তু অপরাপর মহাপুরাণ ও উপপুরাণের অধিকাংশ বিষয় ও ভাব তৎতৎ পুরাণাখ্যায় পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় সেই সেই পুরাণ সহজে সাধারণের আয়ত্ত ছিল, কিন্তু কল্কিপুরাণের সেরূপ কোন প্রাচীন অনুবাদ প্রচলিত ছিল না। সম্ভবতঃ রামলোচনদাসই দিনাজপুরাধিপ ৺তারকনাথ রায় বাহাদুরের উৎসাহে কল্কিপুরাণের প্রথম অনুবাদ প্রকাশ করেন। এখনও যেমন রামায়ণ ও চণ্ডীর গান হইয়া থাকে, পূর্ব্বেও সেইরূপ পুরাণানুবাদগুলি তানলয়যোগে গীত হইত। ৺রামলোচনের কল্কিপুরাণও সম্ভবতঃ সেই উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। তাই এই কল্কিপুরাণে নানা রাগরাগিণীযুক্ত বহুগানের সন্ধান পাইতেছি। রামলোচনের এই গীতছন্দযুক্ত সুললিত কল্কিপুরাণখানি ঠিক মূলের অনুবাদ না হওয়ায়, দিনাজপুর-রাজসভাস্থ পণ্ডিতগণ এখানি প্রকৃত কল্কিপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন। শুনা যায় যে, মূলানুযায়ী করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কবির হস্তে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু কবি পণ্ডিত মহাশয়গণের উপদেশ গ্রহণ সুবিধাজনক মনে করেন নাই; যে আদর্শে কৃত্তিবাস, কাশীরাম প্রভৃতি রামায়ণ মহাভারত ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন, কবি রামলোচন সেই মহাজন-প্রদর্শিত আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন, তদনুসারেই আলোচ্য কল্কিপুরাণ রচিত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার বৃহৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মূল ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অনেকটা অনুবাদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কবির পৌত্র—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সাহিত্য-পরিষদ্‌কে প্রদান করেন এবং দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের উৎসাহে বিরচিত এই গ্রন্থ-প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া সাহিত্য পরিষদ্‌কে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রন্থকার যেরূপ পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন, ঠিক তদনুসারেই ছাপান হইয়াছে, কোন স্থান সংশোধন বা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা হয় নাই; এই কারণে দুই এক স্থলে অবোধ্য রহিয়া গিয়াছে।

শব্দসিন্ধু অভিধান-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণোপযোগী পাণ্ডুলিপি ও সূচী প্রস্তুত, প্রুফ সংশোধন, ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা প্রভৃতি আদ্যোপান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাও এখানে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।
চৈত্র-সংক্রান্তি
১৩১

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
মঙ্গলাচরণ	১
গণপতি-বন্দনা	১
শ্রীকান্তজীউ-বন্দনা	২
শ্রীশ্রীকল্কিদেবের বন্দনা	৪
গ্রন্থকারের পরিচয়	৫

ভূমিকা

দিনাজপুর-রাজধানী-বর্ণন	৬
গান-শ্রবণ-প্রকরণ	৮
গ্রন্থারম্ভ	৯

প্রথম অধ্যায়

কলির উৎপত্তি	১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবগণের পৃথ্বীর সঙ্গে ব্রহ্মার নিকট গমন, ব্রহ্মার দেবগণকে লইয়া বিষ্ণু সমীপে গমন এবং তাঁহাদের প্রার্থনায় বিষ্ণুর সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশগৃহে জন্মগ্রহণ করিবার কথা	১৩
কল্কীর জন্মগ্রহণ	১৪
কল্কীর উপনয়ন এবং বিষ্ণুযশার কল্কীকে ব্রাহ্মণের লক্ষণকথন ...	১৫
কল্কীর মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন এবং পরশুরাম সমীপে বেদবেদাঙ্গাদিপাঠ, তদনন্তর বৌদ্ধাদি-নিগ্রহ করণানন্তর ধরাধামে শান্তিস্থাপন করিতে পরশুরামের উপদেশ প্রদান	১৭
কল্কিকর্ত্তৃক স্তবে তুষ্ট হইয়া কল্কীকে মহাদেবের অভয়-প্রদান ...	১৮
মহাদেবের কল্কীকে ভূভার-হরণার্থ অশ্ব, শুক ও করবাল-প্রদান ...	১৯
কল্কিকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণলক্ষণ-কথন	২০
কল্কীর নিকট শুকের সিংহলরাজকন্যা পদ্মাবতীর প্রসঙ্গবর্ণন ...	২২
পদ্মার বিবাহোদ্যোগ এবং বিবাহার্থী রাজা ও রাজপুত্রগণের আগমন ...	২৩
রাজসভায় সমুপস্থিত রাজা ও রাজপুত্রগণের পদ্মাকে দর্শনান্তর নারীরূপ ধারণ	২৪
রাজসভায় কল্কীকে না দেখিয়া পদ্মার খেদ	২৬
শুকের সিংহলে গমন	২৭
পদ্মার সঙ্গে শুকের কথোপকথন	২৮
শুকের নিকট পদ্মার বিষ্ণুপূজা-বিধি-কথন	২৯
কল্কীর ধ্যান	৩০
পদ্মাসমীপে শুকের কল্কীর উপাখ্যান বর্ণন	৩২
সিংহল হইতে শুকের সম্ভলে প্রত্যাবর্ত্তন	৩৪
কল্কীর শুক-সহ সিংহলগমন	৩৪
কল্কীকে সরোবরতীরে স্থাপনান্তর শুককর্ত্তৃক পদ্মাকে সংবাদপ্রদান ..	৩৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক
পদ্মার সহিত কল্কীর সাক্ষাৎ	৩৭
পদ্মার সহিত কল্কীর কথোপকথন	৩৮
বৃহদ্রথ রাজার কল্কীকে স্বধামে আনয়ন ও কল্কীর বিবাহ উদ্যোগ এবং কল্কী-পদ-স্পর্শে রাজপুত্রগণের পুরুষরূপ হওন	৩৯
নারী অবস্থার পর পুরুষ হইয়া রাজপুত্রগণ-কর্ত্তৃক কল্কীর স্তব ..	৪০
অনন্তমুনির রাজগণকে আত্ম-বৃত্তান্ত কথন	৪৩
অনন্তমুনির বৃদ্ধশর্ম্মার কন্যা-বিবাহ	৪৪
হংসমুনি কর্ত্তৃক অনন্তের জড়তা দূরীকরণ	৪৬
অনন্তমুনির ইন্দ্রিয়-দমন ও হরিভক্তি কথন	৫৮
কল্কীর আদেশে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সম্ভলপুরী নির্ম্মাণ এবং কল্কীর পদ্মাবতীকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন	৫০
কল্কীর পিতৃ-অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কীকটপুরে গমন ও বৌদ্ধের সহিত যুদ্ধ	৫২
কল্কীর ম্লেচ্ছগণবধ ও তদনন্তর ম্লেচ্ছরমণীগণের সহিত যুদ্ধ ...	৫৭
মুনিগণপ্রার্থনায় কল্কীকর্ত্তৃক নিকুম্ভকন্যা কুথোদরী বধ	৬০
কল্কীর সহিত মরু-রাজার সাক্ষাৎ ও সূর্য্যবংশ-বর্ণন	৬৪
দেবাপি রাজার চন্দ্রবংশ-বর্ণন	৬৯
কল্কীর সঙ্গে সত্যযুগের সাক্ষাৎ	৭২
কল্কীর সহিত ধর্ম্মের সাক্ষাৎ এবং তৎকর্ত্তৃক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন ...	৭৪
কল্কীর সহিত কলির যুদ্ধ এবং কলির পরাজয়	৭৫
শশিধ্বজ-কর্ত্তৃক কল্কী, সত্যযুগ ও ধর্ম্মকে রাজধানীতে আনয়ন ...	৮২
শশিধ্বজ-পত্নী সুশান্তা কর্ত্তৃক কল্কীর স্তব	৮৩
সুশান্তাকন্যা রমার সহিত কল্কীর পরিণয়	৮৫
শশিধ্বজ রাজার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কথন	৮৬
শশিধ্বজ রাজার তপস্যাগমনোদ্যোগ	৯১
দ্বিবিদ ও জাম্ববানের বরপ্রাপ্তি	৯২
মণিহরণ বৃত্তান্ত	৯৪
চিত্রগ্রীব গন্ধর্ব্বপত্নী কাঞ্চীপুরবাসিনী শাপভ্রষ্টা বিষকন্যার উপাখ্যান ...	৯৪
কল্কীকর্ত্তৃক রাজগণের রাজ্যাভিষেক	৯৬
শশিধ্বজ রাজাকর্ত্তৃক মায়ার স্তব	৯৭
বিষ্ণুযশকর্ত্তৃক যজ্ঞারম্ভ	৯৯
বিষ্ণুযশকর্ত্তৃক নারদ-সমীপে মায়ার বৃত্তান্তকথন	১০০
বিষ্ণুযশা ও তৎপত্নী সুমতীর দেহত্যাগ	১০২
রুক্মিণীব্রতকথা	১০৩
কল্কিপুরাণের অনুক্রম	১১২

—*—

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থ-পরিচয়

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাগমারি পরগণার অধীন তেরখি গ্রামের বৈদ্যবংশ অতি প্রাচীন ও সম্মানিত বংশ বলিয়া সুপরিচিত। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা, পুণ্যবান্ ও কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "কল্কিপুরাণ"-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ রামলোচন দাশ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

১১৯৮ সালের পৌষমাসে তেরখি গ্রামে বৈদ্য নয়দাসবংশে রামলোচন দাস মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণকান্ত দাস। পিতা কৃষ্ণকান্তও একজন খ্যাতনামা, কীর্ত্তিমান্ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। কবি রামলোচন দাস স্ব-রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-গ্রন্থের প্রারম্ভে যেরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

"বিশ্বতে ব্যাপক পরগণে কাগমারি।
তেরখি নামেতে গ্রাম অধীন তাহারি॥
নদীতীরে এ নগরে বসতি প্রচুর।
মিশ্রিত ইহাতে গ্রাম সহদেবপুর॥
ব্রহ্মাণ্ডের ব্রাহ্মণ সকল এই স্থানে।
বিদ্যা ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে সর্ব্বত্র বাখানে॥
নানা জাতি বাস করে এইতো নগরে।
স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম সকল আচরে॥
অম্বষ্ঠ জাতির শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ আখ্যাত।
এ গ্রামে নিবাস নয়দাস সুবিখ্যাত॥
কবিকণ্ঠহার করি কৃপা সুপ্রকাশ।
কুলে কৈলা মর্য্যাদক এই নয়দাস॥
সেই বংশে শিব-অংশে আবির্ভাব হন।
যশো-সরোবরে ফুল্ল-কমল যেমন॥
গুণেতে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র বিকাশ।
পুণ্যকীর্ত্তিমন্ত শান্ত কৃষ্ণকান্ত দাস॥
তাঁহার তনয় অতি ঘোর মূর্খজন।
সর্ব্ব সাধারণে বলে শ্রীরামলোচন॥"

এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের শেষভাগে—

"মম নিজ পরিচয় জনকের নাম।
পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি যথাধাম॥
বিশিষ্ট রূপেতে আর বলি পরিচয়।
অবধান কর সব শ্রোতা মহাশয়॥
রামশরণ দাস শ্রীরাম তুল্য জন।
আমার প্রপিতামহ সেই শান্ত হন॥
পিতামহ নাম কৃষ্ণকেশব প্রচার।
যোগ জ্ঞানে তপে শীলে মুনির আচার॥
পূর্ব্বে মম পিতা নাম করেছি প্রকাশ।
মাতামহ পক্ষ বলি সবার সমপাশ॥

নবগ্রাম বাস রামভদ্রসেন নাম।
দুর্গাভক্ত মহাশাক্ত অতি গুণধাম॥
আমার বৃদ্ধ প্রমাতামহ মহাশয়।
তপেতে ছিলেন তিনি অতি তেজোময়॥
প্রমাতামহ শ্রীকৃষ্ণ যেন কৃষ্ণ সম।
সত্ত্বগুণাবলম্বনে না ছিল উপম॥
মাতামহ রামহরি সেন সবে জানে।
শক্তি গোত্র গুণময় সর্ব্বত্র বাখানে॥
ঈশ্বর সমান তাঁর সব ব্যবহার।
তাঁহার তনয়া হয় জননী আমার॥
জননী যমুনা নাম্নী সর্ব্বগুণোত্তমা।
মহালক্ষ্মী দুর্গা তুল্য অন্যে কি উপমা॥
এ জননী-জঠরে আমার উপাদান।
এ দেহ ধারণ তার করি স্তন্য পান॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত গ্রন্থকারের আত্ম-পরিচয় হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কবি রামলোচনের পিতামহের নাম কৃষ্ণকেশব দাস এবং প্রপিতামহের নাম রামশরণ দাস। তাঁহার মাতুলালয় নবগ্রাম। মাতামহ শক্তি গোত্রসম্ভূত রামহরি সেন। প্রমাতামহ শ্রীকৃষ্ণ সেন এবং বৃদ্ধ প্রমাতামহ রামভদ্রসেন। গ্রন্থকারের জননীর নাম যমুনা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের পরিচয় হইতে আমরা কবির পূর্ব্বপুরুষের ও মাতামহবংশীয়-দিগের নামধামাদির বিষয় যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যে কবি রামলোচনসম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি।

রামলোচন দাসের পূর্ব্বপুরুষদিগের তেরখি গ্রামে আদিনিবাস নহে। তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ ঢাকা জেলার কোন স্থান হইতে আসিয়া তেরখি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তদবধি এই বংশীয়েরা উক্ত গ্রামেই বাস করিয়া আসিতেছেন।

রামলোচন দাসের পিতা কৃষ্ণকান্ত দাস রাজসাহীর অন্তর্গত দুবলহাটির জমিদারের সরকার একজন সম্মানিত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক অনাথা ও নিরাশ্রয়া বিধবাকে অন্ন-বস্ত্রদ্বারা প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার সাহায্যে অনেক দুঃস্থ বালকেরও পড়াশুনার সুবিধা হইত। তাহারা তাঁহার প্রদত্ত সাহায্যে স্বচ্ছন্দে বিদ্যাভ্যাস করিত।

রামলোচন দাস বাল্যকালে কয়েকবৎসর পুণ্যশীলা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর রাজধানী নাটোর নগরে থাকিয়া জ্যেষ্ঠতাত রামমাণিক্য দাসের নিকট অবস্থান করিয়া বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর ঢাকাতে মাতুল রামজয় রায়ের নিকট থাকিয়া পারস্য ভাষা অধ্যয়ন-করণানন্তর উক্ত ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। ইহার পর তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম

প্রায় ত্রয়োবিংশ বৎসর। এই বয়সে তিনি পুনরায় নাটোর রাজধানীতে গমন করিয়া পণ্ডিত শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং কয়েক বৎসর প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিবার পর উক্ত ভাষাতেও কৃতিত্বলাভ করেন। এই সময়ে তিনি প্রতিমাগঠন, চিত্রবিদ্যা ও তারকুশী ইত্যাদি নানা শিল্পকার্য্যও শিক্ষা করেন।

পাঠসমাপনান্তে রামলোচন কিছুদিন বর্দ্ধাকপুরে জমিদারের সরকারে মুন্সীগিরি কার্য্য করেন। তৎপরে দিনাজপুরে পণ্ডিত-আদালতে সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে কিছুকাল কার্য্য করিয়া ফৌজদারী আদালতের হেডমোহরের নিযুক্ত হন। ৩৫ বৎসর কাল এই পদে কার্য্য করার পর দৃষ্টিশক্তির খর্ব্বতাহেতু তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

রামলোচনের পত্নীভাগ্যও নিতান্ত মন্দ নহে। যমরাজের কৃপায় তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে তিনটী রমণীর পাণিপীড়ন করিতে হয়। প্রথমা পত্নী আনন্দময়ীর মৃত্যু হইলে, তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীও একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তৎপরে তিনি তারাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভজাত দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান।

রামলোচনের বয়স যখন ২৫ বৎসর, সেই সময়ে একদিন শারদীয়া দশভূজামূর্ত্তি চিত্র করিবার কালে তাঁহার রচিত 'আগমনী-সঙ্গীত' শ্রবণ করিয়া রামলোচনের পিতা কৃষ্ণকান্ত বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে আদেশ করেন, 'বাপু, তুমি এই প্রকার ভক্তিরসপূর্ণ সঙ্গীত আরও রচনা করি।' পিতৃ-আজ্ঞায় উৎসাহিত হইয়া তদবধি রামলোচনের সঙ্গীত-রচনায় বিশেষ আগ্রহ জন্মে। ইহার পর তিনি 'প্রেমলহরী' নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন। তৎপরে দিনাজপুরে অবস্থানকালে বাঙ্গালা-পদ্যে সমগ্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অনুবাদ করেন। তৎকালে এই অনুবাদ অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি দিনাজপুরের বর্ত্তমান বিদ্যোৎসাহী মহারাজের পিতা মহারাজ ৺তারকনাথ রায় বাহাদুরের আদেশে কল্কিপুরাণের পদ্যানুবাদ করেন। এই গ্রন্থ এতদিন সাধারণে অপরিজ্ঞাত ছিল। এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় এই গ্রন্থ জনসমাজে প্রচারিত হইল। ভগবান্ নারায়ণ ভূভারহরণার্থ-লোকপিতামহের অনুরোধক্রমে শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক, মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরাম সমীপে বেদবেদাঙ্গাদি পাঠ সমাপনানন্তর দেবাদিদেব শূলপাণিকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অশ্ব শুক ও করবাল প্রাপ্ত হন। তদনন্তর সিংহল-রাজকন্যা পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে কল্কীর সহিত সত্যযুগের এবং ধর্ম্মের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারাও কল্কিদেবকে কলির ঘোরতর অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য অস্ত্রধারণ করেন। কল্কীর সহিত যুদ্ধে কলির পরাজয় ঘটে এবং কলি হৃতরাজ্য হইয়া পলায়ন করেন। এই পুরাণে এই সকল ও এইরূপ বহুবিষয় কল্কিপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত রামলোচন দাস 'সঙ্গীতরসোত্তর' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত পিতা কৃষ্ণকান্তের আজ্ঞাক্রমে 'সঙ্গীতামৃতসিন্ধু' নামক একখানি সঙ্গীত-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত দুইখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায়।

রামলোচন দাস নিজে সুগায়ক না হইলেও সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল এবং তাঁহার রাগরাগিণী ও তানলয়-বোধ উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি সুগায়কদিগকে বিশেষ আদর-যত্ন করিতেন। বিদ্যা ও ধর্ম্মালোচনাতেও তাঁহার কম অনুরাগ ছিল না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে তিনি সংস্কৃত শ্লোক ও পারশী কবিতার আবৃত্তি করিয়া উভয় ভাষাতে নিজ-পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তৎ-কালে সকলে তাহাকে পণ্ডিত রামলোচন বলিত। বস্তুতঃ তিনি বিদ্যানুরাগ ও পাণ্ডিত্যের জন্য দিনাজপুর অঞ্চলে সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন।

কবি রামলোচন দাস ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও কল্কিপুরাণের যে অনুবাদ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে আপনাকে মূর্খ বলিয়া আত্মদৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি স্থান উদ্ধৃত হইল—

"তাঁহার তনয় অতি ঘোর মূর্খজন।
সর্ব্ব সাধারণে বলে শ্রীরামলোচন॥" ব্র· বৈ·
"আমি অতি মূঢ়মতি অজ্ঞানী কুজন।
আমার কি শক্তি করি গান বিরচন॥"

রামলোচনের সঙ্গীতামৃতসিন্ধুতে যে সকল সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছিল, আমরা তাহার একটীর উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব—

"যাত্রা কর ওরে মন মুখে দুর্গা বলিয়া।
কুগ্রহ বিগ্রহ তোমার সুগ্রহ হবে আসিয়া॥
তারা নাম বিল্বদল, আঘ্রাণ লইয়া চল,
কালীপুরে যাবে দূরে কেন রলে বসিয়া।
হল অবশেষ দিন, আছরে মন সম্বল-বিহীন,
গমন দুর্গম পথে অকূল সমুদ্র দিয়া॥
পথে কাল দস্যুভয়, বিলম্ব উচিত নয়,
তনুতরী দিবে ছাড়ি শ্রীনাথ কাণ্ডারী করিয়া॥
বলে শ্রীরামলোচন, চল চল চল মন,
কালীপদ-পুণ্যকুম্ভ বিল্বপল্লবে রাখিয়া॥"

বাঙ্গালা সন ১২৭৪ সালের ৪ঠা মাঘ শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তেরখি গ্রামস্থ নিজ-বাস-ভবনে রামলোচন মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

—*—

কল্কিপুরাণ

রাগিনী ঝিঝিট-খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

চরণে করি প্রণাম। ধ্রু।
শ্রীনাথ হে।
যে পদ অনন্ত ভাবে অন্তরেতে অবিশ্রাম।
চিতান।
যে মজে ও রাঙ্গা পায়, শমন কি তার
দেখা পায়,
নাহি তার কিছু অনুপায় ত্বরায় পায় সে
মোক্ষধাম ।১।
নিবেদনে অবগতি, করিয়া অগতির গতি।
ত্রাণ কর শীঘ্রগতি গতিনাথ তব নাম।২
আক্ষেপে অশ্রুলোচন, বলে শ্রীরামলোচন
তুলিয়া কৃপালোচন পুরাও মম মনস্কাম ॥৩

যদি ভবার্ণবে পার জাবে মন রে আমার।ধ্রু
চিতান।
তনু তরি করি কর শ্রীগুরু কাণ্ডার ॥
নমো নমো শ্রীনাথের চরণ-কমলে।
যে পদ বিরাজে দশ-শত-পদ্মদলে ॥
দিনকর-নিকরে করে কি করে কাজ।
আশ্চর্য্য পদাব্জ তেজে সে জে পায় লাজ ॥
যোগে যোগি মনোযোগে যোগে নাহি পায়।
ভবের ভাবিয়া ভুল ভোলা নাম তায় ॥
জলে জল মিশাইলে জল বৃদ্ধি পায়।
কিমদ্ভুত পাদোদকে ভবাব্ধি শুখায় ॥
এক কল্পলতা কত করে বিতরণ।
অপূর্ব্ব কলপনীপ উদ্যান-চরণ ॥
কে আছে এমন আর করুণা প্রকাশে।
জন্ম-জরা-রোগ-ভবযন্ত্রণা বিনাশে ॥
আব্রহ্মস্তম্ব-স্থূলতা-বিস্তার-মূরতি।
এরূপে কিরূপে সূক্ষ্ম সুষুম্নাতে গতি ॥
তব ভাব ভাবিয়া কে পারে বুঝিবার।
কেবল তুমি সে জান কি ভাব তোমার ॥
বাঞ্ছাধিক ফল দেও দীনে দয়াময়।
ভক্তি মুক্তি আর আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানোদয় ॥
রাঙ্গা পায় কি করিব দুঃখ নিবেদন।
অন্তর্যামী জান মম যন্ত্রণা কেমন ॥
বপু রিপু রসে রস দিবস শর্ব্বরী।
সতত কুপথে নেয় উপায় কি করি ॥
প্রণতি ভকতি স্তুতি নাহি জানি ধ্যান।
শঙ্কাতে আতঙ্কে এ সঙ্কট হৈতে ত্রাণ ॥
স্বীয় স্বভাবেতে স্বয়ং না কৈলে উদ্ধার।
তবে ভবে রবে নরে ভবার্ণবে পার ॥
অতএব কৃপাময় নিবেদি চরণে।
রাখ রাখ রাঙ্গা পায় শ্রীরামলোচনে ॥

গণপতির বন্দনা।

রাগিনী ও তাল তথা।

করি ওপদ বন্দন। ধ্রু। গণেশ হে।
চিতান।
করীন্দ্র-বদন মনে মনন ও শ্রীচরণ ॥

তুমি ত্রিতাপ-হারক, দুখে আনন্দ-দায়ক,
বিঘ্ননাশ-বিনায়ক, দীনে দ্বিরদ-বদন। ১।
কাল করে অব্যাহতি, ত্রাণ কর গণপতি,
আর নাহি অন্যগতি, বিনা তুমি নিরঞ্জন। ২।
শ্রীরামলোচন দাসে, অস্থির শমন ত্রাসে
ত্বরায় করুণা প্রকাশে তার তারার নন্দন। ৩।

ভজ ভজ গজমুখ মন রে। গজমুখ মন।
জাবে আপদ পাবে সম্পদ
হৃদিহৃদে ভাব পদ কোকনদ বিপদ-ভঞ্জন॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

প্রণমামি গণপতি যোগেন্দ্র ব্রহ্ম-মূরতি
পশুপতি তনয় সুন্দর।
তরুণ তপন কর সিন্দূরাক্ত কান্তিবর
পদনখে দশ শশধর॥
করেতে কেয়ূর বালা গলে আলা রত্নমালা
গিরিবালা স্নেহে সাজাইলা।
বাৎসল্যেতে গদগদ শরীর প্রমোদ মদ
করীন্দ্র-বদনে স্তন দিলা॥
ছিল নীল কলেবর দ্বিভুজ মুরলীধর
সুললিত শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ।
হইলা লোহিত তায় চতুর্ভুজ স্থূলকায়
শোভা করে মস্তক-মাতঙ্গ॥
ঐহিকেনাহিক মতি যোগে যোগেন্দ্রের পতি
গতি কিছু বুঝা নাহি জায়।
একি ভাব নিরাময়, যুবতীর স্তনদ্বয়
কুম্ভছলে ধরিছ মাথায়॥
গজকুম্ভে মদগন্ধে তাহে পুষ্প মকরন্দে
গুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমরী ভ্রমরা।
পুলকে পূর্ণিত মন সদা করে দরশন
সুরপতি ত্যজিয়া অমরা॥
মহামারি: পারাবার- অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সার
গোলকেশ সুরেশ গণেশ।
সর্ব্বসিদ্ধির নায়ক সর্ব্বমঙ্গলদায়ক
কৃপাসিন্ধু করুণার শেষ॥
তুমি কৃষ্ণ নিরঞ্জন শৈলসুতার নন্দন
বন্দনীয় ত্রিলোক-মণ্ডলে।
গুণময় গুণ ভিন্ন ইন্দ্রমুকুটের চিহ্ন
শোভা করে চরণ-কমলে॥
ব্রত আদি পূজা যাগে তোমার অর্চ্চনা আগে
অনুরাগে করে সুর নরে।
বাঞ্ছাধিক ফলচয় শমন সমরে জয়
বাস হয় কৈবল্য-নগরে॥
আ মরি কি শোভা করে, অন্নদার অঙ্কোপরে,
যেন কোটি বালার্ক উদিত।
বিরাজ জননী কোলে খেলা ছলে পদদোলে
তাহে বাজে মঞ্জীর রঞ্জিত॥
শ্রীরামলোচন দাসে কিঞ্চিৎ কৃপা প্রকাশে
দয়া কর অভয়া নন্দন।
কাল-ভয়ে কর ত্রাণ দেও মুকতি নির্ব্বাণ
রাঙ্গা পায় এই নিবেদন॥

শ্রীকান্তজীউর বন্দনা

রাগিনী ও তাল তথা

ভজ শ্রীকান্ত চরণ ওরে মম মন॥ ধুয়া॥
দীনে দীনবন্ধু তারে বিপত্তে মধুসূদন॥

চিতান।

মন নাহি হও ভ্রান্ত, চিন্ত রে রুক্মিণীকান্ত
তোমার হবে নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়-বারণ।১
বিরলে বসি অন্তরে হৃদয় কমলোপরে
ধ্যান কর পরমেশ্বরে নিস্তারিবে নিরঞ্জন।২
শ্রীরামলোচন মন সতত কর মনন
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মন করি যোগাসন। ৩।

মন! ভাবে ভাব কমল-নয়ন। ধৃ।

চিতান

নীলকমল অতি কোমল নবদল সুনির্ম্মল
কমল-বরণ মন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

প্রণমামি মহীতলে শ্রীকান্তপদ-কমলে
যে চরণে গগন ব্যাপিলা
কিগুণ ও রাঙ্গা পায় পাষাণ মানুষী কায়
ত্রিলোক-তারিণী জনমিলা॥
ছিলা গোলোকের পতি প্রাণনাথ মহীপতি
মহামতি মহীতে আনিলা।
পুনর্ভবা নদীতীরে নানাবিচিত্র মন্দিরে
কান্ত-নগরেতে প্রকাশিলা॥
নবীন নীরদ শ্যাম রূপ জিনি কোটিকাম
লাবণ্যের ধাম ও শ্রীঅঙ্গ।
ত্রিভুবন বিমোহন হেরিলে ভুলে লোচন
নটবর ললিত ত্রিভঙ্গ॥
পদে নব রবি করে দশেন্দু ভাতি নখরে
যোগিভক্ত মন-সরোবরে।
যোগির জ্ঞান-নলিনী ভক্তে ভক্তি-কুমদিনী
উভয়েরে তুল্য ফুল্ল করে॥
উরুবর মনোহর নীলস্তম্ভ সম শর
পরম সুন্দর সুনির্ম্মল।
হরিতাল দ্যুতিহর কিবা শোভা পীতাম্বর
দৈত্যবর নিধনের স্থল॥
নাভি-সর সুগভীরে সম্পূর্ণ অমিয়ানীরে
তাহাতে কমল বিকশিত।
কি কব মহিমা তার যাহে উৎপত্তি ব্রহ্মার
সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্ববেদান্বিত॥
বক্ষস্থল সুবিস্তারে তাহে সাজে রত্নহারে
দীপ্তি তার অন্ধকার হরে।
কত মত মণিমালে ঝলমল মুক্তাজালে
সুশোভিত শার্দ্দূল নখরে॥
জিনিয়া কুঞ্জর কর আজানুলম্বিত-কর
নখর চম্পক-কলি বরে।
হেম হীরাতে জড়িত চুণি মণি বিরাজিত
মোহন মুরলী করে করে॥
মকরাকৃতি কুণ্ডল কর্ণে দোলে ঝলমল
নিরমল কাঞ্চনে অঞ্চিত।
বিহঙ্গের চঞ্চু যেন নাসিকা সুন্দর হেন
তাহে গজমতি বিলোলিত॥
বিম্ব কি বন্ধুক ফুল নহে অধরের তুল
তাহাতে অমিয়া সরোবর।
সে সিন্ধুতে মুক্তাফলে কুন্দ দরশনের ছলে
মুক্তাশ্রেণী দেখিতে সুন্দর॥
নীলকুবলয় দল জিনি নয়নযুগল
ভুরু মনুজের শরাসন।
দর্পণের দর্পনাশে ভালে ভালো সুপ্রকাশে
বিরচিত তিলক-চন্দন॥
চূড়ামুকুট মস্তকে মণীন্দ্র চুণি ঝলকে
ত্রিলোকের তিমির পলায়।
নানা ফুল তাহে সাজে গন্ধে উড়ে অলিরাজে
শিখিপুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ তায়॥
এরূপে পরমেশ্বরে বিহরে কান্তনগরে
কভু রাজধানী আগমন।
লোকে পরম আহ্লাদ বাজারে বিক্রিপ্রসাদ
জগবন্ধু উড়িষ্যা যেমন॥
রজত মন্দিরে স্থিত বামে রুক্মিণী সহিত
বিরাজ করেন ভগবান্।
সম্মুখে স্বর্ণবিদরি হীরা জড়া নল ধরি
করে হরি তাম্রকুট পান॥
পাদপদ্ম দিয়া মাথে শ্রীলশ্রীতারকনাথে
শ্রীকান্ত করহ দয়া দান।

দীন শ্রীরামলোচনে ভজনবিহীন জনে
কাল বিঘ্নে ত্বরায় কর ত্রাণ ॥

শ্রীশ্রীকল্কিদেবের বন্দনা।

পয়ার।

মন, ভজ ভজ ভজ পদরজ কল্কি পায়।
গেল কাল এল কাল পরমায়ু জায় ॥
ধন জন ভবন জীবন পুত্র দার।
নিশির স্বপন সম অনিত্য সংসার ॥
ভূয় ভূয় আমার মন রে নিবেদন।
অহর্নিশি ভাব বসি শ্রীহরিচরণ ॥
ত্রিতাপে তাপিত তনু হৈল জরা শেষ।
এ দুস্তারে কে নিস্তারে বিনা পরমেশ ॥
অতএব মম মন মনেতে মনন।
করিলে মুকতি পাবে শ্রীরামলোচন ॥

জঙ্গলী রাগিনী।

নমো নমো কল্কিদেব পদে নমস্কার। ধু
তোমা হৈতে পূর্ণ তব দশ অবতার ॥

চিতান

বসুধার করিবার ভার নিবারণ।
শ্রীনন্দনন্দন হৈলা ব্রাহ্মণ-নন্দন ॥
অপরূপ রূপ রূপ ভাগ্যে অবনীর।
বিনা ঘনে ভুবনে সৌদামিনী সুস্থির ॥
অসঙ্খ্য শশাঙ্কপূর্ণ-সংকাশবরণ।
মদন-মদ-দমন-বদন-শোভন ॥
সদ্য কোকনদ-পদ দ্বিরদ-গমন।
গৌতম-মহিলা-শিলা-নিস্তার-কারণ ॥
উরু গুরু রম্ভা তরু সুচারু সুন্দর।
হেরি করি কর ধরি গেল দিগন্তর ॥
নাভি-সরোবর পদ্ম হেরি ভুলে মন।
পদ্মাপতি পদ্মনাভ নাম একারণ ॥
সুবরণ সুশোভন পরণ অম্বর।
চপলা অচলা এথা ত্যজিয়া অম্বর ॥
সুনির্ম্মল বক্ষস্থল সাজে মুক্তাহারে।
ক্রমশ লম্বিত বিমোহিত যে নেহারে।
বাহু নত মনমত কমল মৃণাল।
কিবা শোভা তাহাতে করাল করবাল ॥
ওষ্ঠাধর পরস্পর শোভা কোটি গুণ।
রতি মতি রতি করে অরুণ তরুণ ॥
রদে মদ হত কৈল কুন্দ-কলিকার।
মুক্তা গত শুক্তি মধ্যে মান ম্লান তার ॥
নাসা নাশে খগেন্দ্রের চঞ্চুর শোভন।
খেদে খগ মৃত্যু আশে ভুজঙ্গ-ভোজন ॥
শতপত্র-শত্রু শত-কোটি নিন্দি আস্য।
অপার অমিয়া সরোবর মন্দ হাস্য ॥
ভাল ভাল আঁখি ভালে ভালো বিরাজিত।
কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধ গন্ধে আমোদিত ॥
নীরদের নীল নীল চিকুর নিকরে।
জলদে লাজেতে লীন লুকায় অম্বরে ॥
নীল কুবলয় দল দ্রুহিণ নয়ন।
খেদে ইন্দীবর সরোবরে নিমগন ॥
ত্রিভুবনময় করি স্বকার্ম্মুকে কাম।
এথা ছিল ইচ্ছা তার সাধে নিজ কাম ॥
হেরিয়া মোহনরূপ মোহিত হইলা।
তনু হেরি অতনু ভুরুতে ধনু দিলা ॥
পদ্মা সতী আর মনোরমা রমা সমা।
ত্রিলোকেতে নাহি স্থল উভয়ে উপমা ॥
রমণীর শিরোমণি কমলিনীদ্বয়।
এই দুই মহাদেবীরে কৈলা পরিণয় ॥
তুলি তুরঙ্গ বাহনে বিশ্বে বিশ্বময়।
কর করবালে করে ভুবন বিজয় ॥
কলির কলুষ নাশি আর দুষ্টচয়।
পুনরপি কৈলা সত্য যুগের উদয় ॥

শ্রীরামলোচন দাসে মরণ যে কালে।
কাল-কর হৈতে রক্ষা কর করবালে॥

রাগিণী জঙ্গলী।

কালে দিবে পরিচয় মন নাহি ভয়।
কাল তুল্য কালেরে বল আমি কালীর তনয়॥
কালীপুর নামগ্রাম সেখানে আমার ধাম
কালিদাস রেখেছে নাম শ্রীনাথ করুণাময়॥১॥
আর কি পরিচয় দিব মম পিতা সদাশিব
আশাতার ধন পাইব যাহা ধরেছে হৃদয়॥২॥
পিতামহের নাম নাই শাস্ত্রে খুজ্যা নাহি পাই
পিতাও না জানে তাই তার বাপ কেবা হয়॥৩॥
শ্রীরামলোচন বলে নিজ পরিচয় ছলে
কাল কি মোরে নিবি বলে পরিচয়ে পালি ভয়॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

মন বল বল নাহি কর ছল
সত্য বাণী বল কোথাতে তোমার ধাম॥ধ্রু॥

লঘু ত্রিপদী।

পরগণা ভারি নাম কাগমারি
অন্তঃপাতী তারিগ্রাম।
খ্যাতি ক্ষিতিতলে সর্ব্বলোকে বলে
তেরখি তাহার নাম॥
নগর সুন্দর অতি মনোহর
নদীকুলে শোভা পায়।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নানাগুণান্বিত
বসতি বিস্তর তায়॥
সর্ব্ব জাতি বাস পরম উল্লাস
শোভে বহু তরুবর।
অতি শোভাকর দেখিতে সুন্দর
শান্তশীল নারীনর॥
বৈষ্ণকুলজাত ভুবনবিখ্যাত
সাক্ষাৎ শিব সমান।
নাম কৃষ্ণকান্ত সুশীল সুশান্ত
সর্ব্বত্র গুণ বাখান॥
তাঁহার নন্দন অতি কুভাজন
শ্রীরামলোচন দাস।
সর্ব্ব কর্ম্মে ক্ষীণ বিদ্যাতে বিহীন
অজ্ঞানী নামে প্রকাশ॥
এ অধম প্রতি দিলা অনুমতি
ভূপতি তারকনাথ।
শ্রীকল্কি-পুরাণ তার ভাষা গান
লীলা কৈলা ব্রজনাথ॥
কহিলেন সুত পরম অদ্ভুত
নৈমিষ অরণ্য স্থলে।
শুনি মুনিগণ আনন্দিত মন
ভাসে ভক্তি-অশ্রুজলে॥
রাজার আজ্ঞায় শ্রীগুরু কৃপায়
ভাষা কৈল বিরচণ।
করি পদ বন্দ নানাবিধ ছন্দ
ভাবি সারদাচরণ॥
গুণীর চরণে বিনয় বচনে
এই মম নিবেদনে॥
বুঝি আদ্যমূল লইয়া তণ্ডুল
দোষ তুষ বিমোচনে॥
মূর্খের সঙ্গীত নহে সুললিত
নানা দোষান্বিত হয়।
তবু বিজ্ঞগণ অবিজ্ঞা-কথন
না করিবে সদাশয়॥
হরিগুণগান ইহাতে বাখান
ইথে কি নিন্দা ইহার।
দেখ পিকগণ কুছিত বরণ
নয়ন রক্তিমাকার।
পর সুত মারে পালিতে না পারে
নিজাপত্য আপনার॥

এতই দুর্গুণে তবু লোক শুনে
তাহার মধুর তান।
অতএব সবে দোষ নাহি লবে
আমি অধমের গান।
গাথা হরিকথা গান হবে যথা
শুনিবেন গুণগান॥
শ্রীরামলোচন করিল রচন
ভাষাতে কল্কিপুরাণ।
সভাসদ্‌গণ করিবা শ্রবণ
শ্রীহরির লীলাগান॥
গীত সুললিত অমিয়া অন্বিত
শুনিলে জুড়াবে প্রাণ॥

ভৈরবী তাল—ঠেকা।

মোক্ষধামের বর্ণন কর ওরে মন॥ধ্রু॥
সহস্রদল-কমলে বিরলে ব্রজভুবন॥

চিতান।

তথা ত্রিকোণ-মণ্ডলে মণিময় মন্দির জ্বলে
তাহে ব্রহ্মতেজ জ্বলে যোগে ভাবে ত্রিলোচন॥১॥
ধাম অতি চমৎকার দেখিবার সাধ্য কার
সুধা-সরোবর আর তাহে কল্পতরু বন॥২॥
গুরু রাজরাজেশ্বর হৈয়া নব নটবর
রাজসিংহাসনোপর রাধা রাণীতে মিলন॥৩॥
শ্রীরামলোচন কয় রাজা বড় দাতা হয়
দরিদ্রে হইয়া সদয় দেয় তারে মুক্তিধন॥৪॥

ভূমিকা

দিনাজপুরের রাজধানীবর্ণন

দিনাজপুরের রাজধানীর বর্ণন।
কার সাধ্য কে করিবে কে আছে এমন॥
শোভাকরা মনোহরা অতি তেজস্বরা।
ভূতলে নির্ম্মাণ যেন ইন্দ্রের অমরা॥
অতি উচ্চ অট্টালিকা প্রাসাদ বিস্তর।
ধর্ম্মদ্বার বান্ধা তার কপাট প্রস্তর॥
বাজিছে নবদ ঘড়ি তুরি ভেরী আর।
দ্বারপাল কতশত রক্ষা করে দ্বার॥
চারিদিগে সরোবর প্রাচীর বেষ্টন।
পুষ্পোদ্যান স্থানে স্থানে অতি সুশোভন॥
নানা ফুল ফুটে ছুটে গন্ধে পুরী ভরা।
পুষ্পবৃন্দে মকরন্দে কূজিত ভ্রমরা॥
পুরি জ্ঞান হয় যেন এই ব্রজপুর।
বিরাজে কালিয়া-কৃষ্ণ গোপাল-ঠাকুর॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গ বহু দ্বারে বিদ্যমান।
কুঞ্জরের মধ্যে এক করীন্দ্র প্রধান॥
নামেতে ভৈরব গজ অত্যুচ্চ প্রবীণ।
সুমেরুর শৃঙ্গভঙ্গ গজ-দেখি পীন॥
ভগদত্ত দত্ত এ যোজন-পদ করি।
কিম্বা দিলা ঐরাবত ইন্দ্র যত্ন করি॥
বাণের ধনেতে পূর্ণ কতেক ভাণ্ডার।
এ ধামের তুল্য নহে ভুবন মাঝার॥
ধামে অধিপতি পূর্ব্বে আছিলেন ভূপ।
প্রাণনাথ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বরূপ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরুষোত্তমেরে তপবলে।
গোলোক হইতে আসিলেন মহীতলে॥
প্রাণনাথ মহারাজা সেই তো প্রকার।
শ্রীকান্ত স্থাপনা কৈলা তপে আপনার॥
সেই তপে প্রত্যাদেশ কৈলা ভগবান্।
বিরাটের উত্তর-গোগৃহ যেই স্থান॥
তথায় স্থাপন করিবে হে মম রূপ।
প্রত্যাদেশে মহানন্দ প্রাণনাথ ভূপ॥
উত্তর-গোগৃহ স্থান নির্ণয় করিলা।
এ হেতু কান্ত-নগরে শ্রীকান্ত স্থাপিলা॥
তাঁহার তনয় রামনাথ মহীপাল।
নলতুল্য শান্ত দান্ত একান্ত দয়াল॥

তৎসুত মহীপ ছিলা বৈদ্যনাথ মহামতি।
রাজধর্ম্মে ধার্ম্মিক দ্বিতীয় স্বর্গপতি॥
তাঁহার তনয় হন রাধানাথ ভূপ।
দানেতে বিখ্যাত হরিশ্চন্দ্রের স্বরূপ॥
রাজা রাধানাথের নন্দন সুভাজন।
গোবিন্দনাথ মহীপ প্রতাপে বারণ॥
শ্রীল শ্রীতারকনাথ তাঁহার নন্দন।
ভূমিপতি মহামতি গুণের ভাজন॥
অপরূপ রূপ ভূপ স্বরূপ এমন।
সু-বর্ণ সুবর্ণ জিনি সাক্ষাতে মদন॥
চিকুর নিকরে সুচাচরেতে বাবরি।
জ্ঞান হয় দূর হৈতে সম্বর পাগরি॥
কর্ণে শুনি কর্ণদাতা দেখাছিল সাদ।
ভূপে হেরি গেল চক্ষু-কর্ণের বিবাদ।
মানেতে মান্ধাতা তুল্য প্রতাপে মিহির
অম্বরীষ যুধিষ্ঠির ভক্ত শ্রীহরির॥
পৃথুর সমান করে পৃথিবী শাসন।
পুত্রতুল্য প্রজাগণ করেন পালন॥
ভূপতি প্রাচীন নন কিশোর মূরতি।
জ্ঞান বৃদ্ধ মধ্যে গণ্য যেমন বাক্‌পতি॥
শ্রীল শ্রীশ্যামমোহিনী মহীপ-মহিলা।
পতিব্রতা মহাসতী সুন্দরী সুশীলা॥
এক পাটেশ্বরী রাণী রমার সমান।
নানা সুখে সুখী রাজা মহা পুণ্যবান্॥
একদিন মহারাজা আনন্দিত মনে।
পাত্রমিত্র সহিত বসিলা রাজাসনে॥
মহা মহা উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
উপবিষ্ট জগচ্চন্দ্র রাজ-পুরোহিত॥
হরনাথ চূড়ামণি সভাতে আইলা।
গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাগীশ বসিলা॥
শিবপ্রসাদ নামক তর্কচূড়ামণি।
যদুনাথ বিদ্যারত্ন রত্নতুল্য গণি॥
পুরুষোত্তম নামেতে ভট্টাচার্য্য ধীর।
সাগর সমান সবে গম্ভীর সুস্থির॥
বড়সা বল্লম আশা-শোটা বরদার।
সকলে আদবে খাড়া কাতারে কাতার॥
মোগল পাঠান আইল শরিফ নজিব।
হামেশা হুজুরে খাড়া আছয়ে নকিব॥
মোস্তানিক সিকস্তায় খোষ-নবিছ কাজি।
রাজার মজলিসে এল শত্তবোচ্চ তাজি॥
সভা শোভা সভাসদ তারা তারা হয়।
নরবর শশধর মধ্যেতে উদয়॥
হরনাথ চূড়ামণি প্রতি রাজা কন।
পুরাণ তন্ত্রাদি বহু করাইলা শ্রবণ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি নৃসিংহ বামন।
রাম রাম রাম বৌদ্ধ কল্‌কী হরি হন॥
প্রথমাবতার হইতে নবমাবতার।
শুনায়াছ পুরাণান্তে সবার বিস্তার॥
কিন্তু দশমাবতারে কলির দর্পভঙ্গ।
শুনি নাই শুনাও সে কল্কীর প্রসঙ্গ॥
তুমি নানা শাস্ত্র জান কিছু বক্রী নাই।
কল্কিপুরাণ প্রসঙ্গ শুনিবার চাই॥
চূড়ামণি শুনি নৃপমণির আদেশ।
শুনাইলা কল্কিপুরাণের সবিশেষ॥
অব্যক্ত অপূর্ব্ব কথা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দ-সিন্ধু-সন্দোহে মগ্ন হৈল মন॥
শুনি ভক্তি অশ্রুনীরে ভাসিলা রাজন্।
প্রশংসা করিলা শুনি কল্কীর কথন॥
শুনি আনন্দিত অতি ভূপতির মতি।
সদক্ষিণা প্রণমিলা করিয়া প্রণতি॥
নিতান্ত লালসা মনে হইল রাজার।
এ গুপ্ত পুরাণ কথা ভাষা করিবার॥
তবে সে প্রকাশ হবে শুনিবে সকলে।
কিরূপে হইবে ভাষা মহীপাল বলে॥

বিনা ভাষা প্রকাশের হেতু অন্য নাই।
ভাষা করে যোগ্য জন দেখিতে না পাই॥
সভাসদ সবে কন হইয়া হরিষ।
ইহার উপায় আছে শুন অবনীশ॥
শ্রীরামলোচন দাস বৈদ্যকুলে জাত।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ভাষা করেছে বিখ্যাত॥
ইথে কবিরত্ন নাম হ'য়েছে তাঁহার।
তাঁর প্রতি দেও রাজা এ কর্ম্মের ভার॥
শুনি আনন্দিত মন হইল রাজার।
চলিলা শ্রীকান্তকে করিতে নমস্কার
সপ্ত প্রদক্ষিণেতে অষ্টাঙ্গে প্রণমিলা।
পাদোদক পানে শিরে নির্ম্মাল্য ধরিলা॥
হেনকালে নরাঙ্কিত হৈল শ্রীমন্দিরে।
রাজা বলে বাঞ্ছাপূর্ণ হইবে অচিরে॥
প্রকারে আদেশ মানি নৃপমণিবর।
আইলেন স্বস্থলেতে পুলক অন্তর॥
এ দীনেরে মহারাজা করিলা স্মরণ।
শ্রুতমাত্র গেল মহীপালের সদন॥
এ অধীন হেরি রাজা হরিষ হইলা।
কল্কিপুরাণের ভাষা হেতু আজ্ঞা দিলা॥
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি শ্রীরামলোচন।
করিল কল্কিপুরাণ ভাষা বিবরণ॥
প্রণিপাত পূর্ব্বকে প্রণাম গুণি পায়।
যত দোষ আছে তাহা ক্ষমিবে আমায়॥

ভৈরব রাগ

মন রে আমার শুন শ্রীহরি সংকীর্ত্তন বসিয়া।ধ্রু
হৃদয়-প্রাঙ্গণে, শ্রদ্ধা-কুশাসনে
জ্ঞান-চন্দ্রাতপ তুলিয়া॥

চিতান

স্বাধ্যায় সৎসঙ্গ যুগল মৃদঙ্গ
ভক্তিযোগে বাজায় তাল বুঝিয়া।
গুরু-গান গীত, শুন সুললিত
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি দিয়া॥ ১॥
ধ্যানাদি ধারণ, মানসে মনন
বিবেকাদি নিয়া সভা করিয়া।
হইয়া নিপুণ শুন হরিগুণ
অবিদ্যা ক্ষেমটী খেদাইয়া॥ ২॥
শ্রীরামলোচন বলে ওরে ম
মনের ভাবে ভাব মিলাইয়া।
শুনিলে হঠাৎ হবে অশ্রুপাত
দশা ধরে থাক সমাধি হৈয়া॥ ৩॥

গান-শ্রবণ-প্রকরণ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

দিন করি শুভক্ষণ করিবে গান শ্রবণ
চন্দ্রাতপে সাজাইয়া প্রাঙ্গণ।
গুরু দ্বিজ বন্ধুগণ যত পুরবাসী জন
সবারে করিবে নিমন্ত্রণ॥
সকলেরে সমাদরে বসাইয়া সরাসরে
ভেদ না করিবে জাতিকুল।
প্রশুদ্ধ আসন দিয়া বিনয় বাক্য বলিয়া
পরে দিবে তামাক তাম্বুল॥
দেবালয়ে পুণ্যস্থলে কিম্বা পঞ্চবটী তলে
সভক্তিতে করাইবে গান।
ঘটে পটে শিলাযন্ত্রে পূজা দিবে লিখি তন্ত্রে
করি কল্কী প্রতিমা নির্ম্মাণ॥
দুই বাহু দুনয়ান বানাইবে মতিমান
অশ্বোপর করবাল করে।
বর্ণ নীল নবঘন দিবে নানা আভরণ
বসন পরাবে কটি পরে॥
পদ্মাদেবী মনোরমা উভয় রমার সমা
নির্ম্মাণ করিয়া দুই সতী।

বাম দক্ষিণে ভুজন রাখিবে করে যতন
পূজা দিবে করিয়া ভকতি ॥
সম্পূর্ণ হইল গান কল্কিমূর্ত্তি সন্নিধান
দক্ষিণান্তে করি সমাপন।
গায়ককে পুরস্কার দিবে নানা উপহার
বস্ত্র অলঙ্কার আর ধন ॥
সবারে মাল্য চন্দন করিবেক বিতরণ
করাইবে ব্রাহ্মণভোজন।
বিধি মত করি ভক্তি যাহার যেমন শক্তি
দ্বিজে দিবে দক্ষিণা তেমন ॥
এই মত যেবা জন করিবে গান শ্রবণ
ভবে মুক্ত কল্কীর কৃপায়।
ইহ কালে পাবে সুখ না হইবে কোন দুখ
নির্ভয় সে কালান্তের দায় ॥
শ্রবণের ফল যত বিধি নাহি পারে তত
চতুর্ম্মুখে সংখ্যা কহিবার।
শ্রীরামলোচন কয় শুনিলে গান নিশ্চয়
সুখমোক্ষ করতলে তার ॥

জঙ্গলী—তাল একতাল।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মন বল শ্রীহরি কথা ॥ ধ্রু ॥

জাবে জন্ম জরা রোগ ভব-যাতনার দারুণ ব্যথা
হরিনাম দাবানলে অশেষ কলুষ জ্বলে
বেদাগম তন্ত্রে বলে বহ্নিশুষ্ক দারু যথা। ১।
যত তীর্থ ভূমণ্ডলে নাম নিলে সকলি ফলে
কালে কি তার করিবে বলে মরুক না কেন
যথা তথা ॥ ২ ॥
শ্রীরামলোচন মন বিলম্বের কি প্রয়োজন।
হরি বল প্রতিক্ষণ সম্মুখে দুঃখসাগর তথা ॥

চিতান।

যদি ভবজলনিধিজল হৈতে চাহ পার।
অহর্নিশি হরি বল দুস্তারে পাইবে নিস্তার ॥

পয়ার।

ইন্দ্র সহ দেব আর মুনীশ্বর জন।
সমুদয় লোক সদা লোকপালগণ ॥
প্রতিদিন স্ব স্ব ধর্ম্ম সিদ্ধির কারণ।
উত্তমা ভক্তিতে করে যাঁহার ভজন ॥
যত ইতি বিঘ্নের ঈশ্বর যে অব্যয়।
অনন্ত অচ্যুত অজ সর্ব্বজ্ঞ সে হয় ॥
অগ্রেতে বন্দিত বেদ তন্ত্র শাস্ত্রচয়।
আমি করি বন্দনা সে সকল আশ্রয় ॥

গ্রন্থারম্ভ।

যে কর করাল কাল ভুজঙ্গদংশন।
দেহ জ্বালাতে জ্বালায় সতত তেমন ॥
ক্ষিতিরে দর্শায় ভয় যত ভূপচয়।
করবাল দণ্ডেতে দণ্ডিত নাশ হয় ॥
তুরঙ্গ বাহন যেবা দ্বিজের নন্দন।
কল্কী পরামাত্মা হরি বটে সেই জন ॥
সত্য যুগাদির কর্ত্তা রূপে অধিষ্ঠান।
ধর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রিয়মূর্ত্তি বর্ত্তমান ॥
পুনঃ পুনঃ সেই প্রভু সুপ্রসন্ন হন।
শুত কন ইহা মুনিগণের সদন ॥
নৈমিষারণ্যবাসীরা শুনে এ বচন।
শৌনকাদি মহামুনি করিয়া শ্রবণ ॥
সকলে জিজ্ঞাসা করে সূতের সদন।
তুমিত ধর্ম্মজ্ঞ লোমহর্ষণ নন্দন ॥
ত্রিকালজ্ঞ পুরাণজ্ঞ বট ওহে সূত।
হরির প্রসঙ্গ সঙ্গে বল সে কিম্ভূত ॥

সূত বল শুনি কল্কিদেব কে বা ছিলা।
জগৎ-ঈশ্বর প্রভু কোথা জনমিলা ॥
নিত্য ধর্ম্ম কি কারণ বিনাশিল কলি।
সবিশেষ সে কথার বলহ সকলি ॥
অন্তরেতে শ্রীহরিকে করি স্মৃত ধ্যান ॥
হর্ষপুলকিতে কন মুনিগণ স্থান ॥
ঋষি সব সম্বোধিয়া কহিছেন সূত।
ভবিষ্যদাখ্যান শুন পরম অদ্ভুত ॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা কহিলেন নারদের স্থান।
নারদ কহিলা ব্যাসমুনি বিদ্যমান ॥
সে ব্যাস কহিলা নিজনন্দন সদন।
সে কহিল অভিমন্যুতনয়ে তখন ॥
ভাগবত ধর্ম্ম কৈলা আঠার হাজার ॥
সপ্তাহ সম্পূর্ণ পরে নয় সে রাজার ॥
পুণ্যাশ্রমে মার্কণ্ডেয় আদি মুনিগণ।
জিজ্ঞাসিলে শুক কহিলেন বিবরণ ॥
শুক-মুখ-চ্যুত অদ্ভুত যা শ্রবণ।
করিয়াছি ভাগবত ভবিষ্য-কথন ॥
হরিগুণ শুন মুনিগণ সাবধানে।
কহিব সকল তোমা সভা বিদ্যমানে ॥
ভূপতি ভারতী মত শ্রীরামলোচন।
কল্কিপুরাণের গান করিল রচন ॥

জঙ্গলী রাগিণী।

কলিকাল কালে কাল হৈয়াছে। ধ্রু।
এমিকাল সে বিষম কাল—
নিবে তোরে কালের কাছে।
চিতান
জননীজঠরে ছিলা সত্যযুগ আচরিলা
মাটিত পৈড়া মাটি খেইলা
ফিরছ কলির পাছে। ১।
বিস্মরিলা নীতিধর্ম্ম কর কতই কুকর্ম্ম
না বুঝিলা ধর্ম্মমর্ম্ম কপালেতে দুঃখ আছে।২।
শ্রীরামলোচন মন কলিতে হরি-কীর্ত্তন
তাহা কর প্রতিক্ষণ বেদে বিধি লিখিয়াছে।৩।

মন কলি হলি হব দুখচয়। ধ্রু।
হয় দুখচয়। রে—
চিতান।
তবে হবে সুখ নহে পাবে দুখ
মনে ভাব হরিপদ জাবে কলির আপদ
ভাব শ্যামল নীরদ জাবে কাল ভবভয় ॥ ১ ॥

প্রথম অধ্যায়।

কলির উৎপত্তি।

দীর্ঘত্রিপদী।

কৃষ্ণ গেলে নিজালয় কলি প্রাদুর্ভাব হয়।
বিস্তারিত সকলে শুনহ।
প্রলয় অন্তের পর জগতের সৃষ্টিকর
স্বয়ং ব্রহ্মা লোক-পিতামহ।
কৈলা পাতক সৃজন ঘোর মলিন কুজন
বিধি নিজ পৃষ্ঠদেশ হৈতে।
তাহার অধর্ম্ম বলে বিখ্যাত সকল স্থলে
মুনিগণ শুন সাবহিতে।
তার বংশানুকীর্ত্তন লোকে করিল স্মরণ
নাহি থাকে পাপের ঘটনা।
অধর্ম্মের ভার্য্যা হয় যারে সবে মিথ্যা কয়
ধন্যা সেই মার্জ্জারলোচনা।
তার পুত্র তেজমন্ত দম্ভ নিতান্ত দুরন্ত
কোপবন্ত অশান্ত সে হয়।
দম্ভেতে নাশে সকলি দম্ভ নেয় ধর্ম্ম ছলি
দম্ভ করে পূর্ব্ব পুণ্য ক্ষয়।

দম্ভের ভগিনী মায়া সে ভুলায় সর্ব্বকায়া
তার পুত্র লোভ উপাদান।
খলতা তাহার কন্যা সকল দোষের জন্যা
দুষ্টা নাই তাহার সমান।
লোভ খলতা হইতে ক্রোধ জন্মে আচম্বিতে
হিংসা হয় ক্রোধের ভগিনী।
হিংসা হৈতে জ্ঞান হত তার নিন্দা কব কত
হিংসা হয় ত্রিকুল-নাশিনী।
দুষ্ট মধ্যে মহাবলী হিংসার নন্দন কলি
কি করিব তাহার বর্ণন।
অঞ্জন বরণকায় তৈলাভ্যঙ্গ সর্ব্বগায়
বাম হস্তে উপস্থ ধারণ।
ভয়ানক মুখ তার তেমন রাক্ষসাকার
লোলজিহ্বা দুর্গন্ধশরীর।
দ্যূত সুরা আর নারী, আশ্রয় করিয়া তারি
আকৃতি প্রকৃতি এ কলির।
অতি কদর্য্য আচার, অপরে শুনহ তার
দুর্ব্বাক্য কলির সহোদরা।
কুবাক্যের হেনবল শুনায়া করে পাগল
পুণ্যধর্ম্মে সকলি প্রহরা।
মৃত্যু দুর্ব্বাক্যের সুতা সে'ত যাতনা সংযুতা
অযুত অযুত সে যাতনা।
সে বড় বিষম দায় জীবের পরাণ যায়
ছাড়াইতে নাহিক মন্ত্রণা।
কলিযুগে এ কেবল ধর্ম্ম নিন্দক সকল
উৎপত্তি হইল বহুজন।
যজ্ঞ অধ্যয়ন দান বেদতন্ত্রাদি পুরাণ
সর্ব্বধর্ম্ম বিনাশ কারণ।
আধিব্যাধি জরাভয় দুঃখ শোক ক্লেশচয়
অনুগত এ কলিরাজার
কলিতে দুঃখজনক কলি নর বিঘাতক
ক্ষণে লোক হয় কামাচার।

দম্ভেতে কুব্যবহার হিংস্রক মাতাপিতার
বেদবিদ্যাহীন দ্বিজগণ।
সর্ব্বদা কুতর্ক বচন ধর্ম্মবিক্রয়িন জন
বিপ্রগণ শূদ্রের সেবন।
অকারণ সুহৃদ্ভেদ বিক্রী রসমাংসবেদ
দ্বিজ শিশ্নোদর পরায়ণ।
লোক যত অবিরত ক্রূর পরদারে রত
নর বর্ণশঙ্কর কারণ।
লোকাকৃতি খর্ব্বাকার সকল কলুষসার
শঠের মঠেতে সদা বাস।
আয়ু ষোড়শবৎসর শ্যালা নিজ বন্ধুবর
নীচসঙ্গে সঙ্গ অভিলাষ।
বিবাদ কলহ ক্ষোভ পরধনে মহালোভ
কেশে বেশে বাসে বিভূষিত।
যাহার ধনসঞ্চয় কলিতে কুলীন হয়
ঋণ দিয়া তল্লাভ গৃহীত।
গৃহে আসক্ত সন্ন্যাসী সবিবেকী গৃহবাসী
গুরু সাধু নিন্দক বঞ্চক।
শূদ্র প্রতি গৃহে রত পরস্ব হারক কত
কলি খল ধর্ম্ম বিনাশক।
ছুয়ে বিবাহ স্বীকার পরে অন্য মতাচার
শঠ সাধুমত আচরণ।
ভিক্ষাতে অধিক আশ তাহে নহে ক্ষমানাশ
পণ্ডিতের অনর্থ বচন।
ধর্ম্ম যশের কারণ সাধু হৈয়া বহুধন
বিনাদানে করয় সঞ্চয়।
বৃথাসূত্র দিয়া গলে লোকেতে ব্রাহ্মণ বলে
দণ্ড নিয়া ভণ্ডদণ্ডী হয়।
স্ত্রীবেশ্যা আলাপে সুখ স্বপতিতে স্ত্রী বিমুখ
পরান্নেতে প্রলোভী ব্রাহ্মণ।
দ্বিজেতে বহু পাতক চণ্ডালগৃহে যাজক
নারীগণে স্বচ্ছন্দাচরণ।

বৈধব্যহীনা কামিনী কুলটা ব্যভিচারিণী
মেঘে চিত্র বৃষ্টি বরষণ।
ধরা অল্প শস্যবতী, প্রজাবিনাশে ভূপতি
কর হেতু অন্যায় তাড়ন।
স্কন্ধেতে ভার বহন হস্তে পুত্রকে ধারণ
মহাভয়যুক্ত প্রজাগণ।
গিরিদুর্গ ঘোর বনে অতিশঙ্কান্বিত মনে
সদুঃখেতে আশ্রয় কানন।
মধু মাংস মূলা আর, বনেতে ফল আহার
এরূপে পরাণ ধারণ।
প্রথম পাদে কলির নিন্দাবাদ শ্রীহরির
দ্বিতীয়ে তন্নাম বিস্মরণ।
তৃতীয়ে বর্ণসঙ্কর তুর্য্যে একবর্ণা নর
শ্রীহরির সৎক্রিয়াতে ভুল।
স্বাহা স্বধা বৌষট্‌কার নিঃস্বাধ্যায় সবে আর
প্রণববর্জ্জিত বেদমূল।
নিরাহারা দেবগণ নিলা ব্রহ্মার শরণ
সকলেই অতি দুঃখান্বিত।
দীনাক্ষীণাতিবিমনা খেদে সজলনয়না
এই ভাবে ধরিত্রী সহিত।
ব্রহ্মলোক দরশন করিলেক দেবগণ
তথায় সতত বেদধ্বনি।
যজ্ঞভূমি সুশোভন বসি সব মুনিগণ
সুবর্ণবেদিকা গাথা মণি॥
অগ্নি যূপেতে বেষ্টিত বনে পুষ্পফলান্বিত
সরোবর অতি সুনির্ম্মল।
সারস হংসনিকর নানামত জলচর
মন্দ সমীরণ সুশীতল॥
তাহে দোলে লতাজাল ফলে ফুলে নম্র ডাল
কি বা শোভা হয় ব্রহ্মলোক।
হেরিলে ভুলে নয়ন, অপূর্ব্ব বিধি ভুবন
দেখি জায় জরামৃত্যু শোক॥
দেখে আছে দিব্যাসনে বসিয়া চতুরাননে
সঙ্গে সনকাদি ঋষিগণ।
পদকমল সেবন করিতেছে প্রতিজন
সকলেরই আনন্দিত মন॥
দেবতা দুঃখিত মনে গিয়া ব্রহ্মার সদনে
ধরা সহে যত দেবগণ।
সাবধানে প্রণমিলা মধুরালাপ করিলা
নিজকার্য্য কৈলা নিবেদন॥
শ্রীরামলোচন দাসে মহাভীত কলিত্রাসে
নিজ দাসে রাখ রাঙ্গাপায়।
কল্কি নিস্তার আমায় হা হুতাশে প্রাণ যায়
নিবেদন প্রথম অধ্যায়॥
ইতি কল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে কলি-
বিবরণ নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাগিণী ভৈরবী তাল ঠেকা।

হরি উৎপত্তি এবার অন্তরে আমার। ধ্রু।
মানসে উদয় হৈয়া কর এভবে নিস্তার॥

চিতান।

বিবেক ব্রাহ্মণ হৈতে উপনিষৎ সুমতিতে
হৃদি সম্ভল ভূমিতে হও কল্কি অবতার॥ ১
অপাঙ্গ তুরঙ্গোপরে কৃপা করবাল করে
করিকর হরিপরে মোহ ম্লেচ্ছেরে সংহার॥২
বলে শ্রীরামলোচন মোহ হইলে নিধন
কলিমল নিবারণ হবে সত্য যুগ আর॥ ৩
উদয় হও ওহে হরি আমার হৃদিমণ্ডলে। ধ্রু

চিতান।

সর্ব্বস্থলে স্থিতি তুমি অন্তরীক্ষে জলেস্থলে।

দেবগণ পৃথ্বীর সঙ্গে ব্রহ্মার নিকট গমন

পয়ার

সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
বসিলা সকলদেব ব্রহ্মার সদন॥
কল্কীর দোষেতে ধর্ম্মহানি যে প্রকার।
কাতরে কহিলা সব করিয়া বিস্তার॥
দেবতার দুঃখ দেখি কন অজাসন।
বিষ্ণুর প্রসাদে বাঞ্ছা করিব সাধন॥
এ বলিয়া সঙ্গে নিয়া যত দেবগণ।
তরান্বিত উপনীত গোলোকভুবন॥
প্রণতি নিকরে করে ব্রহ্মা নিবেদন।
যথাতে বসিয়া কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন॥
কলির কুরীতি নীতি যত বিবরণ।
দেবতার দুঃখভার বিস্তার কথন॥
কৃষ্ণকমলনয়ন বলেন বিধিরে।
চিন্তা নাই সকলেই থাকহ সুস্থিরে॥
সম্ভল গ্রামেতে বিষ্ণু যশের ভবন।
হইবে আমার বিধি জনম গ্রহণ॥
সুমতি সতী মাতার হইব তনয়।
চারিভাই সহিতে করিব কলিক্ষয়॥
তোমরা দেবতাগণ ভারত ভুবন।
নিজ নিজ অংশে কর জনম গ্রহণ॥
আমার প্রেয়সী এই রমা রূপযুতা।
সানন্দিতে সিংহলে হইবে রাজসুতা॥
বৃহদ্রথ রাজার মহিষী কুমুদিনী।
নীলকমলনয়নী বটে কমলিনী॥
তাহার জঠরে জাতা হবে মম জায়া।
পদ্মানামা গুণধামা স্বর্ণবর্ণকায়া॥
ত্বরিতে অংশাবতারে জনম আমার।
কলিসর্প বধি দুঃখ নাশিব ধরার॥
পুনঃ করি সত্যযুগ ধর্ম্ম সংস্থাপন।
ধর্ম্মকর্ম্ম মর্ম্ম সব পূর্ব্বের যেমন॥
নীলকমল নয়নাচ্যুত মুখাচ্যুত।
অমিয়া অন্বিত বাণী শুনিয়া অদ্ভুত॥
ব্রহ্মা গেলা ব্রহ্মলোকে আনন্দিত মন।
দেবগণ স্ব স্ব স্থলে করিলা গমন॥
বসুধাকে সুধাসিক্ত আশ্বাস বচন।
বলিয়া উদ্যোগী কৃষ্ণ জনমগ্রহণ॥
শুনি আনন্দিত মন শ্রীরামলোচন।
জনম লইবে কৃষ্ণ ভারতভুবন॥

রাগিণী ভৈরবী তাল তথা।

কর মঙ্গলাচরণ আনন্দিতমন। ধ্রু।
হৃদ্‌কমলমন্দিরে বিরাজে ব্রজমোহন।
শ্রদ্ধাভক্তি মতি আর দিবেক জয় জয়কার
জ্ঞানাদিরা বাদ্যকার বাজারে নানা বাজন॥
দেহ পুরবাসী যত যোগাদি অমাত্য কত
সৎকার করিছে শত আনন্দ অমূল্য ধন॥ ২
শ্রীরামলোচন মন মনে করিয়া মনন
তুমিও কর দর্শন শ্রীহরির শ্রীচরণ॥ ৩

কল্কীর জন্ম

দীর্ঘত্রিপদী।

সম্ভল নাম নগরে বিষ্ণুযশের বাসরে
সে মহা বৈষ্ণব বিপ্রবর।
তাঁহার পত্নী সুমতি ধন্যা মান্যা অতিসতী
তার গর্ভে জন্মে পরেশ্বর॥
গ্রহনক্ষত্রাদি রাশি শুভক্ষণে সবে আসি
সেবা করে চরণকমল।
গিরি সাগর কন্দর জঙ্গমাদি তরুবর
আনন্দেতে প্রফুল্ল সকল॥

উৎপত্তি জগতপতি হর্ষ মুনি যত যতি
বেদধ্বনি করে সুললিত।
নর নারী লোকচয় সবে আনন্দ হৃদয়
গন্ধর্ব্বেরা নাচে গায় গীত ॥
আনন্দসন্দোহে সবে হরির জন্ম উৎসবে
নাচে পিতৃলোক সমুদয়।
তুষ্ট যত দেবগণ সবার আহ্লাদ মন
শ্রীহরির যশঃগুণ গায় ॥
জনমিলা অবনীতে শুক্লপক্ষ দ্বাদশীতে
মধুমাসে মাধব যখন।
হেরিয়া বিধুবদন মাতা পিতা দুই জন
মহানন্দে হইলা মগন ॥
যে মহাষষ্ঠী বিখ্যাতা হইলেন ধাত্রীমাতা
নাড়ীচ্ছেদ অম্বিকা করিলা।
কায়াধৌত গঙ্গাজলে সাবিত্রী করকমলে
করিয়া শ্রীঅঙ্গ মোছাইলা ॥
ক্ষুধাময়ে হৈল ক্ষুধা সুধাপয় বসুধা সুধা
দিলেন শ্রীমুখসরসিজে।
ষোড়শ মাতৃকাগণ করে মঙ্গলাচরণ
আশীর্ষ বচন বলে দ্বিজে ॥
আনন্দে কমলাসন সূতিকাগারে গমন
পরেশ্বরে করে নিবেদন।
তব চতুর্ভুজ দেহ দেবের দুর্লভ এহ
ছাড়ি হও মনুষ্য এখন ॥
শুনি কমলনয়ন তখনি দ্বিভুজ হন
দেখি পিতামাতার বিস্ময়।
পরে হরির মায়ায় সে বিস্ময় দূরে জায়
জ্ঞান হৈল আপন তনয় ॥
বলে শ্রীরামলোচন কল্কীর জন্মগ্রহণ
হৈলে তুষ্টা জননী সুমতি।
মম মন সর্ব্বক্ষণ হৃদে চিন্ত শ্রীচরণ
তবে বুঝি আমার সুমতি ॥

রাগিণী জঙ্গলী

মন চল মানসনগরে। ধ্রু।
নিরন্তর অনন্তরূপ হের হের নিজ অন্তরে

চিতান

হরি কল্কিঅবতার পূর্ণব্রহ্ম সারাৎসার
নয়ন মুদি দেখ তার রূপে মনতম হরে ॥১
করি মঙ্গলাচরণ হের ও রাঙ্গাচরণ
ভক্তিনীরে দুনয়ন ভাষাও পুলকসরোবরে
শ্রীরামলোচন কয় সুসময় এ সময়
হৃদয়ে করুণাময় চিন্তা কিরে কালান্তরে ॥

কল্কীর নামকরণ

পয়ার

শম্ভল নগরে যত পুরবাসিগণ।
পাপ তাপ হীন করে মঙ্গলাচরণ ॥
অতি আনন্দিতমতি হইলা সুমতি।
পাইয়া তনয় বিষ্ণু জিষ্ণু জগৎপতি ॥
পূর্ণকামা হৈয়া রামা আনিয়া গোধন।
নন্দন কল্যাণে করে বিপ্রে বিতরণ ॥
বিষ্ণুযশ যশঃ হেতু দেয় বহুদান।
বিশেষ মানস মনে সুতের কল্যাণ ॥
সাম যজু বেত্তাসবে করে আগমন ॥
কল্কীর নাম করণ করিয়া শ্রবণ ॥
রাম কৃপ ব্যাস দ্রৌণী সবে আনন্দিত।
দেখে বাঞ্ছা শিশুরূপী হরি অবনীত ॥
সবে আগমন করি করে দরশন।
মহাতেজ তুর্য্য সূর্য্য সমান কিরণ ॥
হৃষ্ট দ্বিজবর সবে করিলা অর্চ্চন।
বসিলেন মহাসুখে পেয়া শুদ্ধাসন ॥
ক্রোড়স্থিত বিষ্ণুরূপ হেরি নরাকার।
মুনিগণ প্রণমিলা আনন্দ অপার ॥

কল্ক শব্দে পাপ তাহা নাশে আত্মারাম।
ইথে মুনিগণ রাখিলেন কল্কী নাম॥
সংস্কার কর্ম্ম করি মহামুনিগণ।
অতিহৃষ্টান্তরে সবে গেলা স্বভবন॥
সুমতি পালিত নিতি নিতি বর্দ্ধমান।
হরি হৈলা শুক্লপক্ষের শশীর সমান॥
জ্যেষ্ঠ তিন ভাই শূর হইল কল্কার।
সুমন্ত্রক প্রাজ্ঞ আর মহাকরি ধীর॥
পিতামাতা প্রিয়কর গুরু বিপ্রে হিত।
কল্কার অংশেতে পূর্ব্বে জন্ম অবনীত॥
গার্গ্য ভার্গ্য বিশাল এ জ্ঞাতি তিন জন।
বিশাখ যূপ ভূপাল করিল পালন॥
বিষ্ণুযশ কল্কী হেরি আনন্দিত মন।
সর্ব্বগুণাকর ধীর বীর সে নন্দন॥
বিষ্ণুযশ কন কল্কি কমলনয়ন।
শাস্ত্রপাঠকের পুত্র গুণের ভাজন॥
ব্রহ্মসংস্কার যজ্ঞসূত্র হবে পরে।
সাবিত্রী পড়িলে বেদ পঠে তদন্তরে॥
শ্রীরামলোচন দাস হরিগুণ গায়।
সাবিত্রী পবিত্রকর্ত্রী রাখ রাঙ্গাপায়॥

গান

মন মজ শ্রীহরি পদে। ধ্রু।
করি অবহেলা খোয়াইলা বেলা
সন্ধ্যা হৈল ঘোর বিপদে।

চিতান

পুত্রকলত্র সম্পদে নিমগন মোহমদে
এসুখে অপরে দুঃখ মন পাবেরে পদে পদে॥
কি ভাবে আছরে মন ডুবি মিছা মায়াহ্রদে
হরিচরণ ভজ সুখে মজ তুষ্ট হবে ব্রহ্মপদে॥ ২
নৃত্য কর মত্ত হৈয়া হরিনাম আনন্দ মদে
গান কর শ্রীহরিগুণ মোক্ষধাম পদে পদে॥ ৩
শ্রীরামলোচন মন শমন পাছে পদে পদে
হরি হরি হরি বল ত্রাণ পাইবে কাল আপদে॥ ৪

কল্কীর উপনয়ন ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ

লঘুত্রিপদী

কল্কিদেব কন পিতার সদন
আমার এ নিবেদন।
কি বা হয় বেদ বল তার ভেদ
সাবিত্রী সে কোন জন।
কি সূত্রে সংস্কার পিতা বল তার
বিস্তার করি আমায়।
লোকেতে ব্রাহ্মণ তার কি লক্ষণ
কি তত্ত্ব লাভ তাহার॥
বিষ্ণুযশ কন শুনরে নন্দন
বেদ হরির বচন।
ব্রহ্মার ঘরণী বেদের জননী
শেষেতে সাবিত্রী হন॥
শুন ওহে শুন সূত্র তিনগুণ
ত্রিগুণ করিয়া তার।
না হবে তা ন্যূন, তবে নবগুণ
ধারণে ব্রাহ্মণাচার॥
হয় সংস্কার দশ যজ্ঞে যার
সে ব্রাহ্মণ তেজিয়ান।
শুনহ বালক ইহার পোষক
যে ব্রাহ্মণে বেদজ্ঞান॥
যজ্ঞ অধ্যয়ন দান বিতরণ
স্বাধ্যায় সংযম জপ॥
ভক্তিতে হরিকে তুষিবে ধার্ম্মিকে
বেদ তন্ত্র মতে তপ॥

24362
16 AUG 1968
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY.
RAJA RAMMOHANPUR.

বাঞ্ছা মম মনে তবোপনয়নে
আনি সব দ্বিজজন।
বন্ধুগণ সনে করি তুষ্ট মনে
সংস্কার আচরণ॥
কল্কী কন তাত নিবেদি সাক্ষাত
আমাকে বল বিস্তার।
দশ সংস্কার হয় কি প্রকার
ব্রাহ্মণের ব্যবহার॥
কি জন্যে ব্রাহ্মণ করেন অর্চ্চন
বিষ্ণুকে বিধান মত।
সব বিবরণ জনক এখন
আমাকে বল তাবত॥
বিষ্ণুযশ বলে স্বনন্দন স্থলে
ব্রাহ্মণে ব্রহ্মণ্য বিহার।
আদৌ গর্ভাধান আছেরে বিধান
আর যত সংস্কার॥
ত্রিসন্ধ্যা করিবে সাবিত্রী জপিবে
পূজা জপপরায়ণ।
করিবেক তপ হরিমন্ত্র জপ
কহিবে সত্য বচন॥
বিষ্ণুর অর্চ্চন, হবে বিজ্ঞাপন
ব্রাহ্মণে এ নীতি হয়।
এই বিপ্রধর্ম্ম করিবেক কর্ম্ম
ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মময়॥
কল্কী কন পুন ওহে পিতা শুন
এ নিবেদন আমার।
কোথা বিপ্রগণ অখিল তারণ
জগত করে নিস্তার॥
সৎপথে ব্রাহ্মণ করায় গমন
হরিভক্তি করে দান।
যে বাঞ্ছা যে করে তাহারে বিতরে
কামধেনুর সমান॥
বিষ্ণুযশ কন শুন সুনন্দন
কলি হৈয়া মহাবলী।
বিপ্রহন্তারক ধর্ম্মবিঘাতক
ব্রাহ্মণকে নিল ছলি॥
তপহীন যারা কলিকালে তারা
শিশ্নোদর পরায়ণ।
সে সব ব্রাহ্মণ অধার্ম্মিক হন
ক্রিয়াহীন অভাজন॥
হৈয়া পাপসারা বিপ্র দুরাচারা
আছে নিস্তেজ কলিতে।
শূদ্রের সেবন করয় ব্রাহ্মণ
অক্ষম আগুরাখিতে॥
পিতার বচন করিয়া শ্রবণ
কল্কী কলিবিনাশন।
যজ্ঞ উপবীত নিয়া আনন্দিত
গেলা গুরুর ভবন।
শ্রীরামলোচন করিল রচন
কল্কিপুরাণ ভাষায়।
শ্রীগুরুচরণ করিয়া বন্দন
সঙ্গীত দ্বিতীয়াধ্যায়॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে কল্কিজন্মোপনয়নং দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ॥

রাগিণী জঙ্গলী তাল একতালা

বেদ পড়রে মন সহস্রার বিদ্যালয় আছে। ধ্রু
করি যোগাসন কর অধ্যয়ন
অধ্যাপক শ্রীনাথের কাছে।

চিতান

প্রাজ্ঞ অধ্যাপক সে বিশ্বব্যাপক
কৃপানিধি নাম ধৈরাছে।
সে যে পাঠ দিবে সে পাঠ পড়িবে
কত ছাত্র তত্র পদ পাইয়াছে। ১

পড় শ্রদ্ধাতন্ত্র লভ ভক্তমন্ত্র
যেও না অবিদ্যার কাছে।
জ্ঞানরত্নফল পাবেরে সকল
বিদ্যাকল্পতরুর গাছে। ২
লোচনে এ যুক্তি পায় বিদ্যামুক্তি
শ্রীনাথের উক্তি যে পৈড়াছে।
তুমি কর মন শীঘ্র অধ্যয়ন
কাল নাই বয়ঃক্রম হইয়াছে। ৩

কল্কীর পরশুরাম নিকট বেদপাঠ

পয়ার

কল্কিদেব জান নিজ গুরুকুলধাম।
মহেন্দ্রপর্ব্বতে থাকি দেখি পরশুরাম॥
সাদরে আনিলা রাম আপন আশ্রমে।
সুমধুর আলাপেতে বসায় সম্ভ্রমে॥
কল্কি সম্বোধিয়া রাম বলেন অগ্রত।
পাঠ দিব আমায় গুরু জানিবা ধর্ম্মত॥
আমি জামদগ্ন্য ভৃগুবংশে উপাদান।
বেদ বেদাঙ্গাদি ধনুর্ব্বেদ জ্ঞানবান্॥
নিঃক্ষত্রি ধরিত্রী করি বিপ্রে দান দিয়া।
তপ করিতেছি মাহেন্দ্রাদ্রিতে আসিয়া॥
ব্রাহ্মণনন্দন তোমা বলি শাস্ত্রভেদ।
যার তুল্য শাস্ত্র নাই পড় তুমি বেদ॥
শুনি মহাহৃষ্ট তনুরুহ শিহরিল।
গুরুকে প্রণমি কল্কী বেদপাঠ কৈল॥
চতুঃষষ্টি কলা ধনুর্ব্বেদ আদি করি।
সমাপন করিলেন পড়িয়া শ্রীহরি॥
জামদগ্নি স্থানে পাঠ করিয়া সকলি।
কল্কী কন কাতরেতে করি কৃতাঞ্জলি॥
চাহ ত গুরুদক্ষিণা যেবা ইচ্ছা হয়।
তব সন্নিহিতে আমি দিব তা নিশ্চয়॥
তব মন পরিতোষ যাহে মহাশয়।
সে দক্ষিণা দিলে মম কার্য্যসিদ্ধি হয়॥
পরশুরাম কন শুন ব্রাহ্মণ-কুমার।
আমিতো সকলি জানি বিস্তার তোমার॥
কলিকে নিগ্রহ হেতু বিধি প্রার্থনাতে।
ব্রহ্মময় তব জন্ম শাম্ভলে ধরাতে॥
মমস্থানে বিদ্যা হর হৈতে অস্ত্র শুক।
লভ্য তব বেদময় সে শুক কৌতুক॥
সিংহলে পদ্মা সতীকে করি পরিণয়।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করি কলিকাল লয়॥
কলিপ্রিয় ধর্ম্মহীন যত রাজগণ।
বৌদ্ধাদি নিগ্রহে কর ধরাকে স্থাপন॥
এই তো গুরুদক্ষিণা তুষ্ট হবে মন।
তবে মম যজ্ঞদান তপ সমাপন॥
কল্কী শুনি গুরুবাক্য সুসার জানিলা।
প্রণাম করিয়া পদে বিদায় হইলা॥
বিল্বোদকে গিয়া হরি যথাতে মহেশ।
শঙ্করের স্তব করে অশেষ বিশেষ॥
যথাশক্তি পূজা করিলেন মহেশ্বরে।
ধ্যান করি প্রণিপাতে কল্কিস্তব করে॥
শ্রীরামলোচন দাস কল্কিগুণ গায়।
আজ্ঞা দিল মহিপ তারকনাথ রায়॥

রাগিণী ভৈরবী তাল মধ্যমান

হর হর দুঃখভার করহ নিস্তার। ধু
আশুতোষ নাশ কালভয় চমৎকার।
ভাবি ভাবি হৈল শীর্ণ দিনে দিনে দেহ জীর্ণ
সময় অতি সঙ্কীর্ণ ভরসা পদ তোমার
শ্রীরামলোচন কয় দীনে তার দয়াময়
তুমি বিনে পদাশ্রয় বল আর নিব কার

মহাদেবের স্তব

দীর্ঘ-ত্রিপদী

গিরীশ শ্রীগৌরীনাথ বিশ্বময় বিশ্বনাথ
শরণ্য তুমি হে ভূতাবাস।
ত্রিনেত্র পঞ্চবদন বাসুকীকণ্ঠভূষণ
আদিদেব নাম কৃত্তিবাস॥
তুমি পুরুষ-পুরাণ সর্ব্বানন্দ বিদ্যমান
যোগাধীশ দক্ষ-কামনাশ।
করাল শ্রীচন্দ্রভাল শিরে জটাজুটজাল
মস্তকেতে গঙ্গার বিলাস॥
সতত শ্মশানে রঙ্গ ভূত বেতালের সঙ্গ
নানা অস্ত্র ধর বহুমত।
শূল খড়্গ তীক্ষ্ণধার শর কার্ম্মুক কুঠার
পশুপতি ধর পাশুপত॥
উগ্র অতি উগ্রকর ত্রিলোক সংহারকর
ক্রোধে লোকত্রয় হয় নাশ।
পঞ্চভূতে যত জীব আত্ম রূপী তুমি শিব
কালকর্ম্ম স্বভাবে প্রকাশ॥
তুমি ঈশ জীবময় ব্রহ্মানন্দ রূপাশ্রয়
তোমাকে করিহে নমস্কার।
তুমি হও মহাবিষ্ণু সুরাত্মা সুসাধু জিষ্ণু
ধর্ম্মসেতু ধর্ম্ম অবতার॥
ব্রহ্মা আদি যত প্রাণী তব অংশে অভিমানী
গুণাত্মক সে দেহ তোমার।
মহাদেব পরেশ্বর আদিদেব পরাৎপর
তোমাকে করিহে নমস্কার॥
যার আজ্ঞাতে পবন লোকে বহে সমীরণ
কৃষাণুতে করয় দাহন।
ভাস্করে প্রখর কর শীতলতা শশধর
গগনে বিরাজে তারাগণ॥
যার আদেশে ভ্রমণ করিতেছে গ্রহগণ
সে পরেশে শতেক প্রণতি।
ধরিত্রী যার কৃপায় সর্ব্বধাত্রী পদ পায়
সর্ব্বসহা নাম বসুমতী॥
বারিদ করে বর্ষণ মেরুর মধ্যে ভবন
তার ভর্ত্তা ধর তুমি নাম।
ত্রিগুণত্ব ত্রিনয়ান তুমিতো বট ঈশান
বিশ্বরূপ করিহে প্রণাম॥
শুনি কল্কীর স্তবন শিব সর্ব্বাত্মা দর্শন
সাক্ষাতে কহেন সর্ব্বেশ্বর।
পার্ব্বতী সহিতে হর মহা আনন্দ অন্তর
দাড়াইয়া কল্কীর গোচর॥
দিয়া দুই পদ্মকর শ্রীহরির কলেবর
স্পর্শ করে সর্ব্ব অবয়ব।
তব ইচ্ছা যেবা বর আমি তা দিব সত্বর
মহানন্দে বলিলেন ভব॥
তবকৃত এ স্তবন পাঠ করিবে যে জন
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার।
তারানাথ কিবে দুখ ইহকালে মহাসুখ
অন্তে তার এ ভবে নিস্তার॥
বিদ্যার্থী বিদ্যা পাইবে কামীতে কাম লভিবে
ধর্ম্মার্থীতে ধর্ম্ম লাভ হবে।
শ্রীরামলোচন কয় আর কিছু বাঞ্ছানয়
ভবানীশ ভব তার ভবে॥
ইতি স্তব।

রাগিণী ভৈরবী, তাল মধ্যমান

বরং দেহি দিগম্বর ওহে মহেশ্বর। ধ্রু।
যমজয়ী হইতে মৈলে যেতে কৈবল্য নগর।

চিতান

উমাপতি তোমায় বলি চতুর্ব্বর্গ ছলি
কবল করিল কলি, জ্ঞান নিল পঞ্চশর।

দিনে দিনে গেল দিন এ দীন ভজনহীন
দেখিয়া দুর্দ্দশা দীন, ত্রাণ কর গঙ্গাধর
বলে শ্রীরামলোচন, নাহি অন্য প্রয়োজন
আমি পদাশ্রিত জন, রক্ষাকর পরাৎপর ॥

মহাদেবের কল্কীকে অশ্ব, শুক ও করবাল প্রদান

পয়ার

হর কন কল্কী শুন সর্ব্বগুণাকর।
গরুড়ের তুল্য নেও এই অশ্ববর॥
বহুরূপী এ তুরঙ্গ যথা কামগতি।
দিলাম তোমারে লও ওহে রমাপতি॥
সর্ব্বজ্ঞ সুশীল শান্ত পরম কৌতুক।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যান্বিত দেই এক শুক॥
ত্রিকালজ্ঞ শুক বেদ জানায় সকল।
সুধাময় কথা কয় কার্য্যেতে কুশল॥
সর্ব্বভূত মনোগত নরের কথন।
বলিবে সকলি শুক তোমার সদন॥
করাল এ করবাল রতনে মণ্ডিত।
প্রভাযুক্ত অস্ত্র দেই তোমার বিদিত॥
গুরু ভাবে এই অস্ত্র করিয়া গ্রহণ।
পৃথিবীর কলিভার হর সনাতন॥
মহেশের মুখে শুনি মধুর ভারতী।
শম্ভলে চলিলা পদে করিয়া প্রণতি॥
তুঙ্গ তুরঙ্গেরোপরে করি আরোহণ।
ত্বরান্বিত উপনীত আনন্দিত মন॥
মাতাপিতা ভ্রাতৃগণে প্রণাম করিলা।
জামদগ্ন্যে বিদ্যাশিক্ষা তাবৎ কহিলা॥
স্থাণু স্থানে বরপ্রাপ্ত বাজি অস্ত্র শুক।
জ্ঞাতিগণে কহিলেন পাইয়া কৌতুক॥
গার্গ্য ভর্গ্য বিশালাদি করিয়া শ্রবণ।
মহা আনন্দেতে মগ্ন সবাকার মন॥

কথোপকথনে গ্রামবাসীরা জানিলা।
লোকেতে বিশাখযূপ মহীপ শুনিলা॥
কলির নিগ্রহ হেতু হরি প্রাদুর্ভাব।
সর্ব্বগুণাকর মহাপ্রবল প্রভাব॥
নিজপুরে মহীপাল তপব্রত যাগ।
আরম্ভ করিলা মনে ধর্ম্ম অনুরাগ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত জন।
সবারে ধর্ম্মিষ্ঠ দেখি রাজা হৃষ্ট মন॥
মহারাজা শুদ্ধমন হইলা নিতান্ত।
ভবে আবির্ভাব দেখি পদ্মালয়া-কান্ত॥
অধর্ম্মেতে বশীভূত অপর যে জন।
লোভ মিথ্যাযুক্ত হেরি বিষাদিত মন॥
তুরঙ্গ বাহনে হরি খড়্গ চাপ আর।
ধারণ করিয়া চলিলেন বহির্দ্বার॥
অধর্ম্ম আচার জানিলেন যত জন।
তাদের নিধন হেতু করিলা গমন॥
বিশাখ যূপ ভূপাল প্রিয় সাধুজন।
শম্ভলে শ্রীহরি অংশ করি দরশন॥
কবি প্রাজ্ঞ সুমন্ত্রক মহাপ্রভান্বিত।
গার্গ্য ভর্গ্য বিশালাদি জ্ঞাতির সহিত॥
বিশাখযূপ ভূপাল করে নিরীক্ষণ।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের শোভন॥
পুরের বাহিরে হরি হেরে নৃপবর।
ইন্দ্রদেব যেন উচ্চৈঃশ্রবার উপর॥
দরশন করি ভূপ প্রণত হইল।
আনন্দে মগন তনুরুহ শিহরিল॥
কল্কিরূপ হেরি মহারাজা সেইক্ষণ।
পূর্ণাত্মা বৈষ্ণব হইলেন বিচক্ষণ॥
রাজার সহিতে কল্কী ধর্ম্মের কথন।
কহিতে লাগিলা সব পূর্ব্বের যেমন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আশ্রম সকল।
যে ধর্ম্ম করিয়া যে বা করিছে সফল॥

সবে মম অংশ হয় কলিভ্রষ্ট মন।
দমন কারণ মম জনম ধারণ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ সব যাগ দ্বারে।
সাবধানে মহারাজ যজহ আমারে॥
আমি পরলোক-ধর্ম্ম বটি সনাতন।
কালের স্বভাবে কর্ম্মগত সর্ব্বজন॥
চন্দ্র সূর্য্য বংশে জাত যত রাজগণ।
পুনঃ সত্যযুগ করি করিব স্থাপন॥
কল্কি-মুখ-চ্যুত রাজা শুনি এ বচন।
প্রণাম করিয়া পদে করে নিবেদন॥
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম কিবা কহ ভগবান্।
শ্রবণের ইচ্ছা প্রভো তব সন্নিধান॥
নৃপতি ভারতী ইতি করিয়া শ্রবণ।
কল্কী কন কলিকুল নাশন কারণ॥
নিজ জন সকলের আনন্দ-দায়ক।
কহিছেন সাধু ধর্ম্ম গোলোক নায়ক॥
শ্রীরামলোচন দাস কল্কিগুণ গায়।
বরপ্রাপ্ত মহেশের তৃতীয় অধ্যায়॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে কল্কিবরপ্রাপ্ত তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কল্কিকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-লক্ষণ কথন

পয়ার

সূত কন মুনিগণ শুন সর্ব্বধীর।
আইলেন কল্কিদেব আপন মন্দির॥
রত্নসিংহাসনোপরে বসিয়া সুস্থির।
সভাতে বিরাজে কল্কী যেমন মিহির॥
দ্বিজগণ সকলের যে প্রকার ধর্ম্ম।
ধর্ম্মময় রাজা স্থানে কল্কী কন মর্ম্ম॥
মমাঙ্গেতে প্রলয়েতে ব্রহ্মার বিনাশ।
মম অগ্রে নাহি অন্য কার্য্যের প্রকাশ॥
দ্বৈতভাব হীন হয় যেবা পরাত্মন।
স্থিতি হয় লোক তন্ত্র মাত্র সর্ব্বজন॥
মহাপ্রলয়ান্তে ভূপ আমার মরণ।
উৎপত্তি হইল তাহে বিরাট সে জম॥
সহস্র শির পুরুষ সহস্র নয়ন।
মহারাজ হয় তার সহস্র চরণ॥
বেদ বক্তা তদঙ্গজ উৎপত্তি ব্রহ্মার।
মমাংশেতে মায়া হৈতে জীবোপাধি আর॥
ব্রহ্মোপাধি সর্ব্বজ্ঞ সে জ্ঞানের সহিত।
মম বক্ত্র হৈতে বেদ তাহার শাসিত॥
কাল মায়া যোগে সেই জীব সৃষ্টি কৈল।
মনু আদি যত লোক উৎপত্তি হইল॥
মায়াতে আমার অংশে হইল সৃজন।
নানা উপাধিতে গুণযুক্ত সর্ব্বজন॥
সেইত উপাধিযুক্ত দেবলোক যত।
স্থাবর জঙ্গম আদি ভূপ হে তাবত॥
মমাংশ মায়াতে সৃষ্টি যত জন হয়।
সকলি আমাতে হয় প্রলয়েতে লয়॥
এই মতে মমাত্মক ব্রাহ্মণ শরীর।
ক্রিয়া যজ্ঞ অধ্যয়ন করে বিপ্র ধীর॥

রাগিণী বেহাগ তাল আড়ঠেকা

ভাব ভূমীশ ব্রাহ্মণ পামর পাবন। ধ্রু
ব্রহ্মময় ব্রহ্মাশ্রয় ব্রহ্মধর্ম্ম সংসাধন॥

চিতান

সর্ব্বতীর্থ পাদোদকে মুক্ত ব্রহ্মহা-পাতকে
তূলার রাশি পাবকে যেমন করে দাহন॥১
ব্রাহ্মণেরে ভক্ষ্য দান করিলে কৈবল্যে স্থান
ধন্য সেই পুণ্যবান্ সকল ধর্ম্ম ভাজন॥২
শ্রীরামলোচন মন চিন্ত ব্রাহ্মণ চরণ
করহে ত্বরায় গমন আনন্দে নভ ভবন॥৩

স্মরণে সেবনে তপে ক্রিয়াতে তৎপর।
ভুবনেতে সে আমারে পায় নৃপবর॥
তপ দান ক্রিয়াতে করয় মম সেবা।
তেমন প্রমোদ নাহি করে অন্য দেবা॥
বেদ বক্তা হয় রাজা যত বিপ্রবর।
বেদ মম মূর্ত্তিপর ওহে মহীশ্বর॥
ব্রাহ্মণের উৎপত্তির শুনহ কারণ।
ত্রিলোকের পোষ্টা হয় এইতো ব্রাহ্মণ॥
জগত আমার দেহ অবনী ঈশ্বর।
তাহাকে পোষণ ভূপ করে বিপ্রবর॥
বিপ্রগণ নমস্য আমার ইথে হয়।
ব্রাহ্মণ জানিবা শুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রয়॥
জগন্ময় পূর্ণ আমি অখিল আশ্রয়।
আমার করয় সেবা যত বিপ্রচয়॥
শ্রীরামলোচন দাস কলিগুণ গায়।
মনে যেন ভক্তি থাকে ব্রাহ্মণের পায়॥

রাগিণী বাহার তাল ঠেকা

মম ব্রাহ্মণ-চরণ পতিত পাবন। ধ্রু।
বেদে বলে ব্রাহ্মণ ভূদেব নারায়ণ।

চিতান

ব্রাহ্মণের পদরজ ভাবে হরি হর অজ।
বিপ্রপদে ভজ মজ ভবতারণ কারণ॥১
পৃথিবীতে তীর্থগণ সার্দ্ধত্রিকোটী গণন
মহাপাপ নিস্তারণ ভব বিমুক্ত-কারণ॥
পদস্মরণ বন্দন কর মন অনুক্ষণ
কর বিপ্রগণার্চ্চন বলে শ্রীরামলোচন॥ ৩

দীর্ঘ ত্রিপদী

বিশাখযূপ রাজন কল্কিদেবে তবে কন
বলনাথ ব্রাহ্মণ লক্ষণ।
তার ভক্তি কি প্রকার বল প্রভো সুবিস্তার
কৃপাকরি এ অধমজন॥

তুমি অনুগ্রহ করি ব্রাহ্মণ বাখান হরি
করিয়াছ করুণা সাগর।
তাহে ব্রাহ্মণ লক্ষণ তোমায় শুনি সনাতন
তবে তুষ্ট আমার অন্তর॥
কলিকাল নরবর বলি তোমার গোচর
বেদ হয় আমার বচন।
ব্যক্তাব্যক্ত হয় বেদ শুন বলি তার ভেদ
বেদ শ্রেষ্ঠ আমিও যেমন.
নানা ধর্ম্ম ত্রিভুবনে সে বেদ ব্রাহ্মণাননে
প্রকাশ-কারণ নরবর।
যে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণগণে তপযাগ অনশনে
সেহি ভক্তি মম পরতর॥
তাহাতে তুষ্ট নিতান্ত আমি হই লক্ষ্মীকান্ত
যুগে যুগে জানি বা রাজন্।
আর শুন বিবরণ বলি তোমার সদন
বিপ্রে যজ্ঞসূত্রের ধারণ॥
সধবার বিনির্ম্মিত সূত্র তিনগুণান্বিত
অধবৃত্ত করে তন্তুত্রয়।
এই যজ্ঞসূত্র হয় ইথে নাহিক সংশয়
বুধগণে যজ্ঞসূত্র কয়॥
তিনগুণে গ্রন্থিযুক্ত বেদ প্রবরের উক্ত
যজ্ঞসূত্র নিবে মতিমান।
শিরের অধঃ হইতে নাভি-মধ্য হইতে মিতে
পৃষ্ঠার্দ্ধ করিয়া পরিমাণ॥
এইমত যজুর্ব্বেদ সামবেদ মত ভেদ
মতান্তরে আছয় লিখিত।
ব্রাহ্মণের এ বিহিত বামস্কন্ধোপরি স্থিত
লইবেক যজ্ঞ উপবীত॥
মৃত্তিকা আর চন্দনে তিলক ব্রাহ্মণগণে
কর্ম্ম অঙ্গ করিবে ধারণ।
কপালে ত্রিপুণ্ড্র দিবে কেশ পর্য্যন্ত লাগিবে
উজ্জ্বল করিবে সুশোভন॥

মধ্যাঙ্গুল পরিমাণ যে ব্রাহ্মণ মতিমান
ত্রিপুণ্ড্র করিবে ত্রিধাকার।
তবে বেদ অধিকার ব্রাহ্মণের সদাচার
অন্যথা না করিবে ইহার ॥
ভালে তিলক-প্রকাশ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাবাস
দর্শনেতে পাপ বিনাশন।
স্বর্গ ব্রাহ্মণের করে বচনে বেদ-নিঃসরে
বাহুমূলে স্বয়ং নারায়ণ ॥
সর্ব্বতীর্থ কলেবরে যাগযজ্ঞ দেহান্তরে
তিন নাড়ী প্রকৃতি নিশ্চয়।
সাবিত্রী কণ্ঠেতে রয়, বিপ্রহৃদি ব্রহ্মময়
ভূদেব ব্রাহ্মণ পূজ্য হয় ॥
চতুরাশ্রমে কুশল আমার ধর্ম্মে সকল
প্রবর্ত্তক হয় বিপ্রবর।
ব্রাহ্মণের বাল্য বয় যদি জ্ঞানবৃদ্ধ হয়
তপস্যাতে মম প্রিয়-কর ॥
এহেতু বিপ্রবচন করিতে প্রতিপালন
পুনঃ পুনঃ মম অবতার।
মহাভাগ্য বিপ্রগণে বেদ যাহার বদনে
করে মহাপাপের সংহার ॥
কলির দোষ-হরণ শুনিলে পাপমোচন
সর্ব্বভয় হৈতে মুক্তি পায়।
শুনি কল্কীর বচন কলিদোষ বিনাশন
প্রণমিয়া রাজা চলি যায় ॥
শ্রীরামলোচন বলে কল্কীর পদ-কমলে
পদ্মাপতি করহ নিস্তার।
কলি-করে রক্ষাকর অশেষ দূরিত হর
তুমি বিনে গতি নাহি আর ॥

রাগিণী বাগেশ্রী তাল জলদ-তেতালা

কমলা কমল করা কমলমুখী কমলিনী। ধ্রু।
কমলমণি কমলস্তনী কমল-কানন-নিবাসিনী
চিতান
কমলজ কমল-করে কমলদলে পূজা করে
তুমিতো মা কমল-করে অভয় বর-দায়িনী ॥
কমলাঙ্গি কমলবরণ কমল'পরি কমল চরণ
কমল-মালা গলে ভূষণ কমলাকান্ত কামিনী ॥
বলে শ্রীরামলোচন মম হৃদি কমলেক্ষণ
রাখি কমলচরণ তার কমল-বাসিনী।

ওহে সনাতন আমি কি হেরিলাম
অপরূপ রমণীমণি। ধ্রু।
চিতান
কামিনী-দামিনী-দাম ভুবন-মোহিনী ধনী ॥

শুকের পদ্মার প্রসঙ্গ

পয়ার

ভূপাল গমন পরে শুনহ কৌতুক।
সন্ধ্যাকালে আইলেক শিবদত্ত শুক ॥
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি শুক মহাধীর।
স্তব করি কল্কি-অগ্রে হইলেন স্থির ॥
শুককে বলেন কল্কী সহাস্য বদন।
কোথা হইতে এল্যা কিবা করেছ ভোজন ॥
শুক বলে শুন নাথ মম নিবেদন।
কুতুহলে কথা কহি প্রভুর সদন ॥
সমুদ্রের মধ্যে আমি করিয়া গমন।
দরশন করিয়াছি সিংহল ভুবন ॥
সিংহল দ্বীপের কথা বিচিত্র কথন।
শ্রবণের প্রিয়বাণী করহ শ্রবণ ॥
বৃহদ্রথ ভূপতির কন্যার চরিত।
কহিতে কেবল সুধা সুধাতে অন্বিত ॥
কৌমুদী রাজমহিষী নানাগুণযুতা।
তাহার গর্ভেতে সুতা হৈল আবির্ভূতা ॥

রাজকন্যা নীতি-কথা পাপ-প্রণাশন।
সিংহল দ্বীপের প্রভু অপূর্ব্ব বর্ণন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি চতুর্ব্বর্ণ বাস।
প্রাসাদ হর্ম্ম্য ভবনে প্রাঙ্গণ-প্রকাশ॥
রত্নস্ফটিক নির্ম্মাণ কুটীর শোভিত।
নানা ভবন ভূষিতা পদ্মিনী বেষ্টিত॥
সরেতে সারস হংস জলেতে বিরাজ।
কমলে কহ্লারে রঙ্গে ভঙ্গে ভৃঙ্গরাজ॥
নানাম্ভোজ লতাজাল বন উপবনে।
হরিল শোভার শোভা রাজার ভবনে॥
দেশে বৃহদ্রথ রাজা মহাবলবান।
পদ্মাবতী সতী-সুতা পদ্মার সমান॥
ভুবনে দুর্লভা লোকে সুন্দরী প্রতিমা।
কাম মোহ করে রূপে গুণে নাহি সীমা॥
শিব-সেবাতে তৎপরা হইল এমন।
গৌরী যেন পূজা করে দেব ত্রিলোচন॥
রাজকন্যা সখীসঙ্গে পূজাপরায়ণা।
জপধ্যানে নিপুণতা নহে অন্যমনা॥
শ্রীহরির লক্ষ্মী আবির্ভূত বরাঙ্গনা।
মহেশ জানিলা মনে বটে এ ললনা॥
সাক্ষাৎ হইলা শিব পার্ব্বতী সহিত।
হরগৌরী হেরি পদ্মা মহা আনন্দিত॥
সলজ্জিতা নম্রাননা সম্মুখে রহিলা।
শিব শিবা সন্নিধানে কিছু না কহিলা॥
হর কন বরাঙ্গনা বর নারায়ণ।
অন্যবর যোগ্য নহে নৃপতি নন্দন॥
কামভাবে যে নর করিবে দরশন।
তব সমবয়া নারী হবে সেইক্ষণ॥
দেবাসুর নাগ আর গন্ধর্ব্ব চারণ।
কামে যেবা তব সঙ্গে করিবে রমণ॥
রমণে রমণী সে নিশ্চয় সেইক্ষণ।
বিবাহ না করিবেক বিনা নারায়ণ॥
গৃহে যাও রাজসুতা তপস্যা ত্যাগিয়া।
কমলে বিমলে রহ নির্ভয় হইয়া॥
বর দিয়া হর হইলেন অন্তর্দ্ধান।
হর-বর শুনি পদ্মা প্রফুল্ল বয়ান॥
সমুচিত আত্মমনোরথ সুপ্রকাশ।
শিবকে প্রণমি এল্যা জনক-নিবাস॥
শ্রীরামলোচন দাস কল্কিগুণগায়।
হর হৈতে বর প্রাপ্ত চতুর্থ অধ্যায়॥

রাগিণী মল্লার তাল ঠেকা

হৃদয় কমলদল ছায়া মণ্ডপ মন্দির। ধ্রু।
বিবাহ নির্ব্বাহ কর কমলা আর শ্রীহরির॥

চিতান

যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ধ্যান ধারণ
সব কর নিমন্ত্রণ বরযাত্রী করি স্থির॥ ১
বিবেক কর ঘটক জ্ঞানে সম্বন্ধ যোটক
বিবাহে শুভদায়ক নেত্রকুম্ভে ভক্তি নীর॥২
শ্রীরামলোচন বলে শুভ বিবাহ-মঙ্গলে
আয়ো হয়ো কর্ম্মস্থলে উচিত ভক্তি দেবীর॥

পদ্মার বিবাহোদ্যোগ

পয়ার

শুক কহে নিবেদন শুন নারায়ণ।
বৃহদ্রথ করি পদ্মা কন্যা নিরীক্ষণ॥
সদ্‌যৌবনা সুতা দেখি আপন বিদিত।
পাপ ভয়ে মহারাজ হইলা ভাবিত॥
কৌমোদিনী মহিষীরে কহে নৃপবর।
পদ্মার বিবাহ হেতু কোথা পাব বর॥
কুলশীল সমন্বিত রাজার নন্দন।
দেখি না কুত্রাপি রাণী বর বিচক্ষণ॥
মহারাণী কন মহারাজ নিবেদন।
পদ্মাকে দিয়াছে বর দেব ত্রিলোচন॥

মম সুতা-পতি বিষ্ণু হইবে নিশ্চয়।
রাজার হইল শুনি আনন্দ হৃদয়॥
রাজা বলে রাণী বল সত্য সমাচার।
কবে হবে বিষ্ণু পতি মম দুহিতার॥
ভাগ্য কি ইহার পর আছে গো সুন্দরী।
আমার জামাতা হবে ব্রহ্মময় হরি॥
বেদবেত্তা মুনিগণ করি আবাহন।
কন্যার বিবাহ হেতু করিব বরণ॥
দেবাসুরে মিলি যবে সাগর মন্থিল।
তাহে উপজিল লক্ষ্মী শ্রীহরি লইল॥
স্বয়ম্বরা সুতা মম হইবে তেমন।
বিষ্ণু করিবেন পদ্মা কন্যাকে গ্রহণ॥
ভূপ ভূপগণ সব কৈলা নিমন্ত্রণ।
গুণশীল বয়োরূপ যার বিদ্যাধন॥
পদ্মা-স্বয়ম্বর হেতু সিংহলে রাজন।
বহু মঙ্গলেতে করে মঙ্গলাচরণ॥
বিবেচনা করি উপবেশনের স্থান।
নানামত শোভাযুক্ত করিলা নির্ম্মাণ॥
বিবাহ মঙ্গল দিনে যত রাজগণ।
রাজার সভাতে করিলেন আগমন॥
নানারত্ন বসনে ভূষণে বিভূষিত।
নিজ সৈন্যগণে রাজা আছেন বেষ্টিত॥
রথাশ্ব গজবাহনে কত মহাবল।
আইলেন সভামধ্যে বিবাহের স্থল॥
শ্বেত ছত্র ছায়া চামরেতে সমীরণ।
অস্ত্রতৈজসেতে যেন ইন্দ্রের ভুবন॥
রুচিরাশ্ব সুকর্ম্মা মদিরাক্ষ বলযুত।
কৃষ্ণসার পারদ ক্রূর মর্দ্দন জীমূত॥
আইলা কাশ কুশাম্বু আর বসুমান।
কঙ্ক ক্রথন সঞ্জয় বীর বলবান॥
গুরুমিত্র প্রমাথ বিজৃম্ভার সুঞ্জয়।
আইলেন এ সকল মহাবল চয়॥
সভামধ্যে সকলেই করিলা আসন।
ভূপগণ যথাস্থানে যে যোগ্য যেমন॥
শ্রীরাম লোচন দাস কল্কিগুণ গায়।
বহু সমারোহে বৃহদ্রথের সভায়॥

রাগিণী তথা তাল তথা

পুরুষ হইলা নারী একি দেখি কি সুন্দরী। ধ্রু।
হের রে হের রে রূপ অপরূপ নয়ন ভরি॥

চিতান

অমর সভামণ্ডলে সুধা বিতরণ ছলে
সাজিয়াছে মহীতলে নারী হইয়া শ্রীহরি॥ ১
যে ছিল পুরুষোত্তম সে রমণী কি উত্তম
নাশি ত্রিভুবনে তমঃ সভা সমুজ্জ্বল করি॥ ২
শ্রীরামলোচন কয় এ অতি আশ্চর্য্য নয়
পুরুষ প্রকৃতি হয় গুণময় গুণধরি॥ ৩

রাজপুত্রগণের নারীরূপ ধারণ

দীর্ঘ-ত্রিপদী

নানাবাদ্য নৃত্য গীত তালে মানে সুললিত
নারীগণ মাল্যাম্বরধরা।
নানাভোগে সুখান্বিতা কামা রামা বিমোহিতা
রূপে গুণে মুনি মনোহরা॥
সিংহলের নরবর মহা আনন্দ অন্তর
কন্যাকে কন্যায় বিভূষণ।
গৌরী চন্দ্রাননা শ্যামা ভুবন-মোহিনী রামা
তারা-হারে কৈলা সুশোভন॥
মণিমুকুতা প্রবালে নানামত মালা জালে
সাজাইলা আপন কুমারী।
যেন শিবের অম্বিকা কিম্বা কামের নায়িকা
নাহি হেরি ভূমে হেন নারী॥
স্বর্গে ক্ষিতি কি পাতালে ভ্রমি আমি সর্ব্বকালে
দেখি নাহি এরূপ লাবণ্য।

ইহার সমান নাই হেন কান্তি কোন ঠাঁই
ধন্য রে কি রূপ ধন্য ধন্য ॥
পশ্চাতে দাসী বেষ্টিতা সখিগণ মুদান্বিতা
বেত্রহাতে দ্বারে দ্বারিগণ।
বন্দিগণ পুরে যত সংখ্যা তা কহিব কত
মহানন্দে মুগ্ধ সর্ব্বজন ॥
নূপুর কিঙ্কিণী-ধ্বনি কঙ্কণের ঝন্‌ঝনি
শব্দ করে মরালগামিনী।
গলে দোলে রত্নহার কিবা প্রদীপ্ত তাহার
ত্রিভুবন ভুলায় রমণী ॥
রুচিরাপাঙ্গ-ভঙ্গিতে মদনমোহন ইঙ্গিতে
মৃদু হাসি বিলোল কুন্তলা।
গণ্ডমণ্ডলের স্থলে গজমতি সমুজ্জ্বলে
ঝুলে দোলে কুন্তল চঞ্চলা।
মুখে মন্দ মন্দ হাসি তাহে ক্ষরে সুধারাশি
দন্তপাতি সুস্থির চপলা।
বিচিত্র বসন সাজে সুবিরাজ কটিরাজে
কামবলহারিণী অবলা ॥
এ রূপ লাবণ্যপণ ক্রয় করে ত্রিভুবন
উপমার অন্য স্থান নাই।
তুলনা কাহার সনে দিব না দেখি নয়নে
যারোপমা দিব তার ঠাঁই ॥
আসিয়াছে ভূপগণ কুলে শীলে বিচক্ষণ
তাহারা করিয়া দরশন।
সম্মোহিনী কামবাণে সবার পরাণে হানে
রূপ হেরি সবে অচেতন ॥
মূঢ়চিত্ত কামান্বিত বস্ত্রালঙ্কার ভূষিত
পড়িল করের অস্ত্র সব।
কোথা রথ হস্তী হয় কিছুই না মনে লয়
কোথা গেল বিবাহ-উৎসব ॥
কামিনী কামমোহিনী ত্রিলোক-মোহকারিণী
রাজগণ করি আলোকন।
হইল রমণী-রূপ সেরূপ কি অপরূপ
কমনীয় কমলিনীগণ ॥
প্রবীণ নিতম্ব স্থল উন্নত স্তন-মণ্ডল
ভারে নম্রা সুমধ্যা সুন্দরী।
প্রকাশ হাস-বিলাস প্রলম্বিত কেশপাশ
কমল-নয়নী কৃশোদরী ॥
নিজ নিজ নারীবেশ হেরিয়া সব নরেশ
স্ব স্ব ধামে না করিলা গমন।
হৈলা নারী রাজা যত সবে নিজ ইচ্ছামত
নৃপজার অনুগত হন ॥
আমি বট বৃক্ষোপরি অনেক যতন করি
শুভ বিহা দেখিয়া আকুল।
রাজগণ হৈল নারী হেরি তা রাজকুমারী
বিস্ময় ভাবিয়া মনে ভুল ॥
অন্তরে দুঃখিতা অতি নৃপসুতা পদ্মাবতী
নারী হেরি সকল ভূপতি।
পেয়ে মনে মনস্তাপ করে কমলা বিলাপ
শুনিয়াছি বিচিত্র ভারতী ॥
শুন প্রভো জগৎপতে বিবাহ-মঙ্গল গতে
শিব-বাক্য করিয়া স্মরণ।
বৃহদ্রথ নৃপসুতা হইয়া আক্ষেপযুতা
মন দুঃখে করেন রোদন ॥
নৃপবালা সুনবীনা হৈয়া অতি দীনা ক্ষীণা
পদনখে লিখেন অবনী।
কেমনে পাইবে সতী নিজপতি জগৎপতি
হরিহর ভাবে সে রমণী ॥
শ্রীরামলোচন দাসে অতি মনের উল্লাসে
কল্কি-পুরাণের ভাষা গান।
পঞ্চম অধ্যায়ে গায় শ্রবণে কলুষ যায়
শুন সবে যত জ্ঞানবান ॥

রাগিণী বেহাগ, তাল ঠেকা।

কৃপা কর কৃপাময় ওহে করুণা-নিলয়। ধ্রু।
বঞ্চনা কর না রবে ও নামে কলঙ্কচয়॥

চিতান

করিও না আশাচূর্ণ দরশন দেও হে তূর্ণ।
মম নেত্র অশ্রুপূর্ণ অঙ্গে স্বেদবারি বয়॥
চেয়ে আশাপথ পানে ধারা বহে দুনয়নে।
সহে না আর দুখ প্রাণে
অকালে হইলাম লয়॥
শ্রীরামলোচন কয় স্থির কর স্ব-হৃদয়।
দেখা দিবে দয়াময় তব এই দুঃসময়॥

পদ্মার খেদ।

পয়ার

শুক কহে প্রভো আর শুন নিবেদন।
বিস্ময় ভাবেন পদ্মা সঙ্গে সখিগণ॥
বিশ্বপতি পাবে পতি অন্তরে ভাবিয়া।
খেদে বলে বিমলা সখিরে সম্বোধিয়া॥
শুন লো বিমলা সই মন দুঃখ কই।
সজীবনে চিন্তা-চিতানলে দগ্ধ হই॥
বিমলে লো! কি লিখিল বিধি মম ভালে।
বুঝি ঘটাইল শীঘ্র মরণ অকালে॥
আমারে হেরিলে সদ্য পুরুষ রমণী।
হয় লো বিমলা সখি অভাগ্য এমনি॥
মম সম অভাগিনী নাহি ভূমণ্ডলে।
শিব-সেবা বর প্রাপ্ত গেল লো বিফলে॥
হরি হন লক্ষ্মীপতি ত্রিজগত-পতি।
তাঁর কেন অভিলাষ হবে আমা প্রতি॥
শিব বাক্য মিথ্যা যদি হইবে নিশ্চয়।
রমাপতি সম্প্রতি না হইলে সদয়॥
বৃথা এই দেহে নাহি রাখিব জীবন।
এ পাপিনী তাপিনীর ঘটিল মরণ॥
এখনি শ্রীকান্ত ভাবি পাবকে পরাণ।
পরিত্যাগ করিব গো বলি বিদ্যমান॥
আমি জঘন্যা মানুষী শরীর-ধারিণী।
হরি কি করিবে কৃপা দেখি অভাগিনী॥
কি কহিব মন দুঃখ বিধি নিগৃহীত।
স্মরহর বর দিয়া করিলা বঞ্চিত॥
এই মত নানাবিধ বিলাপ বচনে।
রাজসুতা খেদযুতা আছেন রোদনে॥
কতই করুণা বাণী শুনিয়া তাঁহার।
এইতো আইল প্রভু নিকটে তোমার॥
শুকের বচন শুনি কল্কির বিস্ময়।
শুকেরে বলেন পুনঃ যাও পদ্মালয়॥
বুঝাইয়া প্রিয়ারে বলিবে বিবরণ।
আমার রূপের আর গুণের কীর্ত্তন॥
শ্রবণ করাবে সব যে মম বিভব।
পুনরায় ত্বরা এথা আসিতে বান্ধব॥
সে মম প্রেয়সী আমি পতি হব তার।
শুক এই নিয়োজিত আছে বিধাতার॥
দুজনার মধ্যস্থ তুমি হে খগবর।
সর্ব্বজ্ঞ বিধিজ্ঞ বট কালজ্ঞ তৎপর॥
অমিয়া-অন্বিত ভাষা শ্রীহরি কহিলা।
অতি ত্বরান্বিত শুক সিংহলে চলিলা॥
শ্রীরামলোচনদাস কল্কিগুণ গায়।
শ্রীলশ্রীতারকনাথ ভূপের আজ্ঞায়॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

কেন বিষাদ বদন গলিত নয়ন। ধ্রু।
কি রঙ্গ ত্যাগি পালঙ্গ শ্রীঅঙ্গ ভূমে পতন॥

চিতান

একি হেরি পূর্ণশশী ভূতলে পৈড়াছে খসি।
আহা মরি ও রূপসী কেন কৈরাছ রোদন॥
ও রাজনন্দিনী কি তাপে এত তাপিনী।
মণিহারা কি সাপিনী দুঃখেতে হত-জীবন॥
একি হেরি অবিশ্রাম কমল-কলেবরে ঘাম।
ফেলিয়াছে আত্মারাম তোমারে করি বঞ্চন॥
বলে শ্রীরামলোচন এত খেদ কি কারণ।
পাইবে সে হারাধন কর পরম যতন॥

শুকের সিংহলে পুনর্ব্বার গমন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

কল্কির শুনিয়া বাণী সে শুক পরমজ্ঞানী
অন্তরেতে হরিষ হইয়া।
অতিশয় কুতূহলে শুক চলিলা সিংহলে
কল্কিপদে প্রণাম করিয়া॥
তিলার্দ্ধ না করি ব্যাজ উড়িয়া বিহঙ্গ-রাজ
সমুদ্রের পারে করি স্নান।
ক্ষুধা-পিপাসিত হৈয়া ফল আহার করিয়া
সুধাময় পয়ঃ করে পান॥
শুক পরম উল্লাসে রাজকুমারীর বাসে
নাগেশ্বর তরুতে বসিলা।
পদ্মারে দেখিয়া পাখী অশ্রুপূর্ণ দুই আখি
মনুষ্যের ভাষায় কহিলা॥
কুশল বল কামিনী ওগো যৌবন-শালিনী
লক্ষ্মী-সমা বিলোল-লোচনা।
পদ্মগন্ধা পদ্মাননা নীলপদ্ম-সুলোচনা
পদ্মকরা পদ্ম-সুচরণা॥
জ্ঞান হয় কমলার কোমল কল তোমার
যেন তুমি কমল-বাসিনী।
কোন বিধাতা তোমারে এ রূপ-লাবণ্য-দ্বারে
নির্ম্মাইল মোহিত-কারিণী॥
শুক-মুখে এই বাণী অমিয়া-অন্বিত মানি
হাসিয়া বলেন বিনোদিনী।
অতি মৃদুমন্দ স্বরে যেন সুধা সুধাক্ষরে
কমলিনী কমল-মালিনী॥
কে তুমি কোথা হইতে আইলা রাজধানীতে
কি জন্য তোমার শুকরূপ।
দেব কি বট দানব কিম্বা হইবে মানব
কেন এল্যা বল হে স্বরূপ॥
শুক করে নিবেদন রাজবালার সদন
আমিত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগামী।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জানি সব হিতাহিত
পাখী বটি হই অন্তর্য্যামী॥
দেবগন্ধর্ব্ব ভূপতি সবার সভায় গতি
সর্ব্বস্থলে আমি সুপূজিত।
স্বেচ্ছাতে করি ভ্রমণ যথা যবে যায় মন
তোমাকে দেখিতে উপনীত॥
এথা আগমন করি মনস্তাপ ও সুন্দরী
তোমা হেরি হৈল আমার।
কেন আছ মৌনবতী হাস্যালাপ ও যুবতী
সখি সঙ্গে নাহিক তোমার॥
অঙ্গাভরণ-বর্জ্জিতা মলিনাতি-দীনান্বিতা
তব দুঃখ দেখি নৃপসুতা॥
ইথে জিজ্ঞাসি তোমারে কেন আছ দুঃখাগারে
বিরসে বসিয়া খেদযুতা॥
কোকিলের কল জিনি মধুর মৃদুভাষিণী
তব দন্তৌষ্ঠ হৈতে অক্ষর।
যাহার শ্রবণে গত তার জপ-তপ হত
শুনি বাণী মোহিত অন্তর॥
তোমার দীপ্ত-গোচরে কোন্ কান্তি নিশাকরে
ধরে সুধা সুধাংশু আপনে।

পণ্ডিত সাধু যে জন তারা করি আলোকন
ব্রহ্মপদ ভুলয় তখনে ॥
যে বন্ধ কামের আশে তব বাহু-লতা পাশে
তার কোথা রহে তপোদান।
তিলক অলকান্বিত লোল-কুন্তল-মণ্ডিত
কামাপাঙ্গ মিশ্রিত নয়ন ॥
রূপলাবণ্যের ধাম হেরি মোহ কোটিকাম
বৃহদ্রথ রাজার কুমারী।
তপেতে দীনা বিশীর্ণা কাহার হেতু নবীনা
বিনা রোগে কৃশাঙ্গ তোমারি ॥
শ্রীরামলোচন কয় ইহা কি পরাণে সয়
বিধির চক্রের নাহি সীমা।
কি করিল কি বুঝিয়া দুঃখময় ধূলা দিয়া
মলা কৈল সোণার প্রতিমা ॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা

শুন শুক পাখী মন মম বিবরণ। ধ্রু।
ভব-যন্ত্রণাতে আমি পাইতেছি জ্বালাতন ॥

চিতান।

সদা দহে এ হৃদয় হরি না হৈল সদয়
অতনুতে তনুক্ষয় বল কি করি এখন ॥
মম হৃদে কর বাসা পুরাও মনের আশা
নতুবা সমুদ্রে ভাসা বিধি কেন বিড়ম্বন ॥
বলে শ্রীরামলোচন ওরে প্রাণপাখি মন।
ডাক ঘন নবঘন লবে শমন-শাসন ॥

পদ্মার সঙ্গে শুকের কথা

পয়ার

পদ্মাবতী শুকপ্রতি বলেন বচন।
রূপে গুণে কুলে ধনে কিবা প্রয়োজন ॥
সকল নিষ্ফল তার বিধি যারে বাম।
বসনে ভূষণে ধনে কিবা আছে কাম ॥
যদ্যপি তোমাতে সব আছে হে বিদিত।
তথাপি বলি তা শুন আমি যে দুঃখিত ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরে করি হরার্চ্চন।
সে পূজাতে মহাতুষ্ট হৈয়া ত্রিলোচন ॥
বরকে বরণ কর ও রাজকুমারী।
ত্রিপুরাসহিতে বর দিলা ত্রিপুরারি ॥
লজ্জাতে অধোবদনা ঈশ সন্নিহিতে।
নারীর স্বভাবে কিছু নারিল বলিতে ॥
আমাকে হেরিয়া হর বলিলা তখন।
তোমার হইবে স্বামী প্রভু নারায়ণ ॥
দেবতা দানব নর গন্ধর্ব্ব যে জন।
কামেতে তোমাকে যে করিবে দরশন ॥
সে জন হইবে নারী নাহিক সংশয়।
এহি বর দিলা হর করুণা-নিলয় ॥
বিষ্ণুপূজার বিধান আমাকে কহিলা।
দিগম্বর দিয়া বর বৃষেতে চলিলা ॥
তোমাকে বলি হে শুক করহ শ্রবণ।
স্বয়ম্বরে যে যে ভূপ কৈলা আগমন ॥
ধর্ম্মভীত পিতা মম দেখিয়া যৌবন।
করিলেন মম শুভ বিহা নিরূপণ ॥
যুবা গুণবান নৃপ ধনমন্ত জন।
আইলেন স্বয়ম্বরে আনন্দিত মন ॥
আমার রুচির প্রভা ভাতি দিগন্তর।
চন্দ্র-কান্তি নিন্দি রূপ রত্নমালাকর ॥
কামে বিমোহিত চিত্ত করি আলোকন।
তখনি হইল নারী যত রাজগণ ॥
শুন নিতম্ব ভারেতে নমিত ললনা।
নয়ন চঞ্চল চারু সুধাংশুবদনা ॥
এইরূপ নারীরূপ হইলে প্রকাশ।
মিত্রগণে মহাদুঃখ শত্রুগণে হাস ॥
নরবর সবে নারী হইয়া সুন্দরী।
মম অনুগতা সবে হৈয়া সহচরী ॥

সে সব আমার সখী সর্ব্বগুণান্বিতা।
মম সঙ্গে হরিপূজা মহাআনন্দিতা॥
পদ্মামুখে শুক শুনি এ সব বচন।
মহাতুষ্ট মন শুক হইলা তখন॥
সমুচিত বাণী শুক পদ্মারে কহিলা।
মুরহর হরি-কথা পরে আরম্ভিলা॥
তারকনাথ ভূপের আজ্ঞাতে লোচন।
ষষ্ঠ অধ্যায়ে করে গান সমাপন॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা

কর শ্রীহরি পূজন ওরে মম মন। ধ্রু।
বসাইয়া হৃদ্‌কমলে নিরাময় নিরঞ্জন॥

চিতান।

অচলা ভকতি-দ্বারে ব্রহ্মময় পরাত্মারে
স্থাপিয়া হৃদি-আগারে ধ্যান কর নারায়ণ॥১
হৃদয় কমলোপরে বসাইয়া পরেশ্বরে
পূজ নির্ম্মল অন্তরে শ্রীহরি বেণু-বদন॥
বলে শ্রীরামলোচনে হৃদয় কমলাসনে
শ্রীহরিরে শুদ্ধমনে মন কররে অর্চ্চন॥

পদ্মার বিষ্ণুপূজা-বিধি

পয়ার

শুক করে নিবেদন ও রাজকুমারী।
বিষ্ণুপূজা বিধি যা কহিলা ত্রিপুরারি॥
শুনিতে বাসনা মনে হৈয়াছে আমার।
অনুগ্রহ করি কহ বিস্তার তাহার॥
তুমি ধন্যা কৃতপুণ্যা পাপ-প্রহারিণী।
শিব-শিষ্যা হইয়াছ রাজার নন্দিনী॥
মম বহু ভাগ্যে হৈল তোমা দরশন।
পুণ্যকথা শুনি হবে শুকত্ব-মোচন॥
শ্রীহরির ভক্তিযোগ জপধ্যানপর।
পরমানন্দ সন্দেহে শ্রুতি-প্রিয়কর॥
পদ্মা বলে শুক শুন পুণ্যের বচন।
বিষ্ণুর অর্চ্চনা মোরে কন ত্রিলোচন॥
শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানে শুক করিলে শ্রবণ।
গুরু গো-ব্রহ্মহা পাপ হয় বিমোচন॥
মনযোগে শুক শুন শিবের বচন।
করিবে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম স্নান আচরণ॥
শুচি হৈয়া কর পদ করি প্রক্ষালন।
প্রশুদ্ধ আসনে বসিবেন ভক্তজন॥
পূর্ব্বমুখী অঙ্গন্যাস করিবে যতনে।
অর্ঘ্য-স্থাপনাদি ভূতশুদ্ধি শুদ্ধমনে॥
কেশব-কীর্ত্ত্যাদি ন্যাস বিধানে করিবে।
যোগাসনেতে বসিয়া তন্ময় হইবে॥
আত্মাকে তন্ময়-ধ্যানে হৃদয়ে স্থাপিবে।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনী স্নানবস্ত্র ভূষা দিবে॥
উপচারে পূজা মূলমন্ত্র উচ্চারণে।
বেদোক্ত যে মন্ত্র তাহা শুনহ শ্রবণে॥
নমো নারায়ণায় প্রণব বলি আগে।
বহ্নি জায়া উচ্চারণ তার অন্তভাগে॥
হৃদয় কমলোপরে পূর্ণ ভগবান।
পদাদি কেশ-পর্য্যন্ত করিবেক ধ্যান॥
প্রসন্নবদন দেব বরণ নীরদ।
প্রণমামি ভক্তিভাবে অভীষ্ট ফলদ॥
শ্রীলশ্রীতারকনাথ ভূপের আজ্ঞায়।
দীন শ্রীরামলোচন কল্কিগুণ গায়॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল মধ্যমান

কোটি মদনমোহন রূপ কি শোভন। ধ্রু।
ধরা ধন্য লাবণ্য প্রাধান্য মোহ ত্রিভুবন॥

চিতান

নীল নীরদ নীলাঙ্গ বাঁকা ললিত ত্রিভঙ্গ।
হাসি অমিয়া তরঙ্গ ভুলে মন্মথের মন॥

স্নিগ্ধ পীতাম্বর সাজে মাথায় কিরীটি রাজে।
অসংখ্য দামিনী লাজে মেঘে করে পলায়ন।
বলে শ্রীরামলোচন তুলিয়া জ্ঞানলোচন।
মন করি যোগাসন ভাব শ্রীমধুসূদন॥

কল্কির ধ্যান

দীর্ঘ ত্রিপদী

যোগসিদ্ধ দেবগণ অন্তরে করি চিন্তন
পদ পদ্মালয়ার আলয়।
ভক্তদ তুলসীদলে নখে শোভে গঙ্গাজলে
করি সেই পদাব্জ আশ্রয়॥
গুল্‌ফে মণি-ভাতি অতি রাজহংস তুল্য গতি
সুললিত নূপুর নিঃস্বন।
পীতবসন লম্বিত যেন পতাকা রচিত
ত্রিবঙ্ক-বলয়া সুশোভন॥
জঙ্ঘ গরুড়ের গলে নীলমণি মোতি জ্বলে
মধ্যে খগেন্দ্রের চঞ্চু সাজে।
অরুণ-মণি সমান অতিশয় দীপ্তমান
বালার্ক কিরণ খর্ব্ব লাজে॥
আরক্ত চরণ তল নব শক্তি ঝলমল
যেজন করয় দরশন।
তাহার আহ্লাদ মন হেরি শ্রীপদশোভন
আমি করি সে পদ স্মরণ॥
সুজানু যজ্ঞপতির দীপ্তিতে নাশে তিমির
ভুজমূল হইতে লম্বিত।
হৈয়াছে বসন পীত যেন সুস্থির তড়িত
শোভা তার চিত্রবিচিত্রিত॥
গায় নিজ যশান্বিত সুললিত সামগীত
মুখ হৈতে হৈতেছে নির্গত॥
হেরিলে রূপ হরির হয় পুলক শরীর
সে হরিকে স্মরি অবিরত॥
কটিতট সুশোভন বিধি কৃতান্ত মদন
করিয়াছে মনোজ্ঞ ভুবন।
বসনেতে আচ্ছাদন স্থান অতি সুগোপন
খগপৃষ্ঠে ত্রিলোকমোহন।
অতি শীতল উদর তাহে ত্রিবলী সুন্দর
সুগভীর নাভির বিরাজ।
শোভার নাহিক তুল্য সুগন্ধি সহিতে ফুল্ল
ব্রহ্মার জনম পদ্মরাজ॥
নাড়ী সব নদীময় অধোসিন্ধু শোভা হয়
অতিগুপ্ত স্থলের নিলয়।
তাহাতে অপূর্ব্ব লেখা, সূতনুর লোম-রেখা
হেরি মনে আনন্দ উদয়॥
বক্ষঃস্থল সুনির্ম্মল কৌস্তভ মণি উজ্জ্বল
কুচ কুঙ্কুমেতে কমলার।
শোভে শ্রীবৎস-লাঞ্ছন করিয়াছে আচ্ছাদন
প্রলম্বিত কুসুমের হার॥
বাহু সুবেশ-সদন বলয়াঙ্গদ ভূষণ
দুরিত দৈত্যের বিনাশন।
হরির দক্ষিণকরে গদা-শঙ্খ শোভা করে
আমি করি সে হরি-স্মরণ॥
মুখ পদ্মের মৃণাল নিরমল কণ্ঠভাল
রেখাত্রয় বনমালান্বিত।
মুখেতে রস এমন মিষ্টাম্র ফলে যেমন
বিধিকৃত সুস্বাদ রচিত॥
লোহিতাব্জ সুপ্রকাশ হেন বিকাশ সুহাস
রক্তাম্বর তুল্য ওষ্ঠাধর।
সুকোমল সুধাময় বচন উৎপত্তি হয়
সাধুরা শুনিলে হৃষ্টান্তর॥
দেবকন্যাগণ গন্ধ নাসাতে রাখে সম্বন্ধ
তিলফুলতুল সুসুন্দর।
তাহে সাজে গজমতি কিবা ভাতি দীপ্তি অতি
ঝলমল ঝুলে নিরন্তর॥

কামধনু ভুরুদ্বয় সৃষ্টিস্থিতি লয়োদয়
কামোৎসব কমলার মনে।
এ হেন হরিবদন চিন্তা করি সর্ব্বক্ষণ
বাঞ্ছা হেরি সতত নয়নে॥
কর্ণে মকর কুণ্ডল অতিশয় ঝলমল
গণ্ডমণ্ডলেতে বিলোলিত।
নানাদিগ্বিদিকাকাশ সবার ভাতি প্রকাশ
চঞ্চল কুণ্ডলে প্রজ্বলিত॥
চঞ্চল চাচর-চয় চিকুর শোভিত হয়
লগ্নমণি কিরীট সহিত।
গোরোচনা গন্ধান্বিত ভালে তিলক রচিত
ললনা নয়ন বিমোহিত॥
মণিকান্ত মণিরাজে কিরীটি মস্তকে সাজে
ভ্রমর নিলয় শোভা পায়।
মন-নয়ন-হারক পরমানন্দদায়ক
এ বেশের বর্ণনা না যায়॥
কুটিল নিবদ্ধ চুল, গন্ধযুত নানাফুল
ভক্তগণ দিয়াছে সাদরে।
রমার হৃদয় পাশ যেন জলদ প্রকাশ
ব্রহ্মরূপ ভাবি নিজান্তরে॥
নব-নীরদ আকার শশি-সূর্য্যের প্রকার
গুরু দীপ্ত যেন ইন্দ্রধনু।
লোকাতীত সুশোভন যুগল পদ্মলোচন
ধ্যানে ভাবে মুনি আর মনু॥
দীন হীন এ পাপীর পাপেতে পূর্ণ শরীর
লোভে মোহে দুঃখিত পরাণ।
করি কৃপাবলোকন ত্রাহি মে মধুসূদন
পূর্ণব্রহ্ম তুমি ভগবান॥
ভক্তিতে যে করে ধ্যান হৃদে পুরুষ-পুরাণ
ষোল-শ্লোক কুসুম দ্বারায়।
স্তব প্রণতি পূজায় শ্রদ্ধান্বিত হৈয়া তায়
ব্রহ্মে সেই সখ্য ভাব পায়॥

ধ্যান পদ্মার কথিত মহেশের বিরচিত
ধর্ম্ম যশঃ আয়ুঃ স্বর্গ পায়।
পাঠ করে শ্রেষ্ঠ নরে সে ভবসাগর তরে
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ পায়॥
শ্রীরামলোচন মন ভাবিয়া বিশ্বমোহন
ভাষা গান করিল রচন।
সপ্তম অধ্যায় গীত শ্রবণেতে সুললিত
প্রথমাংশে কৈল সমাপন॥

রাগিণী বাগেশ্রী তাল ঠেকা।

পূজ পদে পদে চরণ-কমল দিয়া গঙ্গাজল।ধ্রু
চন্দন মাখিয়া অঙ্গে দেও তুলসীর দল॥

চিতান

নানাবাদ্য জয়ধ্বনি করি পূজ চিন্তামণি।
পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনি দেও বারি সুশীতল॥
হৃদি কমলে স্থাপিয়া ধূপ-দীপ-মাল্য দিয়া
ধ্যান কর মৌন হৈয়া জপ জলদ-শ্যামল॥
পূজক রামলোচন কর আত্ম-সমর্পণ
পাপ-আদি শত্রুগণ দিয়া হও সুনির্ম্মল॥

পয়ার

সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
গুণমণি শুক শুনি পদ্মার বচন॥
কল্কি দূত সখি মধ্যে পদ্মারে হেরিলা।
করি নতি পদ্মা-প্রতি কহিতে লাগিলা॥
শ্রীহরির সাঙ্গ পূজা বল বিবরণ।
যা শুনিলে হবে মম ত্রিলোক-ভ্রমণ॥
পদ্মা কন ওরে শুক কর অবধান।
পদাদি-কেশ-পর্য্যন্ত করি হরি-ধ্যান॥
পূর্ণাত্মা হইয়া মূলমন্ত্র জপ করি।
দণ্ডবত প্রণাম করিবে হরি স্মরি॥

হৃদয়ে ধরিবে পুষ্প করিয়া উত্থিত।
বিশ্বক্‌সেনাদিকে দিবে বিষ্ণু নিবেদিত॥
নৃত্যগীত হরিনাম গুণসংকীর্ত্তন।
সর্ব্বস্থিত শ্রীহরিকে করিবে দর্শন॥
পূজা-শেষ মস্তকেতে নির্ম্মাল্য-ধারণ।
সভক্তিতে করিবেক প্রসাদ-ভোজন॥
কমলাকান্তের পূজা কহিলাম শুক॥
শুনিলে কলুষ নাশ পরম কৌতুক॥
কামীকে কামনা-লাভ কথা মিথ্যা নয়।
অকামা অমৃতপানে সদা সুখে রয়॥
শ্রুতির আহ্লাদ সবাকার শুকবর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর কি কিন্নর নর॥
শুক বলে পদ্মা আমি করি নিবেদন।
শুনিলাম যে কহিলা ভকতি লক্ষণ॥
আমি পাপী শুক মুক্তি তোমার প্রসাদে।
পাইলাম হরি কথা শুনিয়া আহ্লাদে॥
কিন্তু তুমি স্বর্ণময়ী প্রতিমা বিদিতা।
ত্রিলোক-মোহিনী-রূপ রত্ন-বিভূষিতা॥
এ নয়নে রূপসী হেরেছি বহু নারী।
তব তুল্য রূপ-গুণে অন্যা না নেহারি॥
তব যোগ্য গুণিবর দেখি না ভুবনে।
কিন্তু সমুদ্রের পারে দেখেছি লোচনে॥
পরম আশ্চর্য্যরূপ গুণবানীশ্বর।
দেখি নাহি কেহ হেন ভূমিতলে বর॥
পৃথিবীতে হেন রূপ নাহিক কাহার।
বিষ্ণুর সমান রূপ দেখিয়াছি তার॥
যে ধ্যান কহিলা তুমি সুন্দরি হরির।
কিছু ভেদ নাহি তুল্য উভয় শরীর॥
আজ্ঞা দিলা ভূপ শ্রীতারকনাথ রায়।
শ্রীরামলোচন দাস কল্কী-গুণ গায়॥

গান জঙ্গলী

শুন রে শুকপাখী কর শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন।ধ্রু।
হরি গুণ-কথা সুধা সুধা যথা
বনবাসী এথা জুড়া রে শ্রবণ॥

চিতান

তুমি আত্মারাম বসি অবিশ্রাম
ওহে গুণধাম পাখী হে জীবন॥
হরি-গুণ-গান আর রূপ ধ্যান
শুনাইয়া পরাণ রাখ রে এখন॥
শুন প্রাণ-পাখী তোরে প্রাণে রাখি
জুড়াইব আঁখি করিয়া যতন॥
সাজাই তোমারে নানা অলঙ্কারে
গলে মণিহারে অমূল্য রতন॥
শ্রীরামলোচন করে নিবেদন
শুন পাখি মন আমার বচন॥৫
জানহ সকলি বিহঙ্গম-বলি
এ লাগিয়া বলি তোমার সদন॥৬

পদ্মাসমীপে শুকের কল্কী-উপাখ্যান-বর্ণন

দীর্ঘত্রিপদী

বালা বলে বল বল শুক নাহি কর ছল
মম যোগ্য কোথা আছে বর।
জন্মিয়াছে কোন দেশে বল শুনি সবিশেষে
কিবা গুণ কেমন সুন্দর॥
নাগেশ্বর তরু হৈতে দ্বরায় নাম ভূমিতে
তব পূজা করি বিধি-মত।
কর মধু-ফলাহার সুধাময় পয়ঃ আর
তবালাপে দুঃখ হৈল হত॥
তোমার এ চক্ষুদ্বয় যেন পদ্মরাগ হয়
অরুণ-বরণ দীপ্তময়।

করিব রত্নে জড়িত যেন মম মনোনীত
হেরিলে মনের প্রিয় হয় ॥
তোমার এ কণ্ঠ দেশ করি সুন্দরের শেষ
সূর্য্যকান্ত মণিহার দিয়া।
করি পাখা আচ্ছাদন দিয়া মুকুতা-রতন
সুবর্ণের সূত্রেতে গাথিয়া ॥
কুঙ্কুমেতে তব অঙ্গ করি সৌরভ বিহঙ্গ
আর নানা চিত্র বিচিত্রিত।
আনন্দ-দায়ক রূপ তোমার হবে স্বরূপ
হেম হীরা মণিতে খচিত ॥
মনোরম তব পুচ্ছ সাজাইব মণিগুচ্ছ
শব্দ হবে সুচারু চলনে।
দুপায়ে দিব নূপুর বাজিবে শব্দ মধুর
এস শুক আমার সদনে ॥
তোমার বাক্য মধুরে শুনি গেল দুঃখ দূরে
কি কহিব ওহে খগরাজ।
মনে যা গোপন আছে কি মতে তোমার কাছে
বলি সব সখির সমাজ ॥
শুনি পদ্মার ভারতী পক্ষিপতি মহামতি
শীঘ্রগতি সমীপে আইলা।
কীর ধীর অতিস্থির নিকটেতে সুন্দরীর
সবিশেষ কহিতে লাগিলা ॥
শুন গো রাজকুমারী শ্রীকান্ত সেই মুরারি
বিরিঞ্চির প্রার্থনা শুনিয়া।
করুণা প্রকাশ করি জনম নিলা শ্রীহরি
শম্ভলেতে প্রসন্ন হইয়া ॥
বিষ্ণুযশঃ বিপ্র-ঘরে জনমিলা পরেশ্বরে
চারি ভাই মহা জ্ঞানবান।
কৃতোপনয়ন পরে পরশুরামের গোচরে
বেদপাঠ করে সাবধান ॥
পাঠ করে ধনুর্ব্বেদ অপরে গন্ধর্ব্ববেদ
শিব হৈতে অশ্ব অসি-শুক।
কবচ পাইলা বর দিলা দেব দিগম্বর
গৃহে এল্যা মনেতে কৌতুক ॥
বিশাখযূপ ভূপতি জ্ঞানশিক্ষা মহামতি
পাইলেন আনন্দিত মন।
সেই শিক্ষার দ্বারায় ধর্ম্ম-কর্ম্ম নৃপরায়
লোকেতে করিলা সংস্থাপন ॥
প্রমোদা শুকবচন শুনিয়া প্রমোদ মন
ত্বরায় করে শুকেরে প্রেরণ।
বিহঙ্গ হও বিদায় যাও রে তূর্ণ তথায়
আন মম সে মনোরঞ্জন ॥
মণি মুক্তা রত্ন দিয়া শুক-পাখীরে সাজাইয়া
কৃতাঞ্জলি করি নৃপসুতা।
কহে সকরুণ বাণী কাতরে মৃগনয়নী
শুককাছে অতি ব্যগ্রযুতা ॥
শ্রীরামলোচন বলে তখনি বিহঙ্গ চলে
পদ্মাবতী সতীর আদেশে।
কার্য্যের কুশল হৈল খগেন্দ্র ত্বরা চলিল
মনোল্লাসে শম্ভলের দেশে ॥

গান জঙ্গলী

বৈস মন-পাখি মম হৃদয়-তরু উপরে। ধ্রু।
বল কি কারণ চঞ্চল এমন
হৈলা পাখি মন মোর গোচরে ॥
চিতান
স্থির হৈয়া রও গুপ্ত-কথা কও
জ্ঞানবান হও বিরাজ বরে ॥
না যাও অন্যত্র বসি থাক অত্র
খাও ফলপত্র আপন ঘরে ॥
থাকি নিজবাস কর হে প্রকাশ
যত ইতিহাস আছে অন্তরে।
ধর্ম্ম আলাপনে থাকি হে দুজনে
আনন্দিত মনে জ্ঞান-বাসরে ॥

লোচনের সঙ্গ না ছাড়ি বিহঙ্গ
কর নাচ রঙ্গ দেহ-নগরে
তুমি তো পণ্ডিত সুগুণে মণ্ডিত
ভবে অখণ্ডিত তব উত্তরে ॥

সিংহল হইতে শুকের শম্ভলে গমন

পয়ার

পদ্মা বলে শুক আর কি কহিব আমি।
জানত সকলি তুমি হও অন্তর্য্যামী ॥
ভয়ে মহাভীত আমি স্বভাবে নারীর।
কি জানি যা আগমন না হয় হরির ॥
তবে তুমি করি হরি-চরণে প্রণতি।
নিবেদনে জানাইবা আমার দুর্গতি ॥
গরহর দিলা বর বরে হৈল শাপ।
ঈশবচন নিষ্ফল এই মনস্তাপ ॥
কামে হেরি মোরে শুক নর-চয় নারী ॥
পরাণে এমন দুঃখ সইতে নারি নারী ॥
পদ্মামুখ-চ্যুত শুনি কাতর বচন।
প্রণাম করিয়া শুক করিলা গমন ॥
উড়িয়া চলিলা শুক শম্ভল ভুবনে।
ত্বরান্বিত উপনীত কল্কার সদনে ॥
শুক ক্রোড়ে করি কল্কী হৈলা আনন্দিত।
দেখেন শুক-শরীর রতনে ভূষিত ॥
পদ্মকরে স্পর্শ করি দুগ্ধ পিয়াইলা।
মুখোপরি মুখরাখি বিশেষ পুছিলা ॥
কোনদেশে ভ্রমি তুমি কৈলা আগমন।
কি আশ্চর্য্য কোনস্থলে করেছ দর্শন ॥
কোথা লাভ হৈল তব রত্ন-অলঙ্কার।
দিবানিশি ভাবি মুখ দেখিতে তোমার ॥
ক্ষণেক না হেরি তব হয় যুগজ্ঞান।
অদ্য দেখি তব মুখ জুড়াইল পরাণ ॥
ভূপ শ্রীতারকনাথ রায়ের আজ্ঞায়।
শ্রীরামলোচন দাস কল্কি-গুণ গায় ॥

রাগিণী ভৈরবী তাল ঠেকা

মন হৃদি-সরোবর পরম সুন্দর। ধ্রু।
নির্ম্মল জল সুগন্ধ মন্দ মন্দ সু-লহর ॥

চিতান

মানস হংস বিরাজে তটে পুষ্পবনসাজে।
সতত বসন্ত রাজে রাজাসনে মনোহর ॥
কল্পবৃক্ষ তার তীরে গন্ধ মলয়-সমীরে
বহে অতি ধীরে ধীরে স্বর্ণবেদিকা উপর
বলে শ্রীরামলোচনে, এই অপূর্ব্ব আসনে
বসাইয়া নারায়ণে যাও কৈবল্য-নগর ॥

কল্কীর শুক-সহ সিংহলগমন

লঘু-ত্রিপদী

হরির বচন করিয়া শ্রবণ
প্রণিপাতে নিবেদন।
কহে শুক ধীর হইয়া সুস্থির
নৃপজার বিবরণ ॥
পেল্যা যে প্রকার রত্ন অলঙ্কার
মণি-মুক্তা বিরচিত।
রাজার কন্যার ভাবের বিস্তার
বলে কল্কীর বিদিত ॥
করিয়া শ্রবণ শুকের বচন
কল্কী মহা-আনন্দিত।
শুকের সহিত যান ত্বরান্বিত
পদ্মার ভাবে মোহিত ॥
প্রলাপিত জলে চলিলা সিংহলে
শিব-দত্ত অশ্বোপরে।
নানা সুশোভন করে আলোকন
বৃহদ্রথের নগরে ॥

দেখিতে আহ্লাদ পুরেতে প্রাসাদ
পতাকাতে সুবেষ্টিত।
অট্টালিকাচয় অতি শোভা হয়
পুরে গোপুরমণ্ডিত ॥
পুর-স্ত্রী পদ্মিনী পদ্মগন্ধ জিনি
অতি সৌরভ-দায়িনী।
হৈয়া আমোদিত সুধাস্বরে গীত
গাইতেছে দ্বিরেফিণী ॥
আনন্দে প্রচুর দেখে রাজপুর
শ্রীহরি হৈলে সুস্থির।
শোভে সরোবর সুধা সম সর
পানেতে সুমিষ্ট নীর ॥
রাজহংস জাল অনেক সঞ্চাল
বিলোল কমলোপরে।
অলিমালা তায় গুঞ্জরি বেড়ায়
পদ্মমধু পান করে ॥
কত ডাকে শুক ডাহুকী ডাহুক
জল-কুক্কুট মরাল।
লহরী গভীর নিরমল নীর
সমভাবে সদাকাল ॥
কদম্ব-কাঞ্চন সুশোভিত বন
শাল তাল ভাল কুল।
কপিত্থ খর্জ্জুর অশ্বত্থ তরুর
উচ্চতা বেল বকুল ॥
তরু নাগরঙ্গ পেয়া বায়ু সঙ্গ
সদা দুলিছে পল্লব।
শিংশপা শ্রীফল নিত্য ফলে ফল
শোভে নানা নীপ সব ॥
মনোজ্ঞ কানন করি আলোকন
ফল-পুষ্প-দলান্বিত।
শুক সুকুমার কল্কিদেবতার
মনে মহা আনন্দিত।

পুরী মধ্যে বন বিচিত্র শোভন
সরসীতে সুধা পয়ঃ।
সুরম্য সে স্থান তথা করি স্নান
রহিলেন ব্রহ্মময় ॥
শুক তথা হৈতে যায় ত্বরান্বিতে
হরিপদে করি নতি।
যথা পদ্মাবতী নৃপসুতা সতী
তথা গেলা দ্রুতগতি ॥
শ্রীরামলোচন- করে নিবেদন
শুন সভাসদ জন।
অষ্টম অধ্যায় হরিগুণ গায়
ভাষা অমিয়া যেমন ॥

রাগিণী ভৈরবী তাল ঠেকা

হৃদি-কমল-কানন কর দরশন। ধ্রু।
প্রফুল্ল কমলদল নির্ম্মল মনোমোহন।
চিতান
চারি ছয় দশবার ষোল দল দ্বয় আর।
অপূর্ব্ব কমলাগার হেরিলে মনোরঞ্জন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রেশ্বর সদাশিব মনোবর।
বাস করে পরস্পর অতি মনোজ্ঞ ভুবন ॥
লোচনের মন চল ঊর্দ্ধে দশ-শতদল।
বৈসে তথা রম্যস্থল শক্তিসহ সনাতন ॥

কল্কীকে সরোবরতীরে স্থাপনান্তর শুক কর্ত্তৃক পদ্মাকে সংবাদ

পয়ার

অশ্ব হৈতে নামি কল্কী সরোবরতীরে।
জল আনয়ন পথে রহিলা সুস্থিরে ॥
স্ফটিকে প্রবালে বান্ধা বেদীর সোপান।
তথা অবস্থিত হইলেন ভগবান ॥

সরোজ-সৌরভে ব্যগ্র ভ্রমরা-ভ্রমরী।
নাচে গায় মধু খায় গুঞ্জরি গুঞ্জরি॥
কদম্বপত্রেতে রবি কিরণাচ্ছাদন।
তথা রাখি শ্রীহরিরে শুকের গমন॥
পদ্মাশ্রমে উপনীত হরিষ অন্তরে।
বসিলেন পূর্ব্ববৎ তরু নাগেশ্বরে॥
দেখে শুক রাজসুতা হর্ম্ম্যোপরি স্থিতা॥
শয়ন কমলদলে সখীগণান্বিতা॥
নিশ্বাস বাতের তাপে পঞ্চজ-বদন।
মলিন হৈয়াছে সদা গলিত নয়ন॥
সখীদত্ত কমল চন্দনে হতরাগ।
যত দেয় তত তাহা করে পরিত্যাগ॥
রেবা নদীর বারিতে নাহি করে স্নান।
নারী বারিভাবে সর্প গরল সমান॥
পরিধান বাস ভাসে পেয়ে ঘর্ম্ম নীর।
বহে মন্দ মন্দ-মন্দ সুপ্রিয় সমীর॥
সুধাস্বরে শুক নৃপসুতারে সান্ত্বন।
করিতেছে সুশীতল বাণীতে তখন॥
পদ্মা বলে শুক তুমি এসেছ কুশলে।
শুক বলে আসিয়াছি পরম মঙ্গলে॥
বালা বলে তুমি গেলে ছিলাম তাপিনী।
দাবানলে বনে দগ্ধা যেমন হরিণী॥
তব বাণী সুধারসে শরীর শীতল।
হৈল নিবারণ মম নয়নের জল॥
দুর্লভ আমার পাওয়া তব রস-বাণী।
আগমনে করিলা মঙ্গল এই ধানী॥
শুক বলে সরোবরতীরে শ্রীহরিরে।
রাখিয়া এসেছি আমি তোমার মন্দিরে॥
এরূপ অন্যান্য কথা কহিলেন কত।
শ্রীহরির রূপগুণ মনে ছিল যত॥
নয়ন-বয়ান উভয়ের সন্নিহিত।
দুজন মনের কথা কহে বিস্তারিত॥
অবনীশ তারকনাথের অনুজ্ঞায়।
শ্রীরামলোচন দাস কল্কি-গুণ গায়॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল ঠেকা

সখি! প্রেম-সরোবর অতি মনোহর। ঐ
বিরহ বিরহ-জলে স্নানে মহাসুখকর॥

চিতান

চল সবে মনোরঙ্গে সরোবরের তরঙ্গে।
জলকেলি নাথ-সঙ্গে করিতে গো পরস্পর॥
করি স্নানাবগাহন যাবে মানস-দাহন।
এ বাণী কর গ্রহণ চল সবে জনান্তর॥
শ্রীরামলোচন বলে সকলেই চল জলে।
এসেছ বন্ধুর ছলে তাহারে পাবে সত্বর॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী

রূপবতী গুণাধিকা হয় এ অষ্টনায়িকা
প্রিয়সখী রাজকুমারীর।
লাবণ্যের নাহি পার নাম বলি সবাকার
শুন সভাসদ সব ধীর॥
মানিনী লোলা বিমলা কামকন্দলা কমলা
বিলাসিনী আর চারুসতী।
কুমুদা নামিনী রামা এই আট গুণ-ধামা
পদ্মা-সহচরী সুযুবতী॥
রূপবতী সখী সঙ্গে চলিলেন মনোরঙ্গে
সরোবরে ক্রীড়াজন্য জলে।
পদ্মা কহে সখিচয় চল চল জলাশয়
নাহি রহ অন্য কোন ছলে॥
জলে করিলা গমন করি শিবিকারোহণ
সকলেই মহা-আনন্দিতা।
যত যত সখীগণ পরি বিচিত্র ভূষণ
বাহিরে আইলা ত্বরান্বিতা॥
মনে অতিশয় ব্যস্ত চলিলেন মহাত্রস্ত
গজগতি সুন্দরী যুবতী।

নৃপবালা যায় হেন ভীষ্মক-তনয়া যেন
দেখিতে চলিলা যদুপতি ॥
পুরুষ-পুরেতে যত যারা রাজপথ গত
মহাভীত দূরে দ্রুত ধায়।
হেরিলে রাজকুমারী কি জানি বা হয় নারী
যত সব পুরুষ পলায় ॥
বারি সহ কুলনারী চতুষ্পথে সারি সারি
পুণ্যকার্য্যে আছে যত জন।
শিবিকা-বাহকগণে নারী হবে ত্রাস মনে
বহিতে করয় নিবারণ ॥
না শুনিয়া নিবারণ শিবিকা-বাহকগণ
শুকসহ পদ্মারে বহন।
করিল বাহকচয় মনে না করিয়া ভয়
নারী হবে করিয়া দর্শন ॥
সরোবরের বারিতে মনে মহা-আনন্দিতে
সারস হংসের সুধারব।
অতি সুনির্ম্মল জলে প্রফুল্ল কমলদলে
সমীরণে বহিছে সৌরভ ॥
সেই সব গন্ধামোদে পদ্মা আইলা প্রমোদে
কান্তি নিশাকান্তের সমান।
কুমুদ বিনোদ জানি প্রস্ফুটিত অভিমানী
শশাঙ্ক করিয়া অনুমান ॥
পদ্মার পদ্ম-আনন অলি করি আলোকন
মদান্ধ হইয়া মত্তমতি।
পদ্মবনে পদ্মে কেলি সে সুধা আস্বাদ ফেলি
পদ্মার পদ্মাস্যে করে গতি ॥
ভৃঙ্গগণ পদ্মাননে পুনঃ পুনঃ নিবারণে
মধুলোভে নাহি করে ত্যাগ।
সবে আনন্দিতমনা জল-কেলিতে মগনা
অন্তরে সবার অনুরাগ ॥
সবে হাস্য-পরিহাস জলকেলিতে উল্লাস
অভিলাষ পূর্ণ নাহি করে।
নাচে তায় গায় গীত শ্রবণেতে সুললিত
বিহারিণী জলেতে বিহরে ॥
করে করে ধরাধরি যত সব সহচরী
কৌতুক-কন্দল উতরোলে।
কেহ নাহি উঠে কূলে বিলোল বেসর ঝুলে
কনক-কুণ্ডল কাণে দোলে ॥
শ্রীরামলোচন বলে জলক্রীড়া করে জলে
পরে শুন বিস্তার সকলে।
মিলন হরির সনে পরম আরাধ্য জনে
হইবেক হর বর ফলে ॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল ঠেকা

ওকে কদম্ব তলে অতি বিরলে। ধ্রু
ভ্রূ-ভঙ্গিতে ভুবন ভুলে বালা বিমোহিতা ছলে ॥

চিতান

বর্ণ শ্যামল জলদ দর্শনে নেত্র সুখদ।
আঁখি নীল কোকনদ ব্রহ্মভাতি অঙ্গে জ্বলে ॥
পরা স্নিগ্ধ পীতবাস অধরে অমিয়া হাস।
স্থির দামিনী প্রকাশ সে ত আর নাহি চলে ॥
বলে শ্রীরামলোচন রূপ হেরি মোহ মন।
হৃদে রাখি ও চরণ বান্ধিলাম যোগবলে ॥

পদ্মার সহিত কল্কীর সাক্ষাৎ

পয়ার

কামেতে কাতরা অতি পদ্মা সুকামিনী।
শুকের বচন মনে করি কমলিনী ॥
জল হৈতে উঠি পদ্মা সরোবরকূলে।
আইলা নির্দ্দিষ্ট স্থলে কদম্বের মূলে ॥
সুখেতে শয়নে মণি বেদিকা উপর।
তেজেতে ভুবন আলো যেন সূর্য্যকর ॥
মহামণিতে ভূষণ শুকের সহিত।
শ্রীহরিকে হেরি রাজবালা আনন্দিত ॥

কমলা পতির নীল তমাল বরণ।
পীতাম্বর পরা চারু সরোজ লোচন॥
আজানুলম্বিত বাহু পীন বক্ষঃস্থল।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন-শোভা কৌস্তভ উজ্জ্বল।
অতি অপরূপ রূপ দেখি পদ্মাবতী।
অন্তরেতে মহাভীতা হইলা যুবতী॥
শয়নে হরিরে উঠাইতে নিবারণ।
করেন রাজকুমারী সশঙ্কিত মন॥
কি জানি এমন রূপ সাক্ষাতে আমারি।
মম মূর্ত্তি হেরি কামে পাছে হয় নারী॥
তবে আমি কি করিব কি হবে উপায়।
মহেশের বরে শাপ ঘটিবে আমায়॥
চরাচর আত্মরূপী জগৎ ঈশ্বর।
ভাবিয়া বুঝিলা সব আপন অন্তর॥
মনের প্রিয়া সুন্দরী হেরিলা পদ্মারে।
মধুসূদন যেমন নিরখে রমারে॥
রাজনন্দিনীরে হেরি মায়া বিমোহিনী।
রূপ-লাবণ্য সৌন্দর্য্য ত্রিভুবন জিনি॥
অতি কামাতুর কল্কী পদ্মা তবে কন।
কটাক্ষ-বিক্ষেপে কেন নমিত বদন॥
কুশলে এসেছ মম ভাগ্যেতে হেথায়।
তব সমাগমে রামা মঙ্গল আমায়॥
শ্রীযুত তারকনাথ ভূপতি আজ্ঞায়।
শ্রীরামলোচন দাস কল্কি-গুণ গায়॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল ঠেকা

কিবা রূপ কমলার নাশে অন্ধকার। ধ্রু
ত্রিভুবনে নাহি তুল্য-মূল্য লাবণ্য রমার॥

চিতান

কোটিচন্দ্র দর্পনাশে শ্রীঅঙ্গ-ছটা-প্রকাশে।
চপলা চঞ্চলা হাসে কি বা কান্তি চমৎকার॥
কুচ কমলের কলি মসী-চিহ্ন যেন অলি
তাহে মালামুক্তাবলি সাজে গজমতিহার॥
লোচনের হৃদ্‌কমলে দ্বাদশদল অমলে।
বিরাজ গো ও বিমলে হরিসঙ্গে অনিবার॥

পদ্মার সহিত কল্কীর কথোপকথন

দীর্ঘ-ত্রিপদী

বদন-চন্দ্র তোমার নিতান্ত কান্তে আমার
সুখদাতা কাম-তাপহর।
ওগো চঞ্চল-নয়নি তব লাবণ্য এমনি
যেমন অমৃত-রস পর॥
কাম-ভুজঙ্গ-দংশনে বিষেতে কাতর জনে
কান্তে শান্তি করগো তাহার।
যে জন জীবনাশ্রিত দুর্লভা তুমি নিশ্চিত
পরাণ গো পরাণ-আধার॥
প্রিয়ে তব বাহুদ্বয় অতি সুমনোজ্ঞ হয়
হৃদি স্থিত শোভে যুগ্ম স্তন।
কুচ কঠিন বিস্তার কি কব উন্নত তার
উচ্চ করে বুকের বসন॥
এ হেন প্রবীণ স্তন নখাঙ্কুশে বিদারণ
বল প্রিয়ে করি গো এমন।
করীন্দ্র-কুম্ভ যেমন ক্ষত করে ঘন ঘন
মাহুত করিয়া আক্রমণ॥
সুপীন স্তন-মণ্ডল মস্তকোত্থিত যুগল
মনুজের মনের বেদন॥
এ বক্ষঃস্থল আমার স্তন-বর্ত্তুলে তোমার
আজ্ঞা দেও প্রভেদ কারণ॥
প্রিয়ে কি কব বাখান স্মরের স্বর্ণ-সোপান
ত্রিবলী বলন সুবলিত।
লোমাবলী তাহে সাজে কটি সূত্রেতে বিরাজে
মদনের গড় বিনির্ম্মিত॥

রম্ভা-স্তম্ভ-উরু তব সম্ভোগেতে সুখোদ্ভব
নীতম্ব প্রবীণ গো তোমার।
কৃশাঙ্গী লো কি শোভন ভূষণ সূক্ষ্ম-বসন
কামমদ করয় সংহার॥
কি শোভা গো অবলে অঙ্গুলি পদ-কমলে
সুচিত্র পত্রেতে বিচিত্রিত।
রাঙ্গা চরণে বিরাজে সুমধুর রবে বাজে
মণিময় মঞ্জীর রঞ্জিত॥
অনঙ্গ পন্নগাঘাতে শান্তি হয় অচিরাতে
আর কি বলিব গো শোভনে।
রূপ-লাবণ্য-তরঙ্গ কর মম অঙ্গ সঙ্গ
তবে ধন্য ধন্য এ জীবনে॥
সুধা সুধা-সমাবৃত শুনিয়া বচনামৃত
কলিকাল কুঞ্জর হরির।
দেখিয়া সুন্দর কায় ত্রিভুবন মোহ যায়
সখী সঙ্গে হৃষ্ট সুন্দরীর॥
হেরিয়া কান্তা স্বকান্ত মনে আনন্দ নিতান্ত
কৃতাঞ্জলি করিয়া স্তবন।
শুকে করি পুরস্কার স্বপতিরে বারম্বার
পদ্মা করে চরণ-বন্দন॥
নবম অধ্যায় কথা শুনিতে অমিয়া যথা
দীন দাস করিল প্রকাশ।
তারকনাথ নৃপতি দিলা ইথে অনুমতি
শ্রবণেতে পরম উল্লাস॥
বলে শ্রীরামলোচনে পদ্মার রূপ-দর্শনে
ভক্তগণে বিনাশে ত্রিতাপ।
এরূপ কি অপরূপ হেরি সুলাবণ্য কূপ
মোহ হৈল মদনের বাপ॥

রাগিণী ভৈরবী তাল মধ্যমান

কি বা বিবাহ মঙ্গল মম হৃদি-স্থল। ধ্রু
উদ্বাহ-নির্ব্বাহ হৈল গৌরাঙ্গে আর শ্যামল॥

চিতান

নীলস্তম্ভ শ্যামকায় হেমলতা রসা তায়।
আমরি কি শোভা পায় মেঘে দামিনী উজ্জ্বল॥
মানস বাসর-ঘরে সখীরা আনন্দভরে।
সবে উলুধ্বনি করে বিহামদ কুতূহল॥
শ্রীরামলোচন বলে হেরি ভাসে প্রেমজলে।
নাচে বিবাহ-মঙ্গলে প্রফুল্ল হৃদি-কমল॥

বৃহদ্রথ রাজার কল্কীকে স্বধামে আনয়ন ও কল্কীর বিবাহ

পয়ার

পদ্মা পদ্মনাভ হেরি পরম উল্লাসে।
প্রেমে গদ গদ তনু সুমধুর ভাষে॥
মহালজ্জাযুতা দেবী নম্র চন্দ্রানন।
করুণা করুণালয়ে করেন স্তবন॥
প্রসন্ন ত্রিলোকনাথ হও লক্ষ্মীকান্ত।
পরমাত্মা ত্রাণ কর অধীনী নিতান্ত॥
আমি ধন্যা কৃতপুণ্যা জপ তপ দান।
ব্রতাদি সফল হেরি তোমার বয়ান॥
দুরারাধ্য লাভ তব চরণ-কমল।
হইলা আমার ভাগ্যে সুকৃতির ফল॥
আজ্ঞা কর পদাম্বুজ করিয়া স্পর্শন।
গৃহে গিয়া তাতে বলি তব আগমন॥
এহি কহি পদ্মা সতী গতি স্ব-ভবন।
পিতা-মাতা তরে আসি বলে বিবরণ॥
বিষ্ণু-অংশ কল্কী আগমন সমাচার।
শুনিয়া সিংহল-পতি আনন্দ অপার॥
কামনা পাণি-গ্রহণ করিতে পদ্মার।
আসিয়াছে পরেশ্বর কল্কি-অবতার॥
পুরোহিত পাত্র-মিত্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
নানা সুমঙ্গলে চলে বাদ্য নৃত্য গীত॥

নিজগণ সঙ্গে ভূপ এল্যা মহামতি।
আপন ভবনে নিতে ব্রহ্মাণ্ডের পতি॥
সঙ্গে ধ্বজ পতাকাদি দণ্ড মণিময়।
যথা হরি তথা রাজা গেলা জলাশয়॥
মণি বেদিকা উপরে ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
ঘনোপর ঘন যেন শোভা করে অতি॥
ভূষণে ভূষিত শোভা নব ঘন তনু।
চকিত চপলা-মালা কিম্বা ইন্দ্রধনু॥
বিদলিত হরিতাল-দ্যুতি পীতাম্বর।
মদনোদ্যম-দমন লাবণ্য সুন্দর॥
রূপ-শীল-গুণাকর হেরি শ্রীপতিরে।
ভূপাল ভাসিলা ভক্তি-প্রেমাশ্রুর নীরে॥
ঈশ্বর তবাগমন জ্ঞান অগোচর।
কাননে কৃষ্ণেতে যেন মান্ধাতা-কোঙর॥
মান্ধাতা-তনয় মুচুকুন্দ নরবর।
তাহাকে হঠাৎ দেখা দিলা পরেশ্বর॥
এ বলি পূজিয়া নিলা আপন ভবনে।
প্রাসাদে স্থাপন করে পরম যতনে॥
পদ্মা পদ্মপলাশাক্ষী পদ্মিনী যুবতী।
পদ্মনাভে পদ্মজার আদেশে ভূপতি॥
সম্প্রদান করিলেন আহ্লাদিত মনে।
প্রিয়া ভার্য্যা পেয়া হরি সিংহল ভুবনে॥
উত্তম সিংহল দ্বীপ করি আলোকন।
তথাতে বিরাজ হরি আনন্দিত মন॥
পদ্মা গৌরবর্ণা কল্কী জলদ বরণ।
বিপরীত নীল আর সুপীত বসন॥
কিবা অপরূপ দ্বয় ভুবন-মোহন।
ঘনে সৌদামিনী যেন দামিনীতে ঘন॥
রাজগণ নারী হৈয়া পদ্মা সহচরী।
দরশন করিলেন কল্কিরূপ হরি॥
সে সকল নারী রাজা শ্রীপদ স্পর্শনে।
পুনশ্চ পুরুষ হৈলা দেখে সর্ব্বজনে॥
শ্রীহরির আজ্ঞা নিয়া ভূপাল সকলে।
স্নান করি আইলেন রেবা নদী জলে॥
কল্কীর দেখিয়া প্রভা যত রাজগণ।
প্রণাম করিয়া সবে করেন স্তবন॥
আজ্ঞা দিলা ভূপ শ্রীতারকনাথ রায়।
শ্রীরামলোচন দাস কল্কি-গুণ গায়॥

রাগিণী আলেয়া, তাল ঠেকা

স্তব কি করিব বল ওহে ভকত দীন বৎসল।ধ্রু।
অনন্ত অতর্ক লীলা বর্ণে কে কার আছে বল॥

চিতান

বেদাগমে সাধ্য কিবা তারা অল্প গ্রন্থ কেবল।
ভোলানাথের ভুল হইয়া হৈল সে লেঙটা পাগল॥
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড লোম-বিবরে আছে সকল।
কিরূপে সুষুম্না সূক্ষ্মপথে করে চলাচল॥
শ্রীরামলোচন বলে রূপসাগরে অগাধ জল।
গুরুদত্ত ব্রহ্মপদ রাখ হৃৎকমল-স্থল॥

নারী অবস্থার পর পুরুষ হইয়া রাজপুত্রগণ কর্ত্তৃক কল্কী স্তব

পয়ার

জয় জয় আপন মায়ায় আরোপিত।
বিশেষ রূপেতে সৃষ্টি করিলা কলিত॥
পরিণামে জলপ্লুত ত্রিলোক করিলা।
পরে মুনি মনু শস্যে মেদিনী পূরিলা॥
জলে আবির্ভূত হৈল শরীর তোমার।
নিজ ধর্ম্ম-সেতু হেতু মীন অবতার॥ ১
দেবাসুরে করিলেক সাগর-মন্থন।
আনিয়া মন্দার গিরি ব্যাকুলিত মন॥
সহায় হইয়া শৈল ধারণ করিলা।
দেবগণে অমৃত প্রাশনেতে তোষিলা॥

ভূপগণে প্রসীদ পরেশ সারাৎসার।
মন্দার ধরিলা পৃষ্ঠে হৈয়া কূর্ম্মাকার ॥২
অতি বলবন্ত দৈত্য দিতির নন্দন।
সুরেন্দ্র সূদন হৈয়া নিল রাজ্যধন।
পরাক্রমে হিরণ্যাক্ষ দানব নিধন।
করিয়া করিলা বসুমতীরে ধারণ ॥
প্রণাম তোমারে তুমি শরীর-শূকর।
এ সব ভূপালগণে রক্ষ পরেশ্বর ॥৩
ত্রিভুবন জয়ী মহাবল পরাক্রম।
কেহ নহে হিরণ্যকশিপু দৈত্য সম ॥
বর্দ্ধিত দেবগণের ভয়ভীত মন।
নিজ কল্যাণার্থে দৈত্য সচেষ্টিত মন ॥
দিতিজ নিজ মরণ বারণ-কারণ।
ব্রহ্মাতে লভিলা বর দিতির নন্দন ॥
অস্ত্রশস্ত্রে নহে কিবা দিবা রাত্রিকালে।
স্বর্গে কিবা মর্ত্ত্যলোকে অথবা পাতালে ॥
দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিম্বা নাগগণ।
ইহা হৈতে কোন মতে নহিবে মরণ ॥
মহাভয়ঙ্কররূপ গভীর গর্জ্জন।
নরহরি হৈয়া তারে করিলা নিধন ॥
উরু পরি রাখি করি নখাগ্রেতে ভেদ।
দন্তাঘাতে দেহ প্রাণ করিল বিচ্ছেদ ॥ ৪ ॥
ত্রিলোকবিজয়ী মহাবলী বলি বলী।
ইন্দ্রানুজ বামন অধেতে নিলা ছলি ॥
বলিকে সম্মোহ করি তিন পদভূমি।
মায়ামুগ্ধে মায়াময় ভিক্ষা কর তুমি ॥
বিশ্বকায় মূর্ত্তি হৈয়া উৎসর্গের বারি।
দান নিয়া স্বস্তিবাণী বলিয়া তাহারি ॥
তার দ্বারে দ্বারী হৈয়া রহিলা সুতলে।
কেবল তাহার সমুচিত দানফলে ॥ ৫ ॥
পুনঃ এই হৈহয়াদি যত ভূপগণ।
বল পরাক্রমে তুল্য নাহি অন্যজন ॥
নানা মদে মত্ত সবে মর্য্যাদক ধীর।
তাদেক বধিতে ভৃগুবংশে হৈলা বীর ॥
পিতৃ-হোম-ধেনু হরণেতে ক্রোধী হৈলা।
তিন সপ্তবার ধরা নিঃক্ষত্রি করিলা ॥
এরূপে পরশুরাম হৈলা অবতার।
কে জানে কত মহিমা প্রভু হে তোমার ॥৬॥
পুলস্ত্য বংশাবতংশ বিশ্বশ্রবা-সুত।
নিশাচর-প্রবর রাবণ বলযুত ॥
ত্রিলোক-তাপন ছিল হিংস্রক সে জন।
সূর্য্যবংশে হৈয়া দশরথের নন্দন ॥
বিশ্বামিত্র মুনি স্থানে অস্ত্রলাভ করি।
সীতা হরণেতে হৈলা রাবণের অরি ॥
জলে শীলা দিলা সিন্ধু করিলা বন্ধন।
সবান্ধবে দশকন্ধ করিলা নিধন ॥
নমো নমো ব্রহ্মময় রাম অবতার।
কল্যাণ-দায়ক হও এসব রাজার ॥ ৭ ॥
যদুকুল-জলনিধি কলানিধি প্রায়।
সকল দেবতাগণ সেবে রাঙ্গাপায় ॥
ত্রিলোকে দৈত্যদলন দুরিত তাপন।
তুমি বলরাম বসুদেবের নন্দন ॥ ৮ ॥
বিধাতার কৃতবেদ ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
বিহিত নানা দর্শন বিবিধ বিধান ॥
সংসার-ত্যাগের বিধি ব্রহ্মজ্ঞান মত।
চাতুরি করিয়া তাহা সব করি হত ॥
প্রকৃতিকে মিথ্যাবোধ করি সম্পাদন।
বুদ্ধ অবতার তুমি করিলা ধারণ ॥ ৯ ॥
এবে কলি কুলনাশ কল্কি-অবতার।
বৌদ্ধ-পাষণ্ড ম্লেচ্ছাদি করিতে সংহার ॥
বেদ-ধর্ম্ম-সেতু পরিপালন কারণ।
করিলা করুণাময় এরূপ ধারণ ॥
আমাদের নারীরূপ দিলা নর করি।
তব অনুকম্পা গুণ কি কহিব হরি ॥

ব্রহ্মাদির অবিদিত বিলাসাবতার।
কামাকুল মৃগতৃষ্ণ মন মো সংসার ॥
কিরূপে করিব বল বর্ণনা তোমার।
অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় কৃপাধার ॥
সুদুষ্প্রাপ্য তব পদ জলজালোকন
কৃপা-পারাবার কল্কি-মূরতি-ধারণ ॥
দশদিকে রক্ষা কর দশ অবতারে।
শ্রীলশ্রীতারকনাথ শ্রীমন্ত রাজারে ॥
শ্রীরামলোচনদাস কল্কিগুণ গায়।
ভূপালগণের স্তব দশম অধ্যায় ॥

রাগিণী আলেয়া, তাল ঠেকা

মন বল রে ধর্ম্ম কেমন তুমি তো পণ্ডিত জন।ধ্রু
কি সে কি হয় পুণ্যোদয় কি সে পাপে জ্বালাতন ॥

চিতান

মোহেতে হৈয়াছে ভুল মায়াতে মন আকুল।
নাহি বুঝ সূক্ষ্মস্থূল বুঝি ভালে বিড়ম্বন ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মধ্যে কে মন্দ কে সুভাজন।
কেবা নেয় শমন-সদন কেবা কৈবল্য গমন ॥
বলে শ্রীরামলোচন তুমি তো সারথি মন।
যে দিক্ চালাও সে দিক্ যাব নিওনা কালের
ভুবন ॥

পয়ার

ভক্ত নৃপগণ স্তব করিয়া শ্রবণ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ধর্ম্মের কথন ॥
প্রবৃত্তির নিবৃত্তির কর্ম্মের বর্ণন।
হরি শুনাইলা যাহা বেদের শাসন ॥
কল্কীর বচন শুনি যত ভূপচয়।
হইলেন আনন্দেতে নির্ম্মল হৃদয় ॥
পুনঃ প্রাণপাতে সবে করি নিবেদন।
পূর্ব্বের নিজ বৃত্তান্ত পুছে রাজগণ ॥
স্ত্রীত্ব কিম্বা পুরুষত্ব কি হেতু কাহার।
জরা যৌবন-বাল্যাদি সুখ দুঃখ আর ॥
কোথা হৈতে কোথা কবে কি রূপেতে কার।
অনির্ণীত অবিদিত কর্ম্ম যে প্রকার ॥
এ সকল আমাদিগে বল সনাতন।
এই প্রশ্ন করিলেন অবনীশগণ ॥
অনন্ত মুনীন্দ্র তীর্থপাদ বৃহদ্রথ।
কল্কিরূপ দর্শনেতে পেল মুক্তিপথ ॥
আসিয়া পুনশ্চ বলে কি করি কোথায়।
যাই এই বাক্য শুনি তথনি তথায় ॥
হাসিয়া বলেন কল্কী মুনির সদন।
করেছ দেখেছ তুমি যাহা নিবারণ ॥
অকৃত অদৃষ্ট যত তাহাও সকল।
কিছুই অজ্ঞাত মুনি নাহি তবস্থল ॥
কল্কীর এ বাণী শুনি সেই মুনিবর।
আনন্দসাগরে মগ্ন মুনির অন্তর ॥
গমন উদ্যত দেখি যত রাজগণ।
সবিনয় কল্কিতরে করে নিবেদন ॥
রাজগণ কল্কীরে জিজ্ঞাসে বিবরণ।
তুমি মুনি কি কহিলা বচন দুইজন ॥
উভয়ের যে সকল কথোপকথন ॥
শুনিতে বাসনা প্রভু সে সব বচন ॥
ভূপগণ বাক্যে কন শ্রীমধুসূদন।
সকল জিজ্ঞাস এই মুনির সদন ॥
কল্কীর আদেশ শুনি সব নৃপবর।
অনন্ত মুনির কাছে জিজ্ঞাসে সত্বর ॥
শ্রীরামলোচন দাস কল্কি-পদাশ্রয়।
রচিল নূতন গান শুদ্ধ-সুধাময় ॥

রাগিণী বাগেশ্রী তাল ঠেকা

তার তারক-ঈশ্বর ওহে গঙ্গাধর। ধ্রু।
আশুতোষ রোষ নাশ দোষ হর তোষ হর ॥

চিতান

ভালে ভাতি কলাকান্ত তারহে তারিণীকান্ত
আমি অকৃতি নিতান্ত রক্ষ রক্ষ দিগম্বর ॥১
প্রাণ যায় হাহুতাশে প্রভো করুণা প্রকাশে
স্থান দাও নিজদাসে পদতলে নিরন্তর ॥ ২
বলে শ্রীরামলোচন নিবেদন ত্রিলোচন
কালভয়ে ভীত মন হইয়াছি সকাতর ॥৩

অনন্ত মুনির রাজগণকে আত্ম-বৃত্তান্ত-কথন

দীর্ঘ-ত্রিপদী

সকল ভূপতিগণ মুনি তরে নিবেদন
করেন বিনয় করি অতি।
এথা হৈল কি কথন তব কন্ধীর সদন
সবিশেষ বল মহামতি ॥
দুর্ব্বোধ কেন এমন হইল সেই বচন
বল মুনি তার বিস্তারিত।
আমরা নৃপতি সবে মহাতুষ্ট হই তবে
না বুঝিয়া আছি সশঙ্কিত ॥
রাজগণের বাণী শুনি কহিলেন মহামুনি
ভূপগণ শুন বিবরণ।
পুরিকা পুরীর নাম ছিল মহা পুণ্যধাম
মম পিতা বেদপরায়ণ ॥
বিক্রম নাম বিখ্যাত পরহিতে রত তাত
সোমা নামে জননী আমার।
ধরাতে ধন্যাগণনা পতিধর্ম্ম পরায়ণা
ভাগ্যবতী সতী ব্যবহার ॥
আমার ছিল দুষ্কৃতি হইলাম ষণ্ডাকৃতি
লোকেতে নিন্দিত অতিশয়।
ভাবিয়া চিন্তা বিপুল মনে মহাশোকাকুল
হৈল মম পিতামাতা দ্বয় ॥
আমাকে হেরিয়া ক্লীব বনে গিয়া সদাশিব
সভক্তিতে করেন স্তবন।
অর্ঘ্য ধূপ দীপদান পূজা করে সে ঈশান
দিয়া পুষ্প সুগন্ধি চন্দন ॥
ভক্তিভাবে গদগদ ভাবিয়া শিবের পদ
স্তব করে পূর্ণাশ্রুলোচন।
সর্ব্বলোক-নাথ শান্ত শিব শৈল সুতাকান্ত
ভূতাবাস বাসকী-ভূষণ ॥
শিরে জটাজালোজ্জ্বলে সুতরঙ্গ গঙ্গাজলে
আনন্দসন্দোহ ত্রিলোচন।
ত্রিনয়ন ঢুলু ঢুল কর্ণে ধুস্তূরের ফুল
শার্দ্দূল দুকূল বিভূষণ ॥
ইত্যাদি বহুধামত স্তবন ক'রে প্রণত
শুনিয়া সানন্দে সদাশিব।
শিব শিবদ তখন করিয়া বৃষারোহণ
আইলেন ত্যাগিয়া ত্রিদিব ॥
প্রসন্ন হইয়া হর তাতে বলে লও বর
বিক্রম হে যেবা স্ব-বাঞ্ছিত।
মম পুরুষত্ব দান শিবস্থানে পিতা চান
আমা হেতু হইয়া তাপিত ॥
পার্ব্বতী সহিতে বর দিলা দেব দিগম্বর
মম পুংস্ত্ব সহাস্য বদনে।
পিতা পেয়ে বরদান সদাশিব সন্নিধান
মহানন্দে আইলা ভবনে ॥
পুরুষ হেরি আমায় হর্ষ পিতামাতা তায়
হৈলে বয়ঃ দ্বাদশ বৎসর।
বিবাহ দিলা আমারে বন্ধুগণ সমভ্যারে
পিতামাতা আনন্দ-অন্তর ॥
রূপযৌবনশালিনী পত্নী ললনা মালিনী
হৈল মম যজ্ঞধাত-সুতা।
সেত সীমন্তিনী শান্তা পাইলাম প্রাণকান্তা
অশেষ লাবণ্যসিন্ধু-যুতা ॥

পেয়া সুকামা কামিনী আমি দিবস-যামিনী
গৃহাশ্রমে হইয়া বিরস।
রমণী রমণে মন বিরহ নহে কখন
অহর্নিশি করি রঙ্গরস॥
হৈল কত কালগত মাতা পিতা উভয়ত
পরলোকে করিলা গমন।
তাহে ক্রিয়াকর্ম্ম যত করিলাম বিধিমত
করাইয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
মমতা পিতামাতার শোকে দগ্ধ মন-আমার
সদাকরি বিষ্ণুর সেবন।
যাগ জপ হোম দানে তুষ্ট করি ভগবানে
সদয় আমাতে নারায়ণ॥
স্বপ্নে কন দয়াবান স্নেহ মোহেতে নির্ম্মাণ
হইয়াছে এ মায়া নিশ্চয়।
এই মম মাতা তাত এ অহং তবে হঠাত
হৈয়া করে আকুলহৃদয়॥
শোকোদ্বেগ দুঃখভয় জরা-মৃত্যু তাপত্রয়
এমায়ায় কায়ায় জনম।
নানা বিপদ-বিকাশে নিত্য সুখমূল নাশে
মায়াজালে মজিলে বিষম॥
যা কহিলা সনাতন শুনি সে স্বপ্নবচন
প্রবোধ হইল মম মন।
অন্তরে ভাবি বিস্ময় আমরা দম্পতি দ্বয়
পুণ্যধামে করিল গমন॥
পুরিকা পুরী ত্যাগিয়া আপন প্রিয়াকে নিয়া
পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেতে পয়ান।
সে হয় বিষ্ণু আলয় তথা মুক্তিলাভ হয়
রাজগণ ইথে নাহি আন॥
সেইতো ধাম দক্ষিণে অতি শুভক্ষণ দিনে
আশ্রম করিয়া নিরূপণ।
স্বভার্য্যা স্ববন্ধুজন করি হরির অর্চ্চন
নৃত্যগীত আনন্দিত মন॥
শ্রীহরি তারকনাথ এ ভূপ তারকনাথ
প্রতি কর কৃপাবলোকন।
শ্রীরামলোচন কয় তব শ্রীক্ষেত্রনিলয়
স্থান দিবে অন্তিম যখন॥

রাগিণী বাহারবাগেশ্রী তাল ঠেকা

ভব-তরঙ্গসাগর অতি খরতর॥ ধ্রু॥
মায়ানীর গভীর ও তীর বহুদুরন্তর॥

চিতান

উচ্চ বিষয়-লহরী সাধ্যকি এ তনু তরি
ক্ষেপণ করিয়া তরি পারে যাওয়া কি দুষ্কর॥১
কলত্র কুম্ভীর ভাসে সেতো পাইলেই গ্রাসে
প্রাণ যায় হাহুতাশে মায়া-আবর্ত্ত বিস্তর॥২
লোচনে নাহি নিস্তার বিনা শ্রীগুরু কাণ্ডার
বল কে করিবে পার কর্ণধার দুরন্তর॥৩

অনন্তমুনির বৃদ্ধশর্ম্মার কন্যা-বিবাহ

পয়ার

মুনি কন রাজগণ করহ শ্রবণ।
দ্বাদশী-দিনেতে আমি করিব পারণ॥
সঙ্গে নিয়া আপনার যত পরিবার।
সমুদ্রের জলে গেলাম স্নান করিবার॥
জলধির লোল লহরীতে নিমগন।
হইলাম সাধ্য নাহি কূলে উত্থাপন॥
নিমজ্জন উন্মজ্জনে আকুল-পরাণ।
জলহিল্লোল কল্লোলে হত হৈল জ্ঞান।
সাগর-দক্ষিণকূলে হইল পতিত।
এইতো শরীর মম সমীরে প্রেরিত॥
আমাকে পতিত পেয়া বৃদ্ধশর্ম্মা দ্বিজে।
সন্ধ্যা ত্যাগি তুলিয়া স্বালয় লয় নিজে॥
সেই বৃদ্ধশর্ম্মা পুত্র-ধন-দারান্বিত।
করিল তনয় তুল্য আমারে পালিত॥

আমি তথা রহিলাম দিগেদশ ভুলিয়া।
সদার ব্রাহ্মণে মাতাপিতা সম্বোধিয়া॥
সে দ্বিজ আমারে দেখি বেদপরায়ণ।
আপন দুহিতা আমায় করে সমর্পণ॥
সুবর্ণা সুবর্ণাকারা সুগুণশালিনা।
নাম তার চারুমতী সুচারু-কামিনী॥
ডুবিয়া চারুমতীর লাবণ্যের নীরে।
ভূলিলাম পূর্ব্ব-প্রিয়া প্রাণমানিনীরে॥
তথা পরিতুষ্ট আমি নানাসুখান্বিত।
পঞ্চপুত্র জন্মে সেই প্রমোদে মোহিত॥
জয় বিজয় কমল বিমল বুধ সুত।
এ পঞ্চ তনয় মম সর্ব্বগুণযুত॥
স্বজনে বন্ধুনন্দনে আর নানাধনে।
সুখী দেবরাজ যেন বিরাজ গগণে॥
জ্যেষ্ঠপুত্র বুধ তার বিহা উপস্থিত।
মহাতুষ্ট ধর্ম্মসার সুতার সহিত॥
করিয়া বৈদিকী ক্রিয়া যত সুবিহিত।
স্ত্রীগণে স্বর্ণভূষণে বাদ্য নৃত্য-গীত॥
করিলাম যথাবিধি করিয়া যতন।
বেদার্চ্চন পুত্রোৎসবে স্বপিতৃ-তর্পণ॥
সমুদ্র-সলিলে পুনঃ হইয়া পতন।
বিলোল লহরী নীর গভীর তেমন॥
জল হৈতে কূলেতে করিয়া উত্থাপন।
পূর্ব্বের বান্ধবগণ হৈল দরশন॥
দেখি সবে স্নান-সন্ধ্যা পূজা-পরায়ণ।
উন্মন তখন হৈল হেরি মম মন॥
কি কহিব রাজগণ অত্যাশ্চর্য্য কথা।
সেই দ্বাদশী-পারণ উপস্থিত তথা॥
পুরুষোত্তমের বাস বিষ্ণু-সেবা আর॥
তাহাই সকলে করে সাক্ষাতে আমার॥
তদ্রূপ বয়সান্বিত সেই সর্ব্বজন।
বিস্ময় দেখিয়া তারা পুছে বিবরণ॥

আজ্ঞাদিলা শ্রীতারকনাথ অবনীশ।
শ্রীরামলোচন গায় হইয়া হরিষ॥

রাগিণী আলাইয়া তাল তেতালা

বিষ্ণুমায়াজালে বদ্ধ আছে সাংসারিক-ভবে॥ধ্রু॥
দিনে দিনে দিন যায় ভাবে না মোহেতে সবে॥

চিতান।

স্বপ্নেন্দ্রজাল যেমন সংসার অসার তেমন।
বুঝিয়া না বুঝে মন যাতায়াত ভবার্ণবে॥
ইহাতো না বুঝি কেহ সত্য ভাবে মিছাদেহ।
সার ভাবি সুত গেহ ভবের বেদনা সবে॥
শ্রীরামলোচন মন হৈওনা ভবে মগন
ভজ হরির চরণ সদা আনন্দেতে রবে॥

লঘুত্রিপদী

শুনহ অনন্ত বিষ্ণু-ভক্তিমন্ত
জলে কি হৈল দর্শন।
স্থলে কি কারণ নিরখি এমন
মহাব্যগ্র তব মন॥
করিয়া পারণ পরে বিবরণ
বল কি জন্য বিস্ময়।
শুনি এ উত্তর আমি তদন্তর
বলিলাম সবিনয়॥
কিছু না হেরিল কিছু না শুনিল
কি কহিব বিবরণ।
কামাত্মা-অন্বিত কুবুদ্ধে জড়িত
দেখিল মায়াস্বপন॥
তুমি আমি যত বিষ্ণুমায়াবৃত
মূঢ় ব্যাকুল-ইন্দ্রিয়।
আমিত এমন না দেখি কখন
স্নেহমোহে মন্দধিয়॥
কে বুঝে কারণ বেদে নিরূপণ
ইহা বুঝা সুদুষ্কর।

আপন বিস্মৃতি মায়ার প্রকৃতি
সত্য জানে জনেশ্বর ॥
কান্তা ধনাগার পুত্র দারা আর
পুরোদ্যানে অনুরক্ত।
আমিতো অনন্ত মন্দবুদ্ধিমন্ত
না জানি ছিল আসক্ত ॥
আমারে হেরিয়া মানিনী সুপ্রিয়া
বিবসা মূঢ়ের মত।
করিছে রোদন একি বিড়ম্বন
জিজ্ঞাসে মম অগ্রত ॥
হংস একেশ্বর তথা তদন্তর
আসিলেন মহামতি।
সদুক্তির দ্বারে বুঝায় তাহারে
মানিনীকে শীঘ্রগতি ॥
সেই হংসধীর পরম সুস্থির
সর্ব্বার্থ তার বিদিত।
তেজ সূর্য্যাকার শুদ্ধ-সত্ত্ব-সার
শান্ত দান্ত সুপণ্ডিত ॥
অতি মনোরম আসি অগ্রে মম
জিজ্ঞাসে শুভ আমার।
আমি কি বচন মুনির সদন
করিব হে সুপ্রচার ॥
বলয় লোচন সভাসদ জন
সব করে মুনিবর।
করহ শ্রবণ যত বিবরণ
এই সভার ভিতর ॥

রাগিণী ভৈরবী

কোথা ছিলা কোথা এইলা ভাবিয়া দেখ না মন। ধ্রু।
একা কর যাতায়াত সঙ্গী নহে কোনজন ॥
কত কর লীলাখেলা এ ভবে খেলার বেলা।
কতবার আইলা গেলা করি গমনাগমন ॥
না বুঝি সুপথ-ক্রম তব কি বুদ্ধের ভ্রম।
খেলাতে কি পরিশ্রম ইহা আর বুঝিবে কবে ॥
শ্রীরামলোচন কন কোথা হৈতে এল্যা মন।
কোথা করিবে গমন কালের কাছে কি
কহিবে ॥

হংসমুনি কর্ত্তৃক অনন্তের জড়তা দূরীকরণ

পয়ার

সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
হংসমুনি সিন্ধুতীরে বৈসে সেইক্ষণ ॥
ভিক্ষা করি আসি বৈসে তথায় যখন।
অনন্ত নিকটে হৈল কথোপকথন ॥
অনন্তের আরোগ্য-বাঞ্ছিত বন্ধুগণ।
সকাতরে হংস-তরে করে নিবেদন ॥
অনন্ত-জড়তা কিসে হইল এমন।
বুঝিতে নারিলাম কিছু ইহার কারণ ॥
হংস বুঝি বান্ধবগণের অভিপ্রায়।
সকল বৃত্তান্ত হংস কহিলা আমায় ॥
হংস বলে মুনি তব ভার্য্যা চারুমতী।
কোথায় তোমার পঞ্চ বুধাদি সন্ততি ॥
তব পুরী সৌধময় ধন-রত্নান্বিত।
পুত্র বিহা দিনে কেন এথা উপনীত ॥
পারাবার পারে তুমি বৃদ্ধশর্ম্মালয়।
নিমন্ত্রিলা আমাদিগে করিয়া বিনয় ॥
এথা আগমন তব শোকাকুল মন।
কিছু না বুঝিতে পারি ইহার কারণ ॥

সপ্তম বৎসর বয়ঃ দেখেছি তথায়।
এখন ত্রিশ বৎসর বয়স তোমার॥
আশ্চর্য্য ইহায় কিছু না বুঝি কারণ।
ইহাতে সন্দেহযুক্ত হইয়াছে মন॥
মালিনী নলিনীমুখী মলিনা এমন।
তব এই ভার্য্যা তথা না করি দর্শন॥
এ শরীর তব কোন হেতু এ প্রকার।
আমাকে বলহ তুমি সে সব বিস্তার॥
তুমি তো সেই মানব আমি ভিক্ষুবর।
এথাতে উত্তর দেখা হৈল পরস্পর॥
তোমা আমা এস্থলে সংযোগাদি তাবৎ।
দেখি যেন এ সকল ইন্দ্রজালবৎ॥
তুমি ধর্ম্মজ্ঞ গৃহস্থ আমি ভিক্ষুবর।
তোমা আমা এ সংবাদ অত্যাশ্চর্য্যপর॥
বালকোন্মত্তের তুল্য এই সমাচার।
এ সকল ঈশ্বরের মায়া ব্যবহার॥
ত্রিজগন্মোহকারিণী এই মায়া হয়।
অদ্বৈতজ্ঞান অপ্রাপ্তি হইলে ঘটয়॥
ভিক্ষু হইতে এ ভারতী করিয়া শ্রবণ।
আমি বুঝিলাম ভাবে মায়া-বিবরণ॥
বৃদ্ধশর্ম্মা-আলয়ের যতেক কথন।
জানিলাম আমি সব মায়ারি কারণ॥
সূত কন মার্কণ্ডেয় মুনির সদন।
আমি বলি তব স্থলে ভবিষ্য-কথন॥
শ্রীরামলোচনদাস ভূপের আজ্ঞায়।
কল্কিপুরাণের সুধাভাষা গান গায়॥

সুর রামপ্রসাদী তাল একতালা

মায়ার মায়া এমি ঘটে।ধ্রু।
মায়াজালে বন্দী হৈয়া কপালেতে বিপদ বটে॥
চিতান
বৃষের ন্যায় রজ্জুতে বান্ধা দারা সুতের নিকটে।
ইহা হৈতে মুক্ত পাওয়া নাই কখন এ সঙ্কটে॥১
মায়ার লীলা বিষমলীলা ভেকের নাচা শাপের পটে।
লীলাখেলা করে কত থাকি জীবের ঘটে ঘটে॥২
শ্রীরামলোচনদাস মায়াজালে পৈড়ে রটে।
মনভাব শ্রীগুরু-পদ রইও না ভব সরিৎতটে॥৩

দীর্ঘ-ত্রিপদী

সূত মহামুনি কন অতিপুলকিত মন
নৈমিষ-অরণ্যেতে বসিয়া।
বশিষ্ঠাদির সাক্ষাতে ভক্তি-নীর-অশ্রুপাতে
মার্কণ্ডমুনিকে সম্বোধিয়া॥
মার্কণ্ডেয় মুনিবর বচন শ্রবণ কর
অতিশয় অপূর্ব্ব-বর্ণন।
সলিল উদরান্তরে পুরুষ-উত্তম বরে
প্রলয়েতে করেছ দর্শন॥
সে মায়ামোহেতে জাত তুমি জানিবা তাবত
গণিকাগণের পথ ন্যায়।
মোহ করে সে মায়ায় অনন্ত-সন্তাপ তায়
তমঃ পারাবারেতে ফেলায়॥
অখিলের লোক যত মায়ায় মোহ তাবত
মায়াবিষ্ট বসুধাতে বাস।
মায়ায় উৎপত্তি সবে মায়ায় মোহিত ভবে
মায়াতেই সবার বিনাশ॥
সূত মুনি কন পরে মার্কণ্ড মুনি-গোচরে
এইমত হংস মতিমান।
যাহে মায়া হয় হত সে সব কথা তাবত
কহিলা অনন্ত-সন্নিধান॥
লয়ে লীন ত্রিজগৎ ব্রহ্ম তন্মাত্রতে গত
নিরুপাধি লোকহীন হয়।
তদন্তর মুনিবর সেই ব্রহ্ম-পরাৎপর
প্রকৃতি-পুরুষাকার-দ্বয়

তৎপরে শব্দ-উৎপতি কালযোগের সংহতি
কালের স্বভাবে কর্ম্ম জাত।
হরি হর বিধিত্রয় সংসার কারণ হয়
পঞ্চগুণে তন্মাত্র পশ্চাত॥
প্রকৃতি ব্রহ্ম-আশ্রয় মহাভূত সবে হয়
দেবাসুর নর জীব যত।
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড সমাক্ জন্ম-শক্তি-ক্রিয়াত্মক
মহামুনি জানিবা তাবত॥
জীব মায়ার মায়ায় পরম-পুরুষ তায়
সংসার ভাবিয়া ব্যগ্র মন।
সকলি ঘটায় কালে জড়ীভূত মায়াজালে
বেদপথে না করে গমন॥
আশ্চর্য্য মায়ার গতি সেতো অতি বলবতী
ব্রহ্মাদি দেবতা বশে যার॥
বৃষের নাসাতে যেন রজ্জুতে ফিরায় হেন
গুণে বান্ধা পক্ষী যে প্রকার॥
সে মায়া যে গুণবতী আশ্চর্য্য তাহার গতি
যাহে মোহ মুনীশ্বরগণ॥
মায়াময়ী-নদী-জলে বাসনা-কুম্ভীর ছলে
অর্থ-লোভে করয় ভ্রমণ॥
সৌনক শুনি তথায় বলেন সূত যথায়
বল মুনিবর বিবরণ।
মার্কণ্ডেয়াদি বশিষ্ঠ বামদেব-মুনি শিষ্ঠ
কি কহিলা করিয়া শ্রবণ॥
সেইতো ভূপালগণ শুনি অনন্ত বচন
শুদ্ধ সুধা-রসেতে পূরিত।
কি কহিলা নৃপচয় বল শুনি তপোময়
ভবিষ্যৎ-কথা সুললিত॥
শুনি সৌনক-বচন সূত মহামুনি কন
সংক্ষেপেতে মোহ বিঘাতক।
শ্রবণেতে জ্ঞানোদয় ভক্তিযোগে মতি হয়
সদ্য তাহে বিনাশে পাতক॥
তারকনাথভূপতি, আজ্ঞা দিলা দীন-প্রতি
বিরচিল শ্রীরামলোচন।
কল্কিপুরাণের গান সুধার সিন্ধু-সমান
হরি-ভক্ত করহ শ্রবণ॥

রামপ্রসাদী সুর, তাল একতালা

কর রে ইন্দ্রিয় দমন। ধ্রু।
যোগের বলে সুকৌশলে করিয়া মন-সাধন॥

চিতান

ইন্দ্রিয় দমন করা সাধ্য কার কে আছে এমন।
কাহার তো বশে নহে আপন বশে সে আপন॥
সুপথে যাইতে তারা কুপথে করিছে ভ্রমণ।
ভালমন্দ কিসে হয় কৈবল্যে করিতে গমন॥
শ্রীরামলোচন বলে ইন্দ্রিয়ের প্রধান মন।
মন স্থির করিবে যখন ভজন সাধন হবে তখন॥

অনন্ত মুনির ইন্দ্রিয়-দমন ও হরিভক্তি।

পয়ার

সূত মুনি কন শুন সৌনক সুধীর।
রাজগণ প্রতি বাণী অনন্ত মুনির॥
নৃপগণ জিজ্ঞাসিলা মুনির গোচর।
অনন্ত উত্তর দিলা করিয়া আদর॥
মুনি কন রাজগণ করহ শ্রবণ।
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আর মোহের নিধন॥
মহামুনি কন শুন মহারাজগণ।
তপস্যা করিতে আমি গেলাম কানন॥
অনিগ্রহ ছিল মম মনেন্দ্রিয়গণ।
বনে ব্রহ্মধ্যান আমি করেছি যখন॥
দারাসুত ধনজন সমস্ত বিষয়।
সংসার-বাসনা হয় মনেতে উদয়॥

এ সব স্মরণমাত্র দুঃখশোক যত।
মনের বিকার করি ধ্যান করে হত ॥
ইথে ইন্দ্রিয়-দমনে মানস নিশ্চয়।
মনে নাশে ইন্দ্রিয়ের নাশ নসংশয় ॥
অতএব ব্যগ্রচিত্ত ইন্দ্রিয় বারণে।
আমি হইলাম দশ-ইন্দ্রিয়-শাসনে ॥
তবেই আমাকে হেরি দূরেতে গমন।
করিবে তদধিষ্ঠাত্রী যত দেবগণ ॥
সে সব দেবতাগণ মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
কহিল সকলে আসি আমা সম্বোধিয়া ॥
শুনহে অনন্তমুনি আমরা এ দশ।
তোমার এ দেহ করি দশেন্দ্রিয়ে বশ ॥
দিগ সমীরণ অর্ক প্রচেতাশ্বী আর।
অনলেন্দ্র উপেন্দ্র প্রজাপতি মিত্রাকার ॥
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী মোরা দেবগণ।
তোমার শরীরে বাস করি সর্ব্বক্ষণ ॥
নখাঘাতে আমাদেক করিতে সংহার।
কোনমতে শক্তি নাহি হইবে তোমার ॥
শুনহে অনন্ত মুনি বলিলাম সার।
মনের নিগ্রহকর্ম্ম সাধ্য না তোমার ॥
জীবের কি ক্ষম আছে করিতে নিধন।
ছেদনে ভেদনে মোরা মরি না কখন ॥
অন্ধ-বধিরাদি সবে ইন্দ্রিয়-বিকারে।
বলেতে বিষয় ব্যগ্র করি তা সবারে ॥
গৃহস্থজীবের দেহ-গেহ-আদি যত।
সকলি জানিবা মুনি মনের অনুগত ॥
সে মনের অনুগত বুদ্ধি ভ্যার্য্যা হয় ॥
কর্ম্মফলে জীবের মনেতে মুক্তি হয় ॥
সংসারেতে লিপ্ত ব্রহ্ম যাহার আজ্ঞায়।
এ সকল মনের বিকারেতে ঘটায় ॥
অতএব মুনি মন নিগ্রহ-কারণ ॥
সভক্তিতে বিষ্ণু-ভক্তি কর আচরণ ॥

বিষ্ণু-ভক্তি দেখি শ্রীতারকনাথভূপে ॥
সদয়া ভবগো কৃপাময়ী ব্রহ্ম রূপে ॥
শ্রীরামলোচনদাস কল্কি গুণ গায়।
ভক্তি মতি-নতি গতি রহে কৃষ্ণ পায় ॥

বেহাগ।

হরি ভক্ত ভজ মন এই নিবেদন ।ধ্রু।
হরিভক্ত জীবন্মুক্ত উক্ত বেদের লিখন ॥

চিতান

কত গুণ হরিদাসে অজ্ঞান তিমির নাশে
জ্ঞান-ভানু সুপ্রকাশে লভে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥১
বিষ্ণুভক্ত করে ত্রাণ দেয় মুকতি নির্ব্বাণ
ধন্য করে তীর্থস্থান যে তীর্থ করে ভ্রমণ ॥২
শ্রীরামলোচন কয় হরিদাস দয়াময়
যার প্রতি কৃপা হয় সে নহে সামান্য জন ॥৩

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

সুখ মোক্ষ দান করে নিত্য সর্ব্ব-কর্ম্ম হরে
দ্বৈতাদ্বৈত আনন্দদায়িনী।
ভক্তিতে জ্ঞান উদয় সর্ব্বদোষে মুক্ত হয়
হরিভক্তি জীবনিস্তারিনী ॥
জীবে হরিভক্তি করে দেহ বিনাশের পরে
পরং ব্রহ্মানন্দ-পদ পায়।
সেহি মহাধন্য ধন্য তার পদ-রজে অন্য
মহাপাপী মোক্ষ-পথে যায় ॥
কথা নহে অপ্রমাণ তোমরা পাবে নির্ব্বাণ
করি কল্কি-পদ দরশন।
মম উপদেশে সবে ভক্তিতে পূজি কেশবে
ব্রহ্মানন্দে হও নিমগন ॥
কলিকাল-কুলান্তক কল্কি কল্ক-হন্তারক
সেই কৃষ্ণ করি আলোকন।
নিরাকারেরে সাকার দৃষ্টি হৈল সবাকার
পাদপদ্ম নীর পরশন ॥

বাক্যহীন নিরঞ্জন শুনি তাহার বচন
অপদের নিরখি গমন।
নয়নহীন যে জন তারে হেরি আলোকন
আনন্দিত হৈলা সর্ব্বজন ॥
শুনিয়া এই বচন অনন্ত মুনি তখন
পদ্মনেত্র কল্কী দেবতারে।
আপনার নিজেশ্ব। প্রণমি ভক্তি-অন্তর
মুনি গেলা স্বকীয় আগারে ॥
যত মহারাজগণ ভক্তিতে করি শ্রবণ
অনন্ত মুনির এ বচন।
ঘুচিল সর্ব্ব আপদ পাইলা নির্ব্বাণ পদ
কল্কি-পদ করি দরশন ॥
কল্কী আর পদ্মাবতী পূজিয়া সব ভূপতি
কৈবল্য-নগরেতে চলিলা।
মাহাত্ম্য যে হরি-ভক্তির শুনি স্থির সর্ব্ব-ধীর
ব্রহ্মানন্দ-সাগরে ভাসিলা ॥
অনন্তের এই ভক্তি যে শুনিবে পাবে মুক্তি
অজ্ঞানের তমঃবিনাশিনী।
মায়ায় মোহিত জনে পাঠনে আর শ্রবণে
ভব-বন্ধ-মোচনকারিণী ॥
ভবাব্ধি-বিনাশমতি করিবে করি ভকতি
বিধিমত শ্রীহরি-সেবন।
এই ভক্তির আখ্যান শুনিবেক জ্ঞানবান্
ধর্ম্মাত্মা ধার্ম্মিক সেইজন ॥
জ্ঞানের উল্লাস করে অজ্ঞান সমূলে হরে
দুর্গমে থাকিলে ভক্তবর।
ষড়্বর্গ-জয় নিমিত্তে জগতে আনন্দচিত্তে
আত্মস্থিত বৈষ্ণবপ্রবর ॥
শ্রীরামলোচনদাসে ভূপের আজ্ঞায় ভাসে
শ্রীহরির যশোগুণ গায়।
কল্কিপুরাণের কথা শুনিতে অমিয়া যথা
বিরচিল দ্বাদশ-অধ্যায় ॥

রাগিণী ভৈরবী।

হৃদি-কমল-উপর সাজাও বাসর। ধ্রু।
যতনে রতন দিয়া গঠন কর সুন্দর ॥

চিতান

হৃদয় কমলদলে সুকোমল রম্যস্থলে
মণি-মন্দির নির্ম্মলে নীলকান্ত-মণিবর ॥১
চিত্র বিচিত্র-ধাম নানাবর্ণে কর কাম
রবে নবঘনশ্যাম শোভাকর গেহান্তর ॥২
শ্রীরামলোচন কয় কর অপূর্ব্ব-নিলয়
বসিবেন ব্রহ্মময় রূপ নব-জলধর ॥৩

শম্ভলপুরী-নির্ম্মাণ।

পয়ার

সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
যত মহীপতিগণ করিলে গমন ॥
কামনা কল্কীর মনে শম্ভলে যাইতে।
পদ্মালয়া অংশপ্রিয়া পদ্মার সহিতে ॥
নিজ সেনাগণ হরি করিয়া সংহতি।
স্ব-ভবনে গমনে উদ্যত পদ্মাপতি ॥
বাসব বাসনা বুঝি হরিরাগমন।
করিলেন ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মারে স্মরণ ॥
আজ্ঞা দিলা অমরেশ বিশ্বকর্ম্মা প্রতি।
বিশ্বকর্ম্মা শম্ভল নগরে শীঘ্রগতি ॥
কর গিয়া ত্বরা তুমি গৃহাদি নির্ম্মাণ।
প্রাসাদ হর্ম্ম্যাদি তার রত্নের সোপান ॥
কাঞ্চনে অঙ্কিত কর দ্বারাদি রঞ্জিত।
রত্নস্ফটিকে গঠিত মণিবিভূষিত ॥
তব নিপুণতা যত আছে শিল্পিবর।
তার মত তুমি ত্বরান্বিত সব কর ॥

বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্র আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ।
শম্ভলে নির্ম্মাণ করে নানা গৃহগণ॥
সে শম্ভল কমলার পতির নিলয়।
নানা চিত্রবিচিত্রেতে শোভাযুক্ত হয়॥
হংস সিংহ শিখী পিক শার্দ্দূলের রূপ।
অঙ্কিত কৃত্রিম সুশোভিত অপরূপ॥
অতি উচ্চ অট্টালিকা পতাকাবেষ্টিত।
সুখের বিলাসস্থান মণিতে খচিত॥
নানাবর্ণ লতাজালে নবীন পল্লব।
কুসুমোদ্যানেতে পুষ্প বিকসিত সব॥
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে গুঞ্জে অলি।
যূথী-শেতি মালতীতে মকরন্দা-বলি॥
বিহরে কুহরে পিক হরে মন তায়।
বিরহিণী কামিনী শুনিয়া তাপ পায়॥
সরোবর বাপী সুধা সলিলে পূরিত।
রাজহংস করে কেলি হংসীর সহিত॥
শম্ভল নগরী হৈল অতি তেজস্করা।
মহীপরে শোভাকরে ইন্দ্রের অমরা॥
কল্কী শম্ভল পুরীতে সেনাগণান্বিত।
কারুমতী পুরী ছাড়ি হয় উপনীত॥
সমুদ্রের কূলে আসি হৈলা অবস্থিত।
বৃহদ্রথ রাজা এল্যা কৌমুদী সহিত॥
রাজা রাণী দুই জনে স্নেহেতে কাতর।
সুতা সুতাপতি হেতু কান্দেন বিস্তর॥
অবনীশ হরিষ হইয়া আজ্ঞা দিলা।
শ্রীরামলোচনদাস সঙ্গীত রচিলা॥

রাগিণী ভৈরবী তাল আড়াঠেকা

এস সহস্রার ধাম, ওহে ঘনশ্যাম। ধ্রু।
তথা মহাজ্যোতি জ্ঞান দীপ্ত করে অবিশ্রাম॥

চিতান

অসংখ্য ভাস্কর কর শোভাকর সে বাসর
কমলা সঙ্গে বিহর তবে পুরে মনস্কাম॥

মহা আনন্দ সে স্থলে কমলা কমল দলে
আছে সে নিদ্রার ছলে চৈতন্যরূপিণী নাম॥
বলে শ্রীরামলোচন সে হইলে জাগরণ
যাইবে সে স্ব-ভবন যথা আছে আত্মারাম॥

সিংহল হইতে কল্কির শম্ভলে গমন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী

স্নেহে বিমোহিত অতি পদ্মা আর পদ্মাপতি
প্রতি মহারাজ করে দান।
অযুত মত্ত-মাতঙ্গ লক্ষোচ্চ তুঙ্গ তুরঙ্গ
দ্বি-সহস্র বিচিত্র বিমান॥
নানা বস্তু রাশি রাশি দুই শত দিলা দাসী
কত কত বিচিত্র বসন।
স্নেহেতে অশ্রুলোচন দিলা অমূল্য রতন
প্রদান করিলা বহুধন॥
বৃহদ্রথ কৌমুদিনী জামাতা আর নন্দিনী
উভয়ের মুখাবলোকন।
করিয়া মোহে মোহিত বিচ্ছেদেতে শোকান্বিত
খেদে করে দম্পতী রোদন॥
কল্কির পদকমল দিয়া পুষ্প-দল জল
পূজা করি বসি আনন্দিতে।
রাখিয়া সমুদ্রতীরে জামাতা স-নন্দিনীরে
এল্যা কারুমতীর ধানীতে॥
কল্কী জলধির জল দিয়া রাক্ষস সকল
বন্ধ করিলেন সেহি-ক্ষণ।
পার হৈতে যোগ্য নীর দেখি হৈয়াছে সুস্থির
সাগরের সলিল স্তম্ভন॥
জলস্তম্ভ আলোকন করিয়া কল্কী তখন
আপনার সবল বাহনে।
জলধি লঙ্ঘন করি এল্যা ব্রহ্মময় হরি
শ্রী-নিকেতন স্ব-নিকেতনে॥
সমুদ্র পার হইয়া শুকপাখী সম্বোধিয়া
বলিলেন করুণা-নিলয়।

বিলম্ব না কর আর যাও রে শুক আমার
ত্বরান্বিত শম্ভল-আলয়॥
সুরপতি অনুমতি বিশ্বে বিশ্বকর্ম্মা প্রতি
দিলা মম ধাম নির্ম্মাইতে।
তথা যাও খগপতি অতিশয় ত্রস্ত-গতি
মনোরম্য শম্ভলপুরীতে॥
তথা মাতা-পিতা জ্ঞাতি নিজামাত্য যত জাতি
সকলেরে মঙ্গল বলিবা।
হৈয়াছে যে মম বিভা বিস্তারি বলিবা ইহা
আগমনবার্ত্তা নিবেদিবা॥
পশ্চাতে মম গমন হইবে স্ব-নিকেতন
শুক যাও আদিতে শম্ভলে।
কল্কির শুনি বচন শুক করিলা গমন
শম্ভলেতে মন কুতূহলে॥
হইয়া আকাশ গামী শুক সর্ব্ব অন্তর্য্যামী
ত্বরান্বিত শম্ভলে চলিলা।
সপ্ত-যোজন বিস্তীর্ণ চতুর্ব্বর্ণে সমাকীর্ণ
সুরপূজ্য ধাম নিরখিলা॥
প্রাসাদে শোভা প্রকাশ ভাস্কর-কর সঙ্কাশ
সর্ব্বসুখে সুরম্য শম্ভল।
গৃহ হইতে গৃহান্তর হেরে আনন্দ অন্তর
তার পরে প্রাসাদ সকল॥
বন হৈতে বনান্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তর
গমন করিয়া সুখে শুক।
বিষ্ণুযশের সদন উপনীত সেইক্ষণ
খগরাজ মনেতে কৌতুক॥
তথাতে বিহঙ্গ-বরে মধুর আলাপ করে
নিবেদয় সুপ্রিয় বচন।
শুক কহে করি নতি সঙ্গে প্রিয়া পদ্মা সতী
কল্কির হইল আগমন॥
বিষ্ণুযশ এ বচন শুকে করিয়া শ্রবণ
ডাকিলেন নিজ প্রজাগণ।
অতি আনন্দ অপারে বিশাখযূপ রাজারে
জানাইলা সব বিবরণ॥
শুনি সেই অবনীশ অন্তরে হৈয়া হরিষ
পুরগ্রামে করিলা মণ্ডিত।
কনক কলসোপরে নির্ম্মল সলিল ভরে
পল্লব চন্দনে বিভূষিত॥
অগুরু সৌগন্ধি যত দীপ লাজাঙ্কুরাক্ষত
কুসুম সুকুমার শোভিত।
কদলী তরু সকল সাজিছে পুরী শম্ভল
সকল জনের মনোনীত॥
হেরি শম্ভল বসতি তারকনাথ ভূপতি
মহানন্দ সিন্ধুতে ভাসিলা।
অনুমতি পেয়া তাঁর ভাষা-গান সুপ্রচার
কল্কিগুণ লোচন রচিলা॥

ভৈরবী

চল করিবার রণ সমর ভুবন। ধ্রু।
শত্রুচয় করি ক্ষয় বাজাও বিজয় বাজন॥

চিতান

ছয় রিপু যার দলে তারা যুদ্ধ করে বলে
করিবে রণ কি ছলে সে শত্রুগণ নিধন॥
যম-নিয়ম আসন সমাধি-ধ্যান-ধারণ
সঙ্গে করি কর রণ হবে দুষ্ট নিপাতন॥
বলে শ্রীরামলোচন সারথী গুরুচরণ
ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্র-ধারণ কর বধ রিপুগণ॥

বৌদ্ধের সহিত যুদ্ধ।

পয়ার

প্রবেশ করিলা কল্কী শম্ভলপুরীতে।
ভয়ানক সেনাগণ করিয়া সহিতে॥
কামিনী নয়নানন্দ মন্দির সুন্দর।
মহাহৃষ্ট উপবিষ্ট হৈলা পরেশ্বর॥

পদ্মার সহিতে মাতাপিতার চরণ।
প্রণতি-নিকরে করে সাদরে বন্দন॥
সুমতি প্রমোদা অতি পুত্রবধূ পায়।
শচী শচীপতি যেন পুরী অমরায়॥
সতী পদ্মাবতী রূপ করি দরশন।
বিপ্ররামা পূর্ণকামা আনন্দিত মন॥
শম্ভল-নগরে ধ্বজ-পতাকা শোভন।
ললনা স্থূলজঘনা পীনোন্নতস্তন॥
কুচোপরে রত্নহারে শোভে মনোহরে।
পীতবাস-পরা ভাষ কোকিল কুহরে॥
হাস্যাননাঙ্গনা বামনয়না যুবতী।
কল্কী পরেশ্বরে রতি করে গুণবতী॥
রমাপতি পদ্মাবতী সহিতে রমণ।
পূর্ণ সম্বৎসর করে আপন ভবন॥
কল্কি কল্কবিনাশক শম্ভল নগরে।
দম্পতী আনন্দমতি সুরতি-বিহরে।
কবির কামিনী কাম-কলা কমলিনী।
প্রসবিলা দুই পুত্র কাম-কায়া জিনি॥
বৃহৎকীর্ত্তি বৃহদ্বাহু মহাপরাক্রম।
ভুবনে নাহিক কেহ দুজনার সম॥
সন্নতি প্রাজ্ঞের ভার্য্যা প্রসবে দ্বি-সুত।
যোগ্য বিশ্বরূপে গুণে পরম অদ্ভুত॥
সর্ব্বলোকপূজ্য জিতেন্দ্রিয় দুই জন।
মহাবল পরাক্রম সবার ভাজন॥
মানিনী কামিনী সুমন্তকের বনিতা।
শাসন বেগবন্ত দ্বি-পুত্র প্রসবিতা॥
পরম সুন্দর রূপ এ দুই কুমার।
শান্ত দান্ত সাধুগণে করে উপকার॥
পদ্মা হইতে কল্কির জন্মিল দ্বি-নন্দন।
জয় বিজয় তনয় গুণের ভাজন॥
পরম সুন্দর রূপে দীপ্ত মহীতল।
লোকেতে বিখ্যাত দুই পুত্র মহাবল॥

এ সব অমাত্যে পরিবৃত বিশ্বপতি।
সকল সম্পদ সমন্বিত মহোন্নতি॥
বিষ্ণুযশ অশ্বমেধ করিবার যাগ।
হইলা উদ্যত মনে মহা অনুরাগ॥
পিতার উদ্যোগ দেখি কল্কিদেব কন।
যেমন করেছে যাগ বিধি ত্রিলোচন॥
দিক্‌পালগণেরে জয় করিয়া এখন।
অবশ্য আনিব আমি বহুমূল্য ধন॥
করাইব অশ্বমেধ দিগ্বিজয় করি।
এ বলি প্রণমি তাতে চলিলা শ্রীহরি॥
সেনাগণে পরিবৃত গজাশ্ব সহিত।
কীকটপুরেতে কল্কি হৈলা উপনীত॥
বৌদ্ধের আলয় বেদধর্ম্মবহিষ্কৃত।
পিতৃ-দেবার্চ্চনাহীন কুকর্ম্মে আবৃত॥
দেহ আত্মবাদ জাতি-কুল-বিবর্জ্জিত।
ভক্ষ্য-ভোজ্য স্ব-বনিতা নিজগণান্বিত॥
পরেরে ভেদ-দর্শন করে সর্ব্বক্ষণ।
নানাজাতিপরিবৃত পানাদি ভোজন॥
বৌদ্ধরাজ জিন শুনি কল্কী আগমন।
মহাক্রোধান্বিত হৈলা সঙ্গে নিজগণ॥
অক্ষৌহিনী সেনাসঙ্গে কোপে মহাবীর।
সমর করিতে তূর্ণ হইলা বাহির॥
মাতঙ্গ রথ তুরঙ্গ সুসাজ করিয়া।
কনক রত্নালঙ্কার অঙ্গে বিরচিয়া॥
শত শত রথিগণ অস্ত্রশস্ত্রধারী।
ধ্বজ-পতাকাতে সূর্য্যকিরণ নিবারি॥
এইমত বৌদ্ধরাজ করি রণসাজ।
সিংহনাদ করি যান সৈন্যের সমাজ॥
শ্রীল শ্রীতারকনাথ আদেশ করিলা।
ত্রয়োদশাধ্যায়ে গান লোচন রচিলা॥

সূত কহে মুনিগণ করহ শ্রব ।
অপর বৃত্তান্ত কহি সবার সদন ॥
কাল-মায়া শত শত বলী সেনাগণ ।
কল্ক-বিনাশক কল্কী করে বিঘাতন ॥
তাদের দলনকর্ত্তা এমন শ্রীহরি ।
কুঞ্জরকে নাশে যেন বলেতে কেশরী ॥
সে সব সেনাগণের অঙ্গনা এমন ।
রতিসঙ্গ রক্ষা করে করিয়া যতন ॥
পরিধান তাহাদের রক্তাক্ত বসন ।
বিগলিত কেশে তারা করে পলায়ন ॥
কল্কিদেব ডাকি বলে সুগভীর স্বরে ।
রণাঙ্গণ হৈতে বৌদ্ধ পালাও সত্বরে ॥
যদি যুদ্ধ কর বৌদ্ধ করিয়া সাহস ।
আজু রণে দেখাইব তোমার পৌরষ ॥
কোপবাণী শুনি সেই বৌদ্ধেরা সকল ।
ত্রাসেতে হইল অতি দীন হীনবল ॥
যুদ্ধহেতু বৌদ্ধরাজ করিলা গমন ।
খড়্গচর্ম্মধারী বীর বৃষভ-বাহন ॥
নানা যুদ্ধে বিশারদ নানা অস্ত্র ধরে ।
কল্কি সঙ্গে যুদ্ধ দেখি বিস্ময় অমরে ॥
জিন জানি বিশ্বম্ভর ক্রোধিত লোচন ।
শূলেতে তুরগভেদ করিলা তখন ॥
বৌদ্ধ মহাবীর সেই সমর দুর্ব্বারে ।
বাণেতে করিলা মোহ কল্কি-দেবতারে ॥
কল্কির কবচ অস্ত্র কাটিল যখন ।
বিশাখযূপ ভূপতি তথায় তখন ॥
মূর্চ্ছিত কল্কিরে তোলে রথে আপনার ।
চৈতন্য পাইয়া হরি উঠে পুনর্ব্বার ॥
ভূপতির রথ হৈতে নামিয়া তখন ।
কোপেতে আইলা তূর্ণ জিনের সদন ॥
শূলব্যথা দূরে গেল তুরঙ্গ তেজিলা ।
ভূমিতে ভ্রমণ করি যুদ্ধ আরম্ভিলা ॥
দণ্ডাঘাতে পদাঘাতে বৌদ্ধ সেনাগণ ।
লক্ষ সৈন্যগণ কোপে করিল নিধন ॥
নিশ্বাস-বাতাসে উড়ি কোন কোন জন ।
দ্বীপ-দ্বীপান্তরে কত হইল পতন ॥
হস্তী রথ কত শত সমর ভুবন ।
পড়িয়াছে কত তাহা কে করে গণন ॥
গার্গ্য-বধে ষষ্ঠীশত সেনা সে অদ্ভুত ।
করিলা বিনাশ ভার্গ্য কোটী শতাযুত ॥
পঞ্চবিংশতি সহস্র বিনাশ বিশাল ।
বধ করিলেক সেনা সমরে করাল ॥
দ্বি-পুত্র সহিত করি দ্বি-অযুত বীর ।
দশলক্ষ প্রাজ্ঞবধে রণে মহাস্থির ॥
প্রাজ্ঞবধে দশলক্ষ সেনা ভয়ানক ।
পঞ্চলক্ষ সেনা বিনাশিল সুমস্তক ॥
তারকনাথ রাজার শত্রু যতজন ।
মহাবীর কল্কী তাহা করহ নিধন ॥
শ্রীরামলোচনদাস কল্কিগুণ গায় ।
বৌদ্ধ-সমরের গান রচিল ভাষায় ॥

গান

সংচূর্ণ করিব আজু কাম আদি রিপুগণ । ধ্রু ।
মহাযুদ্ধে বিনাশিব করি ভবে ঘোর রণ ॥

চিতান

দুষ্টগণ মহাখল তারা ধরে কত বল
চিত্ত-বিকার কেবল মারিব এ ছয় জন ॥
অদ্য এ সমরে পশি হাতে করি জ্ঞান-অসি
ব্রহ্ম অস্ত্র তত্ত্বমসী দিয়া বধিব জীবন ॥
বলে শ্রীরামলোচন তুচ্ছ তোরা এ ছজন
অস্ত্র শ্রীগুরুচরণ করিব রিপুনিধন ॥

মালঝাপ

সে সমরে জিন তরে কল্কি-বরে হাসিয়া ।
কহে অতি দুর্ভারতী রে দুর্ম্মতি ডাকিয়া ॥

রে অশিষ্ট তিষ্ঠ তিষ্ঠ মনাভীষ্ট শাসিব।
রে অজ্ঞান হানি বাণ তব প্রাণ নাশিব॥
সর্ব্বস্বামী দেব আমি অন্তর্য্যামী সকল।
সুমঙ্গল কুমঙ্গল দেই ফল অফল॥
মম বাণ জানে জান দেহ প্রাণ বধিব।
সুনিশ্চয় যাবে ক্ষয় পরাজয় করিব॥
বন্ধু আর পরিবার সুতদার বদন।
জন্মমত ইচ্ছা যত কর তত দর্শন॥
জিনবীর সে কল্কির বাগ্‌গভীর শুনিয়া।
রণস্থলে বাক্কৌশলে কত বলে রুষিয়া॥
তিন ভূমি মধ্যে তুমি দেব মুনি প্রধান।
শাস্ত্রে বলে রণস্থলে তব বলে এপ্রাণ॥
যাবে মম এ নিয়ম এ বিষম সংগ্রামে।
তব রণে সে শমনে নিবে ক্ষণে স্বধামে॥
যা প্রত্যক্ষ তা বিপক্ষ নাস্তি পক্ষ মানি না।
অস্তিজ্ঞানী এই মানী নাস্তি-জ্ঞানী জানি না॥
মহাভ্রম কর শ্রম কিছু ক্রম জান না।
নাস্তিকতা আস্তিকতা কি ফল তা মান না॥
এ স্বরূপ তব রূপ দেবরূপ প্রচার।
তবু আমি বৌদ্ধস্বামী অগ্রগামী সবার॥
তোর বাণে মম প্রাণে যদি হানে বাঁচিব।
তোর গর্ব্ব হবে খর্ব্ব আমি সর্ব্ব নাশিব॥
তীক্ষ্ণ শরে এ সমরে তোমা তরে হানিব।
চক্রপাণি অভিমানী কটুবাণী ভাষিব॥
সেই বৌদ্ধ করি ক্রুদ্ধ মহাযুদ্ধ করিছে।
সুসন্ধানে তীক্ষ্ণবাণে কল্কী প্রাণে বধিছে॥
সব বাণ ভগবান্ সমাধান করিল।
দিন করে যেন করে হিমবরে হরিল॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র মারে ত্রস্ত পর্জ্জন্যস্ত্র ছাড়িল।
সমীরণ হুতাশন ক্ষণ ক্ষণ হানিল॥
ঘোর যুদ্ধ করে বৌদ্ধ নানাযুদ্ধ ধরিছে।
মার মার বার বার হুহুঙ্কার করিছে॥
হয় দৃষ্টি বাণবৃষ্টি যেন সৃষ্টি নাশিল।
হেরি হরি কোপ করি তা সম্বরি হাসিল॥
মহীতলে লোণা স্থলে নাহি ফলে বীজাদি।
যে কুস্থান যেবা দান নাহি পান দ্বিজাদি॥
হৃষীকেশ কোবিদেশ ভক্তিশেষ যেমন।
শতশত বাণ কত বৃথাগত তেমন॥
মহীপতি অনুমতি দীনপ্রতি করিল।
এ লোচন সু-কথন সু-রচন রচিল॥

আলেয়া।

মল্লযুদ্ধ করিব হে মদনাদি শত্রুসনে।
বিবেক চপেটাঘাতে মারিব আমি এখনে॥

চিতান

হরি-ভক্তি গদা যবে আঘাত করিলে তবে
অজ্ঞানী অজ্ঞান হবে মোহ করিব সঘনে॥
সমূলে করিব পাত সাধুসঙ্গ দণ্ডাঘাত
প্রাণ যাবে অচিরাৎ শীঘ্র সমরে পতনে॥
শ্রীরামলোচন বলে পারিবি না আমায় বলে
নিব আমি রসাতলে যাবে শমন ভুবনে॥

পয়ার

কল্কী সেই বৃষারুঢ়ে করি আকর্ষণ।
ভূমেতে পড়িল দ্বয় কুক্কুট যেমন॥
উভয়তঃ উভয়ের করে করে ধরি।
মেদিনী লুটায় অঙ্গ করে জড়াজড়ি॥
দুজনা উঠিলা কোপে রণে মহাশূর।
মল্লযুদ্ধ করে যেন কেশব-চানূর॥
যুদ্ধ করে মহাবীর কল্কী আর জিন।
যুদ্ধে হৈল বৌদ্ধের দেহেতে বলহীন॥
পরে কল্কী মহাবীর দৃঢ় করি অঙ্গ।
পদাঘাতে জিনের করিল কটি ভঙ্গ॥

সমরে পড়িল জিন তৈল ভগ্ন অঙ্গ।
কেশরী নাশিল যেন প্রমত্ত মাতঙ্গ॥
জিনের পতন দেখি যত বৌদ্ধগণ।
হাহাকার করি সবে করিছে রোদন॥
কল্কি-সেনা বিপ্রগণ যদি বিপ্রচয়।
করিলেক মহাযুদ্ধ সমরে দুর্জ্জয়॥
জিন বৌদ্ধ তৈল যদি যুদ্ধে নিপতন।
আইলেক মহারণে কোপে শুদ্ধোদন॥
পদব্রজে গদা হাতে অতি কোপান্বিতে।
মহাবেগে চলি এলা কল্কিকে বধিতে॥
বাণ-বর্ষ করি কল্কী করিলা বারণ।
তাহে মহাব্যস্ত হইলেক শুদ্ধোদন॥
কল্কী করে ঘোরনাদ সমর ভুবন।
মত্তগজ দেখি যেন সিংহের গর্জ্জন॥
গদাহস্ত শুদ্ধোদন করি আলোকন।
ধর্ম্মজ্ঞানী করি কবে তারে নিপতন॥
পদাতিকগণ শুদ্ধোদনের অগ্রেতে।
গদাযুদ্ধ করে মহা ভীম বিক্রমেতে॥
গজ প্রতিগজে দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধ করে।
দুইজন বলবান্ গদা করে করে॥
ভীম ভৈরবের নাদ করে রণস্থলে।
অতি ঘোরতর যুদ্ধ দুই মহাবলে॥
বক্ষঃস্থল ভগ্ন করে গদার প্রহারে।
গদাঘাতে হতবীর সমর মাঝারে॥
গদার প্রহারে ভূমে পড়ে শুদ্ধোদন।
রণস্থলে পুনর্ব্বার উঠে তৎক্ষণ॥
পরে করে গদাযুদ্ধ দারুণ সমরে।
মহাবল পরাক্রম দুই সম শরে।
পদাঘাতে শিরস্তম্ভ হইল করির।
স্থাণু-তুল্য স্থানে থাড়া না পৈল শরীর॥
করির ইন্দ্রিয় সব বিহ্বল হইল।
নিস্পন্দাঙ্গ রণস্থলে দাড়াইল রৈল॥
ইচ্ছা আলোকন করি বৌদ্ধ শুদ্ধোদন।
অদ্ভুত বিমান দিয়া করিল বেষ্টন॥
মায়া আকর্ষণ করি আনিলা তখন।
অতিশয় ত্বরান্বিত বৌদ্ধ শুদ্ধোদন॥
নির্গত প্রতিমাকার অস্ত্রপাণিগণ।
দেবাসুর নর তাহা করে দরশন॥
সবাকার লইলেক ভ্রমযুক্ত মন।
কল্কী দেখি নিজ ভ্রাতৃ সুহৃজ্জনগণ॥

* * * *

মায়াতে হৈয়াছে জীর্ণ প্রতি জনে জন॥
তাদের সম্মুখে হরি তখন আইলা।
বৌদ্ধ-প্রতি ভগবান মায়া দেখাইলা॥
বৌদ্ধ দেখে নিজ মাতা আসিয়া তখন।
অতি উচ্চনাদ করি করিছে রোদন॥
হীনবল পৌরুষ হইল সেইক্ষণ।
বিস্ময়াবিষ্ট মানস হৈয়া বৌদ্ধগণ॥
কল্কীকে দেখিয়া তাঁর নিজ জনগণ।
মায়া দূরে গেল সবে উঠিলা তখন॥
কল্কী অসি করে করে ম্লেচ্ছ সংহারিতে।
অতি উচ্চ তুরঙ্গ বাহনে ত্বরান্বিতে॥
ধনুর্ব্বাণ অবিচ্ছিন্ন বর্ষে বাণজাল।
ঢাল হাতে রণ করে সংগ্রামে করাল॥
মেঘোপরি তারাকারা দশন শোভন।
ইন্দু স্বর্ণবিন্দু ভাতি প্রকাশ যেমন॥
কিরীটিতে কোটি মণিরাজ বিরাজিত।
কামিনী নয়নানন্দ রসেতে মিশ্রিত॥
বিপক্ষগণের পক্ষ বিপক্ষ কারণ।
রুক্ষ দীর্ঘ চিকুর নিকর প্রলম্বন॥
নিজভক্ত জনোল্লাস চরণকমল।
নিরখিয়া ধর্ম্মদ্রোহী বৌদ্ধেরা সকল॥
সুরগণ যাগাহুতি যেমন গগনে।
করিলেক আজ্যদান দীপ্ত হুতাশনে॥

স্ববল-বিদলন-দর্প শত্রু-প্রাণহর।
সমর-বর-বিলাস সাধু সুখকর॥
স্বজন দুরিত-হর্ত্তা ভর্ত্তা সর্ব্বজীবে।
কর্ত্তা রসাতলে ভূমে বিশেষ ত্রিদিবে॥
কল্যাণদায়ক তিনি হন যো সবার।
প্রণাম কল্কীকে কামপূর অবতার॥
শ্রীল শ্রীতারকনাথ ভূপে আজ্ঞা দিলা।
চতুর্দ্দশাধ্যায় গান লোচন রচিলা।
প্রণিপাত সর্ব্বজন করহ শ্রবণ।
দ্বিতীয় অংশের গান হৈল সমাপন॥

রাগিণী ভৈরবী তাল মধ্যমান

একি রমণীয় রণ দেখি না কখন। ধ্রু।
পরাক্রমে মহাবীর কে বলে রমণীরণ॥

চিতান

একি কুলের কামিনী হইয়া রণগামিনী।
যুদ্ধে দিবস যামিনী আছে সমর ভুবন॥
লজ্জাহীনা রণ করে করে নানা অস্ত্র ধরে।
সবে দিনকর করে আরক্ত চন্দ্রবদন॥
রমণী সমরস্থলে মার মার মার বলে
তড়িত গমনে চলে হেরি বিস্ময় লোচন॥

ম্লেচ্ছ স্ত্রীগণের যুদ্ধ।

পয়ার

সুত বলে মুনিগণ করহ শ্রবণ।
কল্কী করবালে করে বধ ম্লেচ্ছগণ॥
বাণাঘাতে বহুতর গেল যমঘর।
বিশেষ বৃত্তান্ত সবে শুন অতঃপর॥
বিশাখযূপ ভূপতি প্রাজ্ঞ সুমন্তক।
গার্গ্য ভার্গ্য বিশালাদি সংগ্রামে নায়ক॥
ঘোর সমরেতে করে ম্লেচ্ছগণ ক্ষয়।
প্রত্যেক এ সব বীর সমরে দুর্জ্জয়॥
সে রণে পতনে বহু তুরঙ্গ কুঞ্জর।
রুধিরের ধারাতে হইল সরোবর॥
কেশ সব শৈবালক হয়াস্য কুম্ভীর।
ধনু তরল তরঙ্গ শোণিতেতে নীর॥
কুঞ্জরের গতি রোধ করি বেগবতী।
গম্ভীর সে সরোবর প্রবাহিণী অতি॥
বীর-শির কূর্ম্ম যেন দেহ সব তরী।
পাণি মীন তাহে কত রোহিত শফরী॥
হর্ষেতে ডাকিনীগণ আসি নৃত্য করে।
বাজায় দুন্দুভি বাদ্য সে ঘোর সমরে॥
শকুনগণের মহা আনন্দিত মন।
রণস্থলে করিতে পিশিত ভোজন॥
গজে গজে নরে অশ্বে উষ্ট্রে আর খরে॥
রথে রথে যুদ্ধ হৈল সে ঘোর সমরে॥
বাণেতে ভেদিল অঙ্গ-স্কন্ধ-পদ-কর।
মহামারী হইলেক সংগ্রাম ভিতর॥
মুখে ভস্ম মাখি কেহ রক্তবাস পরি।
দীর্ঘ কেশে পলায় সন্ন্যাসি-বেশ ধরি॥
কেহ হাহাকার করে কেহ চাহে জল।
কল্কি-সেনা হৈতে পরাজয় ম্লেচ্ছ দল॥
ম্লেচ্ছের রমণীগণ কোপান্বিতা মন।
কেহ রথে গজে বিহঙ্গমে আরোহণ॥
কেহ তুরঙ্গমে উষ্ট্র-খর-বৃষোপরে।
পত্যাপত্য শোকে চলে সে ঘোর সমরে॥
রূপবতী বলবতী সব সু-যুবতী।
নানাভরণ-ভূষিতা খেদান্বিতা অতি॥
খড়্গাশক্তি ধনুর্ব্বাণ বলয়াক্ত ভুজ।
কর-পদতল-শোভা যেন রক্তাম্বুজ॥
পুংশ্চলী অতি-কামিনী পাতিব্রত্য-বলে।
কল্কি-সৈন্যে যুদ্ধ হেতু গেলা রণস্থলে॥

পতি-নিধনের শোকে তাপিনী কাতরা।
মলিন বয়ান নয়নেতে অশ্রু ভরা॥
মৃত্তস্ম-কাষ্ঠ-চিত্রের পুত্তলিকা প্রায়।
নারীতে স্বামি-নিধন প্রাণে সহা দায়॥
নিজ নিজ পতি বাণে হয়াছে পতন।
ইন্দ্রিয় বিবশা নারী ব্যাকুলিত মন॥
শোকতাপ পরিহরি করি বনসাজ।
যুদ্ধ হেতু গেল কল্কি-সৈন্যের সমাজ॥
রূপ হেরি কামিনীর সবিস্ময় মন।
নারী যোদ্ধাগণ করি কল্কীরে দর্শন।
যোদ্ধাগণ আসি কহে কল্কীর সদন।
এলো এ যুবতীগণ করিবারে রণ॥
বিশ্বপতি মহামতি এ কথা শুনিলা।
স্বগণে স্বসৈন্যে রথে সমরে আইলা॥
পদ্মানাথ দেখিলেন সে সব কামিনী।
রণভূমে নারীগণ নানাস্ত্রধারিণী॥
সরোজনয়নী সব মুখ-সরোরুহ।
রণকামা ম্লেচ্ছবামা করিয়াছে ব্যূহ॥
তাদেক সাদরে কন পদ্মালয়াপতি।
শুন সবে বিহিত বচন সুযুবতী॥
শ্রীযুত তারকনাথ ভূপতি কহিলা।
সেই আজ্ঞা অনুসারে লোচন রচিলা॥

অবিদ্যামায়ারূপিণী অতিসুন্দরী যুবতী।ধ্রু।
কুশীলা কুটিলা কোটী মহামোহে দেয় রতি॥

চিতান

ঈষৎ স্খলিতকুন্তল ভ্রূভঙ্গী নেত্রযুগল
সুধাক্ত অধরদল মদনমোহিনী অতি॥১
করিকুম্ভ নাশি দম্ভ কনক কুচকদম্ব
উরুযুগ রম্ভাস্তম্ভ পরিরম্ভে রসবতী॥
শ্রীরামলোচন বলে আমায় কি করিবে ছলে
গুরু-পাদপদ্ম-বলে আমি পাইব মুকতি॥৩

দীর্ঘ-ত্রিপদী

অতঃপর পদ্মাপতী বলেন যুবতী প্রতি
সুমধুর বাক্যে পরিহার।
পুরুষ আর নারীতে অযুক্ত যুদ্ধ করিতে
লোকে নাই এই ব্যবহার॥
চন্দ্রবিম্বতুল্যানন অলকালতা-শোভন
হেরি মনে আনন্দদায়ক।
কোন প্রাণে কোন জনে হেন সুচারু বদনে
হানিবেক সন্ধানে শায়ক॥
রক্ত কোকনদাধর তাহে প্রমত্ত ভ্রমর
ঝঙ্কার করয় মধুপানে।
কেমন পুরুষ তায় আঘাত করিবে হায়
আশু ইষু দিয়া কোন প্রাণে॥
স্তনভারে ভারাক্রান্ত সুমধ্য ক্ষীণ নিতান্ত
তনু লোমলতাতে রাজিত।
পুরুষ কেমন করি, স্নেহ মমতাদি হরি
বাণাঘাতে করিবে কেচিত॥
নয়ননীলেন্দীবরে নয়ন আনন্দ করে
দীর্ঘাপাঙ্গে ঘূর্ণ ত্রিভুবন।
হেন বিলোল নয়নে বল বল গো শোভনে
বাণে হানে সে কেমন জন॥
ঘঘন সুরম্য ঘন মদন-মনমোহন
শোভন ভুবন মন হরে।
এরূপ সুন্দর স্থলে কোন নিষ্ঠুরে অবলে
প্রভেদ করিবে তীক্ষ্ণশরে॥
কল্কীর এই বচন শুনিয়া অবলাগণ
কান্দিয়া বলিলা পরেশ্বরে।
আমরা অবলা বালা পতির বিয়োগ-জ্বালা
দগ্ধ করিল এ অন্তরে॥
পতি সুত ছিল যত তাবত করিলা হত
তাহাতে আমরা সকাতরা।

বিনাশ হইল সকল প্রাণ রাখি কিবা ফল
স্বীকার করেছি রণে মরা ॥
হস্তে ছিল অস্ত্র যত মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া তত
খড়্গশক্তি ধনুর্ব্বাণ শূল ।
যষ্টি নারাচ তোমর আর যত তীক্ষ্ণ শর
যারা যুঝে সমরে তুমুল ॥
নিজ নিজ মূর্ত্তি ধরে সেই সব অস্ত্র শরে
কহে সব কামিনী সদন ।
আমাদের সাধ্য নয় ভেদিতে এ তেজময়
প্রত্যক্ষ এ ব্রহ্মসনাতন ॥
পরামাত্মা সর্ব্বাশ্রয় ইহা জানি সুনিশ্চয়
ব্রহ্মময় এই তো শ্রীহরি ।
ইহার আজ্ঞা পাইয়া মোরা অস্ত্ররূপী হৈয়া
সমরে সবারে ভেদ করি ॥
যার কৃত আমা সবে নামরূপে ভেদে ভবে
হইয়াছি অস্ত্রে পরিচিত ॥
শব্দস্পর্শ রূপরস গন্ধ পঞ্চভূত রস
কায়াধারে যাহার সৃজিত ॥
এই পরশে শ্রীহরি হৈয়া কল্কী অবতরি
কাম স্বভাবেতে সংস্কার ॥
নাম আর রূপ ধর সেই প্রকৃতির পর
যার আজ্ঞায় সৃষ্টি অহঙ্কার ॥
যার মায়াতে সকল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
সৃষ্টি স্থিতি হয়ত প্রবল ।
সেই আদি সেই অন্ত আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত
এই কল্কী সর্ব্বে সর্ব্বময় ॥
এই হয় মম পতি, আমি তাঁহার যুবতী
এই পুত্র এ মোর বান্ধব ।
নিশির স্বপন ময় কেহত কাহার নয়
ইন্দ্রজাল সমান এ সব ॥
স্নেহ মোহেতে বন্ধন ভবে গমনাগমন
না করিয়া কল্কি-আরাধন ।
রাগদ্বেষে সমাবৃত এ সব মায়ার কৃত
মায়া করে সংসারে বন্ধন ॥
কোথা মৃত্যু কোথা কাল কোথা সে যম করাল
কেবা হয় এ দেবতাচয় ।
সব কল্কী ভগবান্ মায়ায় করে নির্ম্মাণ
বিবিধ প্রকারে ব্রহ্মময় ॥
শুন শুন নারীগণ মোরা অস্ত্র যত জন
হানিতে নারিব কদাচন ।
এমন কোমল অঙ্গ কে করিবে ভেদে ভঙ্গ
অবিবেকী এই পরাঙ্মুখ ॥
এ কথা বলি নির্য্যাস আমরা কল্কীর দাস
না পারিব হানিতে তাহায় ।
হরি আমাদের হর্ত্তা রক্ষা বিনাশের কর্ত্তা
যে প্রকার প্রহ্লাদে সহায় ॥
বলে শ্রীরামলোচন শুন শুন অস্ত্রগণ
রক্ষ শ্রীতারকনাথ ভূপ ।
নাশ তার শত্রুচয় দ্বেষী সব কর ক্ষয়
অহিত না কর কোনরূপে ॥

রাগিণী ভৈরবী

মিছা মোহ এ সংসারে সকলি অসার ।ধ্রু।
যোগে কর মনযোগ তবে হবে ভবে পার ।
চিতান ।
নয়নে দেখহ যত সকলি হইবে হত
নিশির স্বপন মত জাগরণে কে কার ॥১
ভাব বসি সারাৎসার ভবার্ণবে পার
ধ্যান কর পরাত্মার তারিবে কে বল আর ॥২
বলে শ্রীরামলোচন বিনা সেই নিরঞ্জন
কে করে দুখ ভঞ্জন অন্তিমেতে মন তোমার ॥৩
পয়ার
অস্ত্রগণ-বাণী শুনি রমণী সকলে ।
মনে হয় সবিস্ময় সেই রণস্থলে ॥

স্নেহ মোহ ত্যাগ করি কল্কীর চরণ।
সকল কামিনীগণ লইলা শরণ॥
জ্ঞাননিষ্ঠা প্রণতা দেখিয়া নারীগণ।
ম্লেচ্ছ কান্তাগণ প্রতি পদ্মাকান্ত কন॥
ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ আর॥
নিষ্কর্ম্ম লক্ষণ কন করিয়া বিস্তার॥
রমণীগণের সব কহিলে মাধব।
জ্ঞাননিষ্ঠা জিতেন্দ্রিয়া হৈল নারী সব॥
যোগীর দুর্লভ পদ পাইল ভক্তিতে।
সদয় হইলা হরি সে সব নারীতে॥
ম্লেচ্ছ বৌদ্ধ স্ত্রীগণের মোক্ষ পদ দিলা।
ভৈরব ভীমের তুল্য সমর জিনিলা॥
কল্কী ম্লেচ্ছ বৌদ্ধগণ যে সব বধিলা।
তাদের সকল জ্যোতি অঙ্গে মিলাইলা॥
যে শুনে যে বলে এই বৌদ্ধের নিধন।
ম্লেচ্ছক্ষয় সমাদরে যে করে শ্রবণ॥
লোকে শোক হর সদা শুভকর হয়।
মাধবে অচলা ভক্তি তাহাতে বর্ত্তয়॥
জনম মরণ তার আর নহে ভবে।
সকল মঙ্গল থাকে আর মহোৎসবে॥
মহামোহ বিনাশন ভব তাপ হরে।
সর্ব্ব সম্পদ-সম্পন্ন ঠাকুরাণী করে॥
শ্রীরামলোচন রচে ভূপের আজ্ঞায়।
ম্লেচ্ছ-নিধন নামক পোনর অধ্যায়॥

রাগিণী আলেয়া, তাল ঠেকা।

অবিদ্যা রাক্ষসী আছে এ দেহ গিরিগহ্বরে।ধ্রু
সাধ্য কার আছে তার বিবেকাদি বা সঞ্চরে।
চিতান।
এ প্রবীণ তনু তার যেন পর্ব্বত আকার
নাসারন্ধ্রে হেন তার গতি নাই জ্ঞান কুঞ্জরে॥১
জ্ঞান হয় তারোদরে সসাগরা ধরা ধরে
মহী কম্প পদভরে সাধু সঙ্গে ভাগে ডরে॥২
শ্রীরামলোচন কয় ইহাকে করিতে লয়
দৈত্যারি শ্রীনাথ হয় নিজ চক্র করে করে॥৩

কুথোদরী বধ।

মুনিগণ স্থানে সূত কন বিবরণ।
কল্কী করি ম্লেচ্ছ বৌদ্ধগণের নিধন॥
ধনরত্ন আনি সসৈন্যেতে পরেশ্বর।
কীটক হইতে গেলা আপন বাসর॥
কল্কী পরমতেজ স্বধর্ম্মের রক্ষক।
চক্রতীর্থ আইলেন গোলোকনায়ক॥
বিধিমত স্নান দান ধ্যান আচরণ।
ভ্রাতৃ স্বজন বান্ধবে করে নারায়ণ॥
অতি দীন মন হৈয়া এল্যা মুনিগণ।
পরিত্রাহি জগৎপতি ত্রাসিতে এখন॥
বালিখিল্য আদি করি সবে জটাধর।
উচ্চনাদে উপস্থিত কল্কীর গোচর॥
বিনয়াবনত কল্কী জিজ্ঞাসে কৃপায়।
কোথা হৈতে মহাভীত আইলা এথায়॥
তোমাদের হিংস্রক যে হৈল সুর নর।
তাহারে নাশিব আমি যদি পুরন্দর॥
কল্কীর আশ্বাসবাণী করিয়া শ্রবণ।
মুনিগণ কন শুন কমললোচন॥
নিকুম্ভকন্যার কথা অতি চমৎকার।
নিবেদন করি প্রভো তাহার বিস্তার॥
মুনিগণ কন শুন বিষ্ণুযশসুত।
কুম্ভকর্ণাত্মজাত্মজা অতি অদ্ভুত॥
কুথোদরী নাম উচ্চ গগন সমান।
কালকুঞ্জর ভগিনী বলে অপ্রমাণ॥

হিমালয়ে শির পদ নিষধ অচলে।
বিকুঞ্জের মাতা খ্যাতা বিখ্যাতা ভূতলে ॥
বিকুঞ্জকে স্তনপান করায় শয়নে।
তার নিশ্বাস-বাতাসে কম্প সর্ব্বজনে ॥
তাহাতে ত্রাসিত সবে আইল এখন ॥
দৈবে দর্শন হইল তোমার চরণ ॥
মুনিগণে রক্ষাকর্ত্তা তুমি সর্ব্বক্ষণ।
ত্রাসে পরিত্রাণ কর বিপদভঞ্জন ॥
মুনিগণ-বাণী শুনি কল্কী কৃপাময়।
সৈন্যচয় সঙ্গে তূর্ণ চলে হিমালয় ॥
পর্ব্বত নিকট স্থলে রজনী বঞ্চিলা।
নিশিগতে নিদ্রা হতে সকলে উঠিলা ॥
প্রভাতে কল্কীর সঙ্গে যত সৈন্যগণ।
দুগ্ধসরোবর এক করিল দর্শন ॥
শঙ্খেন্দুধবলা ফেণা দ্রুতবেগ গতি।
দেখিয়া স্তম্ভিত সবে সবিস্ময় অতি ॥
সেনাগণ গজাশ্বাদি রথ যোদ্ধাগণ।
সহিতে তথায় বসি কল্কী সনাতন ॥
মুনিগণ স্থানে হরি পুছে তদন্তর।
দুগ্ধবহা নদী এই কোন সরোবর ॥
আজ্ঞা দিলা শ্রীতারকরাজা বাহাদুর।
রচিল লোচন দাস বচন মধুর ॥

রাগিণী ললিত

অবিদ্যা সে ভয়ঙ্করী আছে এ দেহ মাঝারে ।ধ্রু।
সাধ্য কার সঙ্গে তার সমর করিতে পারে ॥

চিতান

সে দুষ্টা প্রবীণকায়া তাহার কুটিলা মায়া
লোকনাশে ধরি ছায়া দৈত্যারি বধিবে তারে ॥১
গুরু হইয়া দৈত্যারি উদরে প্রবেশি তারি
জ্ঞান করবালে মারি ফেলিবে ভব পাথারে ॥২
শ্রীরামলোচন বলে এই ভব রণস্থলে
কে পারে তাহারে বলে সেই অবিদ্যা মায়াতে ॥৩

দীর্ঘ-ত্রিপদী

বচন শুনি কল্কীর বলে সব মুনিধীর
শুন নাথ করি নিবেদন।
হিমাদ্রি হইতে জাতা দুগ্ধময়ী নদী খ্যাতা
বিশেষ বলি এ কি কারণ ॥
কুথোদরী স্তন হতে দুগ্ধধারা বেগান্বিতে
গিরি হৈতে হৈতেছে পতন।
সপ্তঘটী নিরূপণ পয় রয় ততক্ষণ
বেগবতী নদী এ কারণ ॥
মুনিগণের এই বাণী শুনি করবালপাণি
সৈন্য সহ হইলা বিস্ময়।
রাক্ষসী কি অদ্ভুত হৈয়া যার স্তনচ্যুত
খরতর দুগ্ধ নদী বয় ॥
করে এক স্তন পান বিকুঞ্জতার সন্তান
আর এক স্তনে দুগ্ধ ধরে।
বেগবতী নদী তায় স্রোতে চুল ছিড়ে যায়
কিম্ভূত প্রবীণ দেহ তার ॥
আকার যেন অচল না জানি বা কত বল
ধরে সেই নিশাচর-নারী।
দেখিয়া প্রবীণাকার বিস্ময় মনে সবার
নির্ণয় না পাইয়া ইহার।
কল্কী নিয়া সেনাগণ দ্রুত করিলা গমন
যে পথ দেখায় মুনিগণ।
সেই খানে তূর্ণ যায় সে নিশাচর যথায়
পুত্র নিয়া করিয়া শয়ন ॥
উপরে হিমগিরির পুত্রকে পিয়ায় ক্ষীর
নাসিকার নিশ্বাসের বায়।
যতেক বণকুঞ্জর তারা হয়া ফাফর
তৃণ তুল্য দূরে উড়ি যায় ॥
যাহার কর্ণবিবরে সিংহেরা শয়ন করে
কেশাবলম্বনে মৃগবর।

চিকুরাগ্রে ব্যাঘ্রগণ সতত করে ভ্রমণ
উকুনের তুল্য সঞ্চরয়॥
পুত্র পৌত্রাদি নিয়া মহা আনন্দিত হইয়া
গিরিগহ্বরেতে সদা রয়।
পর্ব্বত-গহ্বরোপরি রাক্ষসীরে দৃষ্টি করি
সবলেই হইলা বিস্ময়॥
কল্কী কমললোচন যে সকল সেনাগণ
ভয়-ভীত বুদ্ধিহীন জন।
তাহাদের ত্যাগ করি সেই গিরি-শৃঙ্গোপরি
ত্বরাত্বরি করিলা গমন॥
গজ অশ্ব রথ যত আর যোদ্ধাগণ কত
এই সব করিয়া সংহতি।
অল্প সেনাগণ সনে কুথোদরীর সদনে
দ্রুতগতি গেলা পদ্মাপতি॥
বধিতে কুথোদরীরে পদ্মাকান্ত মহাবীরে
হানে খড়্গ বহুতর বাণ।
উঠি ক্রোধ করি বসি গর্জ্জন করে রাক্ষসী
শুনিয়া মেদিনী কম্পবান॥
এমন গভীর নাদ শ্রবণে সবে প্রমাদ
সেনাগণ মূর্চ্ছিত ভূতলে।
হৈল মহা চমৎকার দেখি আকার প্রকার
মহামার সেই হিমাচলে॥
ভয়ানক মুখ তার গজ অশ্ব রথ আর
কত কোটি হইল পতন।
নিশ্বাসবাতে এমন উদরেতে সেনাগণ
কল্কি-সহ প্রবেশে তখন॥
এমন প্রবীণা নন কল্কি-সঙ্গে সেনাগণ
গ্রাস করে পীপিলিকা প্রায়।
দেবতা গন্ধর্ব্বগণ করি ইহা দরশন
উচ্চ স্বরে করে হায় হায়॥
মহীপতি অজ্ঞা দিল ভাষা গান বিরচিল
সভাসদ্ করহ শ্রবণ।
কল্কিপুরাণ সঙ্গীত অতিশয় সুললিত
বিরচিল শ্রীরামলোচন॥

রামপ্রসাদী সুর

মনরে অবিদ্যা মৈল। ধ্রু।
সকলি মঙ্গল হইল॥

চিতান

এদেহ গিরিগুহাতে মায়ার রাক্ষসী ছিল।
বিবেক হৈয়া চক্রপাণি চক্রাঘাতে তা মারিল॥ ১
সকলি নিধন তার সেনাগণ যত ছিল।
জ্ঞান তীক্ষ্ণ অসি হৈয়া সকলি বিনাশ করিল॥২
শ্রীগুরু সহায় ছিল তাহাতে জয় ডঙ্কা দিল।
শ্রীরামলোচন দাসে হেলায় রণ জয় হইল॥ ৩

পয়ার

হিমাচলে ছিল যত মহামুনিগণ।
ঋষিচয় বেদবেত্তা যতেক ব্রাহ্মণ॥
ইহারা সকলে পড়ি বিষম প্রমাদে।
রোদন করেন সব অতি উচ্চনাদে॥
নিশাচরী হৈতে পরাভব যোদ্ধাগণ।
তাহারাও মন দুঃখে করিছে রোদন॥
কল্কী কমলপত্রাক্ষ মুরারিসূদন।
বাণেতে উদর-মধ্যে জ্বালে হুতাশন॥
কর করবালে করে উদর বিদার।
খড়্গে কাটি জঠরের মাংসাদি তাহার॥
বলবান ভ্রাতৃগণ আর মহাবীর।
সঙ্গে করি কল্কী পরে হইলা বাহির॥
বৈত্রাসুর বধ কৈলা সহস্রলোচন।
কুথোদরী বধ হরি করিলা তেমন॥
গজ রথ তুরঙ্গম কত মহাবীর।
যোনিরন্ধ্র-পথে বহু হইল বাহির॥
নাসাকর্ণ ছিদ্র দিয়া প্রকাণ্ড শরীর।
বিনির্গত হইল সে কুথোদরীর॥

বাহির হইল সেনাগণ যত জন।
রক্তাক্ত সবার দেহ লোহিত বরণ॥
বধ হইলে রাক্ষসীর দেহ সম্পতন।
স্খলন স্বকর আর উভয় চরণ॥
দেহাদির ভারে কত জীবের মরণ।
পর্ব্বত পতনে যেন পাদপ দলন॥
ঘোর নাদে দশ দিক্ হইল কম্পিত।
দেহ আস্ফালনে গিরিশৃঙ্গ সংচূর্ণিত॥
স্বমাতা কাতরা দেখি বিকুঞ্জ তখন।
ক্রোধে নিরায়ুধ গেলা সৈন্যের সদন॥
গজমালাজালে বক্ষ করিল শোভন।
শরীরের নানাস্থানে তুরঙ্গভূষণ॥
প্রবীণ ভুজঙ্গ দিয়া উষ্ণীষ বান্ধিলা।
সিংহজালে নখাঙ্গুরী ধারণ করিলা॥
কল্কি-সেনাগণেরে করয় বিমর্দ্দন।
নিজ জননীর দুঃখ করি আলোকন॥
রামদত্ত ব্রহ্ম অস্ত্র কল্কী করে করে।
সেই অস্ত্রে বিনাশ করিতে নিশাচরে॥
পঞ্চবর্ষীয় বালক রাক্ষসীনন্দন।
সেই অস্ত্রে শির তার করিল ছেদন॥
কাটামুণ্ড ভূমিতলে হইল পতন।
রুধিরাক্ত গিরিশৃঙ্গ হইল তখন॥
মুনিগণবাক্যে সপুত্রেতে রাক্ষসীরে।
বধি হরি হরিদ্বারে গেলা গঙ্গাতীরে॥
দেবতার সুকুসুম মুনির সঙ্গীত।
স্তবনে সেবনে তথা হইলা পূজিত॥
নিশিবাস শ্রীনিবাস অমাত্য লইয়া।
করিলেন কল্কী মহা আনন্দিত হৈয়া॥
প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে দেখে সনাতন।
বহুমুনিগণ তথা কৈলা আগমন॥
গঙ্গাস্নানচ্ছলে হরি দর্শনে আকুল।
সকলে আনন্দে বসিলেন গঙ্গাকূল॥
পিণ্ডারক নামে বনে সকলে বসিলা।
মুনিগণ সঙ্গে হরি আনন্দিত হৈলা॥
স্তুতিনতি ভকতি করিয়া মুনিগণ।
জাহ্নবীরে দেখে আর কল্কীর চরণ॥
ভূপালের আজ্ঞামত শ্রীরামলোচন।
ষোড়শ অধ্যায় গায় রাক্ষসীনিধন॥

গান

রাগিণী ঝিঝিট

নমামি জগদীশ্বর। ধ্রু।
নিরাকারপরং ব্রহ্ম বহুধা মূরতিধর॥

চিতান

তুমি আদ্যন্ত-রহিত প্রকৃতির পর।
কালে সর্ব্বসৃষ্টিকর কালেই সকল হর॥ ১
শ্রীরামলোচন বলে তুমি গুরু পরাৎপর।
আছহ সকল ঘটে অথচ সবে অন্তর॥ ২॥

পয়ার

সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
সুখেতে আগত দেখি মুনি বিচক্ষণ॥
ধর্ম্মবেত্তা কল্কী প্রভু আনন্দিত হৈলা।
বিধিমত পূজা করি শুদ্ধাসন দিলা॥
কল্কী কন মুনিগণ শুন নিবেদন।
তোমরা কে সূর্য্যতেজ এথা আগমন॥
আমার ভাগ্যেতে সবে হৈলা উপস্থিত।
তীর্থ ভ্রমণেতে এই স্থলে উপনীত॥
ত্রিলোকের উপকারী তোমরা সকলে।
আমরাও ভাগ্যমন্ত সর্ব্বলোকে বলে॥
যেহেতু কৃপাকটাক্ষ দিলা দরশন।
ধন্য ধন্য আমাদের জনম জীবন॥
বামদেব অত্রি আর বশিষ্ঠ গালব।
ভৃগু পরাশর রাম নারদ মাধব॥

অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুর্ব্বাসা দেবল।
কর্ণোবেদ প্রভৃতি অঙ্গিরা মহাবল ॥
এই সব মুনি আর অন্য ঋষিবর।
অগ্রে করি মরু আর দেবাপি উভয় ॥
সূর্য্য শশী কুলোদ্ভব রাজা দুই জন।
মহাবীর্য্য তপঃশীল ধর্ম্মপরায়ণ ॥
কল্কী তরে মুনিগণ করে নিবেদন।
জলধীরতীরে বিষ্ণু যেন সুরগণ ॥
মুনিগণ সভক্তিতে করে স্তুতিনতি।
অখিলের মনোবৃত্তি তুমি জগৎপতি ॥
সৃষ্টিস্থিতি-লয়াধ্যক সকলি আপনে।
প্রসীদ করুণাময় এই মুনিগণে ॥
কালকর্ম্ম গুণাবাসে স্বক্রিয়াবিস্তার।
কর তুমি গুণাত্মক জগতের সার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু পদাব্জেতে করে স্তুতিনতি।
প্রসীদ কমলানাথ মুনিগণ প্রতি ॥
মুনিগণের বাণী শুনি কন জগৎপতি।
অগ্রেতে এ দুই জন সবার সংহতি ॥
মহাসত্ত্ব এ উভয় ভক্তিপরায়ণ।
আনন্দিত মনে করে গঙ্গার স্তবন ॥
জাহ্নবীর কিবা স্তব করে এ উভয়।
শুনিতে বাসনা মনে আমার নিশ্চয় ॥
দুজনার মধ্যে মরু করি কৃতাঞ্জলি।
বিনয়েতে আগে বলে নিজ বংশাবলী ॥
তারকনাথ ভূপের বংশবৃদ্ধি করি।
লোচনের মনোবাঞ্ছা পুরাও শ্রীহরি ॥

বাহার

তপনবংশ বর্ণন করি নিবেদন। ধ্রু।
যে বংশের বংশধ্বজ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ॥

চিতান

রবিবংশে সমুৎপত্তি হৈলা রাম রঘুপতি
আগমন দ্রুতগতি বধ করিতে রাবণ ॥ ১
দিনকরকুলে জাত দূর্ব্বাদলশ্যাম খ্যাত
করি করুণা নিপাত উদ্ধারিলা পাপিগণ ॥ ২
শ্রীসূর্য্যবংশ কীর্ত্তন যে করে সে ধন্য জন
করিবে কি তা বর্ণন অজ্ঞান রামলোচন ॥ ৩

মরু-রাজার সাক্ষাৎ ও সূর্য্যবংশ-বর্ণন

দীর্ঘ ত্রিপদী

মরু করে নিবেদন সব জান সনাতন
অন্তর্য্যামী হৃদয়ে থাকিয়া।
তবু তব আজ্ঞামত নিবেদি প্রভো তাবত
শ্রবণ করহ মন দিয়া ॥
তব নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্মা উৎপত্তি আদিতে
বিধিসুত মরীচি হইলা।
মরীচিতে মনুসুত উপজিল অদ্ভুত
তার পুত্র ইক্ষ্বাকু জন্মিলা ॥
যুবনাশ্ব তার পুত্র সকল গুণের সূত্র
তদাত্মজ মান্ধাতাসন্তান।
তার সুত গুণধাম পুরুকুৎস তার নাম
তাহে অনরণ্য উপাদান ॥
অনরণ্যের নন্দন ত্রসদস্যু বিচক্ষণ
হর্য্যশ্বতনয় তার বীর।
ত্র্যরুণ তার কুমার ত্রিশঙ্কু আত্মজ তার
তাহে জন্মে হরিশ্চন্দ্র ধীর ॥
হরিশ্চন্দ্রেতে হরিত জন্মিল পুত্র পণ্ডিত
হরিতেতে গুরু উপাদান।
গুরু হইতে বৃক হয় সগর তার তনয়
অসমঞ্জা সগরসন্তান ॥

অসমঞ্জার নন্দন অংশুমান্ সুভাজন
তার সুত দীলিপ রাজন।
ভগীরথ সুত তার যাহার যশ প্রচার
হইয়াছে ত্রিলোক ভুবন॥
যে আনিল গঙ্গানীর হরিতে ভার ভুবির
উদ্ধারিতে সগরসন্তান।
নিস্তারিল পাপিগণে গঙ্গা সলিল পশিলে
তব পদে যার উপাদান॥
সে ভগীরথের সুত তার নাম খ্যাত শ্রুত
শ্রুতপুত্র লাভ সুপ্রচার।
সেই নাভের কোঙরে সিন্ধুদ্বীপ নাম ধরে
অযুতায়ু নন্দন তাহার॥
অযুতায়ুর কুমার ঋতুপর্ণ নাম তার
সুদাস জন্মিলা তার সুত।
সুদাস পুত্র সৌদাস অশ্বক নাম প্রকাশ
তৎসুত মুলক গুণযুত॥
সদশ রথেতে জাত ত্রিভুবনেতে খ্যাত
ইড়বিড় নন্দন তাহার।
ইড়বিড়ের তনয় বিশ্ব সহ নাম হয়
খট্টাঙ্গ হইল তৎকুমার॥
খট্টাঙ্গ অঙ্গজ ধন্য রঘুরাজা লোকে গণ্য
অজ নামে রঘুর নন্দন।
অজ জয়ে মহীশ্বর তাহার তনয় বর
দশরথ বিদিত ভুবন॥
হৈলা দশরথসুত শ্রীরাম জগদাচ্যুত
সাক্ষাৎ বিখ্যাত বিশ্বপতি।
শুনিয়া রামাবতার কল্কী পর দেবতার
মহা আনন্দিত হৈল মতি॥
কল্কী কন তার পরে সেই ত মরুর তরে
রামলীলা বলহ বিস্তার।
মরু করে নিবেদন কল্কী পরেশ সদন
রামগুণ বলে সাধ্য কার॥
শেষ সহস্র বদনে শ্রীরাম গুণ কীর্ত্তনে
অসমর্থ কহিতে তাবত।
সে সীতাকান্ত কথন শুন প্রভু জনার্দ্দন
কিছু বলি তব আজ্ঞামত॥
রামসঙ্গীত বর্ণন যে জন করে শ্রবণ
পাপতাপ বিনাশ সকল।
মহীপাল আজ্ঞা দিল লোচন দাস রচিল
যা শুনিলে শ্রবণ মঙ্গল॥

আলেয়া

ভজ সীতাপতি রাম। রাম গুণধাম। ধ্রু।
জপিলে মুকতি পদ তারক ব্রহ্ম রাম নাম॥

চিতান

রাম পূর্ণব্রহ্ম হয় বটে কৌশল্যাতনয়
শান্তমূর্ত্তি তেজময় নব দূর্ব্বাদলশ্যাম॥ ১
অবতার রাবণারি হৈয়া জটা বল্কলধারী
সীতা সঙ্গে বনচারী দেবে পুরে মনস্কাম॥ ২
শ্রীরামলোচন বলে রামের পদকমলে
অতিশয় নিরমলে ভৃঙ্গ হও আত্মরাম॥ ৩

রামলীলাবর্ণন

পয়ার

মরু করে নিবেদন কল্কীর সদন।
শ্রীরামচন্দ্র-চরিত্র শুন নারায়ণ॥
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ প্রার্থনা করিলা।
চারি অংশে ভগবান্ জনম লইলা॥
অজ রাজাত্মজ দশরথের তনয়।
হইয়া করিলা লীলা প্রভু ব্রহ্মময়॥
শিশুকালে বিশ্বমিত্র মুনির সংহিত।
পথে রাক্ষসীর ভয়ে করে অব্যাহতি॥
মুনি স্থানে অনুজ সহিতে পরেশ্বর।
অস্ত্র-শাস্ত্র অভ্যাস করিলা বহুতর॥

জনক-রাজ-সভায় হইলা বিরাজ।
কামদ্রুহ-রূপ জগমোহনের সাজ ॥
প্রচণ্ড প্রচণ্ডকর হৈতে তেজস্কর।
প্রদীপ্ত ত্রি-ভূমণ্ডলে রূপ মনোহর ॥
জ্যোতির্ম্ময় তনু দশরথের নন্দন।
বিশ্বামিত্র সঙ্গে গেলা স্বানুজ লক্ষ্মণ ॥
জনক ভূপতি হেরি রূপ-ভাতি অতি।
হর্ষ ক্ষিতি-[illegible]লা-পতি করে শীঘ্রগতি ॥
[illegible] [illegible]রিয়াছে ধনুর্ভঙ্গ-পণ।
[illegible]হেতু স্ব-মতি প্রতি করয় ভৎর্সন ॥
করিলা জনক রাজা বহু আচরণ।
পূজিলা জানকী করি নয়নে দর্শন ॥
কর-কমলে কঠিন করাল কার্ম্মুক।
ভাঙ্গিলেন মহাবলে ত্রিলোকে কৌতুক ॥
জয় জয় রঘুপতি হৈল ত্রিজগতে।
ধনুর্ভঙ্গ-রঙ্গোৎসব করেন তাবতে ॥
জনক-ভূপতি চারি কন্যা করে দান।
দশরথ-সুত চারি জন বিদ্যমান ॥
সালঙ্কারা সুতা দান করিলা জনক।
উদ্বাহে মিথিলা হৈল আনন্দ-দায়ক ॥
পথে ভার্গবের তেজ বলেতে হরিলা।
রঘুপতি মহাউগ্র-তেজে মিশাইলা ॥
অযোধ্যাতে আগমন করিলা যখনে।
দশরথ পুত্র সহ আনন্দিত মনে ॥
সীতা-পতিকে ভূপতি করে সযতনে।
বসাইয়া আপনার চিত্র সিংহাসনে ॥
দশরথ রাজা পরিজনে সমাবৃত।
নৃপাভিষেকের কর্ম্মে হইলা উদ্যত ॥
কেকয়ী আসিয়া দ্রুত করে নিবারণ।
গুরুর আদেশে রাম গেলেন কানন ॥
সঙ্গে জনক-নন্দিনী সীতা-সতী-যুত।
প্রয়াণ করিলা নিয়া সুমিত্রার সুত ॥
নিজগণ ত্যাগ করি কাননে গমন।
গুহক-গৃহেতে নিশি করিলা বঞ্চন ॥
তেজিয়া রাজার চিহ্ন জটা-বল্কধারী।
সীতানুজ নিয়া-রাম হৈলা বনচারী ॥
গহন কাননে হৈলা মুনিতে পূজিত।
পঞ্চবটীকাশ্রমে বিপিনে অবস্থিত ॥
দশস্কন্ধ সহোদরা কামুকী কামিনী।
সুধাহাসী সু-রূপসী সুন্দরী রূপিণী ॥
রাম-লক্ষ্মণেতে রতি চাহিল যে কালে।
করিলেন বিরূপা করাল করবালে ॥
খরতর শরে করে দানব নিধন।
সৈন্য চৌদ্দ সহস্রাদি খর আর দূষণ ॥
কনক কার্ম্মুকে ঘোর নির্ঘোষ ভূতলে।
ভয়ঙ্কর নিরন্তর মহারণ-স্থলে ॥
শ্রীরামের বাণ আর সীতা-কোপানল।
তাহে দেবগণ কোপ অনিল প্রবল ॥
ইন্দ্র বিদ্রাবণ সে রাবণ দশানন।
প্রাণ পরিত্যাগে হৈল ভূমিতে পতন ॥
আজ্ঞা দিল মহীপ তারকনাথ রায়।
শ্রীরামলোচন দাস রাম-গুণ গায় ॥

আলেয়া

রাজা হৈলা রঘুবর পরম ঈশ্বর। ধ্রু।
হৃদয়-কমলে রাজসিংহাসনের উপর।

চিতান

ত্যাগিয়া বন-ভূষণ পরে-রাজ আভরণ।
সম্মুখে বায়ু-নন্দন স্তব করে নিরন্তর ॥ ১
মহানন্দের পার কি বামে বসিয়া জানকী।
ছত্র লক্ষ্মণ-ধানুকী ধরিলা মস্তকোপর ॥
শ্রীরামলোচন বলে - রাম রাজা হৃৎকমলে।
আনন্দ অশ্রুর জলে ভাসিলেক কলেবর ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী

রাবণ হৈল নিধন সবার আনন্দ মন
ত্রিভুবন মন হরষিত।
ছিলা অগ্নির রক্ষিতা ভূমি-সুতা সতী সীতা
আনি দিল রামের বিদিত ॥
পুরন্দরের ভারতী করিলা রাক্ষস-পতি
লঙ্কাপুরে রাজা বিভীষণ।
পূর্ব্বের সত্য-পালন অভিষিক্ত সেই ক্ষণ
হৈয়া পেলো রাজ-সিংহাসন ॥
স্বগণে কৌশল্যা-সুত ভূমি-সুতা সীতাযুত
অনুজ লক্ষ্মণ সম্মিলিত।
বিচিত্র পুষ্পক-রথে চলিলা স্ব-রাজ্যপথে
মুনিগণার্চ্চিত আনন্দিত ॥
অযোধ্যাতে উতরিলা বন-ভূষণ ত্যাগিলা
নিজগণাবৃত রঘুপতি।
মাতৃগণে আজ্ঞা নিলা সিংহাসনেতে বসিলা
ভূপতি হইলা বিশ্বপতি ॥
মুনির শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ আর যত মুনি শিষ্ট
হৈয়া হৃষ্ট অভিষেক করি।
রাজা করে পরেশ্বরে সুখে অযোধ্যা-নগরে
জানকী সহিতে তুষ্ট হরি ॥
নর পূর্ণ ধনে ধরা দ্বিজেরা তপে তৎপরা
সধর্ম্মেতে রাজ্যে প্রজাচয়।
স্বগণ আনন্দচিত্ত নৃত্য গীত নিত্য নিত্য
রাম-রাজ্যে সকলে নির্ভয় ॥
ঘন ঘন বরষণ ঘন করে ঘন-গণ
বসুমতী অতি হরষিতা।
ভূপ হৈলে রঘুপতি লোকে পুণ্য কর্ম্মে মতি
যোদ্ধাগণ মহাবলান্বিতা ॥
নিজগণ সঙ্গে রাম মহানন্দ অবিরাম
গুণে করে প্রজাকে রঞ্জন।
জানকী মনোমোহন সতত করে রমণ
বিশ্বপতি অযোধ্যা-ভুবন ॥
মনু মুনীন্দ্র অপার ব্রহ্মা-আদি দেব আর
সকলেরে সঙ্গতি করিলা।
বহু ধন বিতরিলা অনেক দক্ষিণা দিলা
তিন অশ্বমেধ সমাপিলা ॥
মায়াময় মায়েশ্বর হৈয়া নির্ম্মায়া অন্তর
রঘুপতি নিদারুণ মনে।
অপরে কোন কারণ মনেতে করি চিন্তন
পুনঃ দিলা জানকীরে বনে ॥
বাল্মীকি পাইয়া বনে আশ্রমে রাখে যতনে
মহা দুঃখ দেখি জানকীর।
মহী-নন্দিনী-নন্দন কুশ লব দুই জন
প্রসবিলা মহাবল ধীর ॥
সেই তো দুই সন্তান রাম-যশ-গুণ গান
মধুস্বরে গীত রামায়ণ।
শুনি গান সুললিত সভাতে সবে মোহিত
মন সুখ জুড়ায় শ্রবণ ॥
দেবের সভা মণ্ডলে মুনিগণ যেই স্থলে
রাম রাজা সভা-সুশোভন।
বাল্মীকি মুনি তখন সসীতা দুই নন্দন
শ্রীরামেরে করিলা অর্পণ ॥
মায়াহীন নির্ব্বিকার শুনি রোদন সীতার
কিছুমাত্র করুণা নহিল।
পুনশ্চ পাবকে সতী দিতে ইচ্ছা রঘুপতি
ভূমিজা ভূমিতে লুকাইল ॥
দেখি জানকী পয়ান রাম পূর্ণ-ভগবান
বশিষ্ঠের দত্ত যোগ-দ্বারে।
স্বানুজ সহিতে রাম আত্মাতে পরাত্ম রাম
আত্মপদ প্রাপ্ত একেবারে ॥
পুরবাসী যত জন পশু-আদি অগণন
রামপদ করিয়া চিন্তন।

সরযূ-জলে জীবন ত্যাগ করি সর্ব্বজন
মোক্ষধামে গেল ততক্ষণ ॥
যে শুনে এ রামায়ণ কর্ণামৃত সুকথন
সাদরে করিয়া প্রযতন।
সংসারার্ণব শোষণ হয় এ ভবে মোক্ষণ
কিম্বা পাঠ করে যেবা জন ॥
রোগের প্রশান্তি হয় ধন-জন-সুখচয়
সু-সম্পত্তি বংশ-বৃদ্ধি আর।
যে শুনে রামকীর্ত্তন করিয়া সভক্তি-মন
নাহি হেরে কভু যমদ্বার ॥
ওহে রাম রঘুপতি তারকনাথ ভূপতি
প্রতি কর করুণা প্রদান।
রামলোচনে বিপদে স্থান দিও রাঙ্গা পদে
ঐ পদে যায় যেন প্রাণ ॥

গান

রাগিণী ভৈরবী তাল মধ্যমান

ভানুবংশ বংশাবলী আমি তা বলি। ধ্রু।
এ বংশের রাজগণ সকলি তো মহাবলী ॥

চিতান

কমলিনী-পতি-কুল কমল-বনে কমল-ফুল
মধুপানেতে আকুল প্রমত্ত ভ্রমরাবলী ॥
কুমুদিনী শত্রুবংশে যত রাজা হয় অংশে।
কে পারে তাদেক ধ্বংসে যে এই শেষে হয় বলী ॥
শ্রীরামলোচন বলে এ বংশে দাতা সকলে।
না পারে দানের বলে যদি এসে দৈত্য বলি ॥

পয়ার

মরু কন কল্কী প্রভু করহ শ্রবণ।
কুশ নামে জন্মিলেন রামের নন্দন ॥
কুশ-সুত অতিথি হইতে উপাদান।
নিষধ-অতিথি-পুত্র অতি বলবান ॥
নিষধ-নন্দন নল মহাগুণ-ধাম।
নলসুত অদ্ভুত পুণ্ডরীক নাম ॥
ক্ষেমধন্বা জনমিল পুণ্ডরীক-সুত।
দেবালিক নামে পুত্র তার গুণ-যুত ॥
হীন নামে সুত তার প্রবীণ সুপাত্র।
হীনের নন্দন বলবান পারিপাত্র ॥
পারিপাত্র-পুত্র তার অতুল প্রবাহ।
এহেতু রাখিল নাম যতনে বলাহ ॥
বলাহেতে অর্ক, অর্কসুত রজনাভ।
খশম অর্ক-নন্দন যাহে গুণলাভ ॥
খশম হইতে বিবৃতের উপাদান।
হিরণ্যনাভ নন্দন তার গুণবান ॥
হিরণ্যনাভজ পুষ্পোদ্ভব নাম-ধরে।
মদ্গাড় তাহার পুত্র দুর্জ্জয় সমরে ॥
অগ্নিবর্ণ নামে বীর মদ্গাড়-নন্দন।
শীঘ্র নামেতে তৎসুত গুণের ভাজন ॥
অতুল বিক্রম সেই জনক আমার।
মম নাম মরু এই বিখ্যাত সংসার ॥
কেহ বলে বুধ আর সুমিত্রক নাম।
নিবেদন করিলাম পদে গুণধাম ॥
তপস্বী কলাপ গ্রামে আমার নিবাস।
তবাবতার শুনিল ব্যাসের সকাশ ॥
লক্ষাব্দ প্রতীক্ষা করি তোমার সদন।
আসিয়া করিল তব পদ-সন্দর্শন ॥
কোটি জনমের পাপ করিতে মোচন।
ধর্ম্মের শাসন কীর্ত্তি রাখ পরাত্মন ॥
কল্কী কন মরু আমি করিল শ্রবণ।
তোমার উৎপত্তি সূর্য্যবংশের বর্ণন।
দ্বিতীয়কে তব সঙ্গে করি নিবেদন।
শ্রীমন্ত সুশান্ত মহাপুরুষ-লক্ষণ ॥

কল্কীর এ বাণী শুনি দেবাপি তখন।
সুমধুর বাক্যে কহে শ্রীহরি-সদন॥
ভূপতি ভারতী শ্রুতি মনেতে ধারণ।
করিয়া রচিলা গান শ্রীরামলোচন॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল মধ্যমান

চন্দ্রবংশের কীর্ত্তন কবে কোন জন।ধ্রু।
যে বংশের যশঃকীর্ত্তি সকল ভুবি-ভূষণ।

চিতান

এ বংশ অতি নির্ম্মল ধার্ম্মিক রাজা সকল।
তুলনা দিবার স্থল নাহি দেখি ত্রিভুবন॥
কুমুদ-বান্ধব-কুল নাহি তার সমতুল।
বর্ণিতে ব্যাসের ভুল কিসে আর অন্য জন॥
বলে শ্রীরামলোচন এ বংশের রাজগণ।
সবাই ধার্ম্মিক জন সভাসদ্ জ্ঞানী হন॥

দেবাপি রাজার চন্দ্রবংশ-বর্ণন

লঘুত্রিপদী

দেবাপি তখন করে নিবেদন
শুন প্রভো জনার্দ্দন।
মম পরিচয় করিয়া বিনয়
বলি তোমার সদন॥
প্রণয়ান্তে জলে তন্নাভি-কমলে
উৎপত্তি চতুরানন।
বিধি হৈতে জাত অত্রি নাম-খ্যাত
চন্দ্র তাহার নন্দন॥
বুধ তৎকুমার বিদিত সংসার
পুরুরবা পুত্র তার।
পুরুরবা-সুত যযাতি সম্ভূত
পরে শুন বংশ আর॥
ওহে পরেশ্বর নিবেদি গোচর
বাক্যে কর অবধান।
ইহা জ্ঞাত সর্ব্বে দেবযানি-গর্ভে
যদু উর্ব্ব সুসন্তান॥
শর্ম্মিষ্ঠা-জঠরে জন্মে তদন্তরে
দ্রুহ্যু অনু পুরু তিন।
পুরুর তনয় জন্মে জন্মেজয়
গুণে ধনে সে প্রবীণ॥
জন্মেজয় জাত ভুবনে বিখ্যাত
প্রচিন্নান সুভাজন।
তার পুত্র বীর জন্মিল প্রবীর
উর্ব্ব প্রবীর-নন্দন॥
উর্ব্বের তনয় চারুপদ হয়
দুরিতাক্ষ তার সুত।
ঐরুণী নন্দন তার সুভাজন
রূপে যশে গুণযুত॥
ঐরুণী রাজার সুন্দর কুমার
পুষ্করারুণী তন্নাম।
তাহার তনয় বৃহৎক্ষেত্র হয়
যশোবন্ত গুণধাম॥
বৃহৎ ক্ষেত্রসুত পরম অদ্ভুত
হস্তী হস্তিনানগর।
তৎসুতাজমীঢ় দ্বিতীয়ে দ্বিমীঢ়
পুরমীঢ় সুকোঙর॥
অজমীঢ়-পুত্র ঋক্ষ গুণসূত্র
তাহার কুরুতনয়।
কুরুর নন্দন পরীক্ষি সেজন
তৎসুত সুধনু হয়॥
দ্বিতীয় কোঙর নিষধ সুন্দর
তৃতীয়েতে জহ্নু সুত॥
সুধনু-নন্দন জন্মে বিচক্ষণ
সুহোত্র পরমাদ্ভুত॥

সুহোত্র-নন্দন জন্মিল চ্যবন
কৃতী চ্যবন-তনয়।
কৃতীর তনয় সুন্দরে মনুজ
বৃহদ্রথ রাজা হয়।
বৃহদ্রথসুত রূপগুণযুত
কুশাগ্র তাহার নাম।
কুশাগ্র সন্তান ধর্ম্মত বিদ্বান
মহাবলী গুণধাম॥
ধর্ম্মত হইতে জন্মে অবনীতে
সত্যহিত গুণাকর।
সত্যহিত গুন ধরে নানাগুণ
পুষ্পবাণ সুকোঙর॥
পুষ্পবান জাত ভুবনে বিখ্যাত
নহুষ তার নন্দন।
নানাগুণময় সর্ব্বত্র বিজয়
সকল যশঃভূষণ॥
বৃহদ্রথনারী জন্মিল তাহারি
জরাসন্ধ মহীপাল।
সহদেব নাম সুত গুণধাম
জরাসন্ধতে করাল॥
সহদেবে জাত ভূতলে বিখ্যাত
সোমাপি-সুত সুন্দর।
তাহার নন্দন শ্রুতশ্রবা হন
সুরথ তার কোঙর॥
জন্মায় সুরথ সুত বিদুরথ
সার্ব্বভৌম নাম তার।
সার্ব্বভৌম হয় সর্ব্বগুণময়
জয়সেন সে কুমার॥
মহে ত অলীক জন্মে রথাদিক
জয়সেনের নন্দন।
নামে অযুতায়ু তার দীর্ঘ আয়ু
জয়সেনে তিনি হন॥
দেবাতিথি নাম মহাগুণধাম
অযুতায়ুতে উৎপতি।
দেবাতিথিসুত পরম অদ্ভুত
ধর্ম্ম নামে ধরাপতি॥
তৎসুত দিলীপ জন্মিলা মহীপ
সর্ব্বগুণের নায়ক।
দিলীপ তনয় যশযুত হয়
নাম তার প্রতীপক॥
তাহার কুমার জনম আমার
দেবাপি নাম প্রকাশ।
নিজ পরিচয় এই ব্রহ্মময়
কহিল তব সম্পশ॥
নিজ রাজ্যধন করিয়া অর্পণ
শান্তনব চিরদিন।
কাননে নির্জ্জনে ঐকান্তিক মনে
তপস্যা করি কঠিন॥
কলাপ নগর পেয়া অতঃপর
তব দর্শন কারণ।
মরু মুনিগণ সঙ্গে আগমন
করি হেরি ও চরণ
একাল করাল বিষম জঞ্জাল
তাহে বাঞ্ছা আত্মপদ।
হে করুণাসিন্ধু দিয়া কৃপাবিন্দু
ঘুচাও কাল আপদ॥
উভয়ে বচন করিয়া শ্রবণ
কল্কী কমললোচন।
মরু দেবাপিরে কৃপাময় ধীরে
আশ্বাস-বচন কন॥
তারক-ভূপতি এ দীনের প্রতি
করিলেন অনুমতি।
শ্রীরামলোচন করিল রচন
কল্কি-গুণ সুভারতী॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল মধ্যমান

সুন্দরী শশিবদনা রবি ললনা ।ধ্রু।
কামের কার্ম্মুক ভুরু নীলাম্বুজ-নয়না ॥

চিতান

সুচারু চাচর-চুল নাসা জিনি তিলফুল ।
অধরে নাহি তুল পক্কবিম্ব বরণা ।
কুচ জিনি করিকুম্ভ কমল কলি পয়োধর ।
সুগভীর নাভিসর পরে চিত্র বসনা
লোচনের বিলোচন হেরি আকর্ণ-লোচন
ভুলি রহিল লোচন দেখি কুল অঙ্গনা ।

পয়ার

প্রসন্ন হইয়া পরে শ্রীমধুসূদন ।
মরু-দেবাপীরে কন মধুর বচন ।
তোমরা ধর্ম্মজ্ঞ রাজা বিদিত ভূতলে ।
স্বদেশে রাজা হও নিজরাজ্য স্থলে
মরু তোমার অভিষেক করি অযোধ্যায় ॥
পাপী হিংস্রক ম্লেচ্ছাদি বধহ ত্বরায় ॥
দেবাপি তোমার রাজ্যে হস্তিনা নগরে ।
অভিষেক করি যাও আপন বাসরে ॥
মথুরা থাকিয়া আমি হরি ভবভয় ।
শয্যাকর্ণ উষ্ট্রমুখ একজঙ্ঘালয় ॥
করি সত্যযুগ আমি পালিব ভুবন ।
তপ বেশাবৃতদ্বয় ত্যাগি এইক্ষণ ॥
উত্তম বিমানে দ্বয়ে করি আরোহণ ।
নিজ নিজ রাজ্য ত্বরা করহ শাসন ॥
সাঙ্গসঙ্গে তোমরা অস্ত্রশস্ত্রেতে কুশল ।
মহারথী হৈয়া দ্বয় মম সঙ্গে চল ॥
বিশাখযূপের কন্যা বিনয়-শালিনী ।
রুচির অপাঙ্গ-ভঙ্গী সুন্দরী কামিনী ॥
মরু কর বিবাহ সে ভুবন-মোহিনী ।
তাহার রূপের দীপ্তি ত্রিভুবন জিনি ॥
রুচিরাশ্ব-সুতা শান্তা কান্তাকর-ভূপ ।
তুমিতো দেবাপিরূপে অপরূপ রূপ ॥
বিবাহ করহ কন্যা সুন্দরী এমন ।
তাহার অপাঙ্গে মোহ স-রতি মদন ॥
কল্কীর আদেশ বাণী শুনি দুই জন ।
মুনিগণ সহিতে বিস্ময় হৈল মন ॥
এমন সময় তথা আশ্চর্য্য কথন ।
আকাশ হইতে দুই রথের পতন ॥
তপন তাপন তুল্য অতি তেজস্কর ।
কামগতি অস্ত্রশস্ত্র তাহার উপর ॥
দেখে সবে সভামধ্যে রথ উপস্থিত ।
অতি উচ্চ চিত্র বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ॥
নৃপমুনিগণ সভামধ্যে যতজন ।
একি একি বলিয়া হরিষ সর্ব্বজন ॥
যমসূর্য্য বুধেন্দ্র কুবের ভূপগণ ।
ত্রিলোক রক্ষার্থে আবির্ভূত সবে হন ॥
কালে কায়া আচ্ছাদিয়া আমার সহিত ।
উদয় সকলে হয় হৈয়া প্রমোদিত ॥
তোমরা এ রথোপরি হও অধিষ্ঠান ।
সুরেন্দ্রের দত্ত এই বিচিত্র বিমান ॥
এ কথা বলিলে পদ্মাকান্ত সনাতন ।
দেবগণে স্তব করে পুষ্প-বরষণ ॥
তখনি আশ্চর্য্য সবে করে দরশন ।
সেই স্থলে উপনীত হৈল একজন ।
গঙ্গাজলে পরিবৃত পুষ্পরেণু শিরে ।
পর্ব্বতজা-সঙ্গ শিবতুল্য ধীরে ধীরে ॥
তথা উপনীত প্রমোদিত তনু তার ।
প্রতপ্ত সুবর্ণবর্ণ ধর্ম্মের আগার ॥
জটাধরা বল্কপরা হেম দণ্ডকর ।
লোকাতীত নিজ তনু ধর্ম্ম রক্ষা কর ॥
সনক সমান ভিক্ষু পুষ্করাক্ষ পর ।
আগমন করিলেন সভার গোচর ॥

ভূপতির আজ্ঞামত কল্কিগুণ গায়।
শ্রীরামলোচন দাস আঠার অধ্যায়॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল মধ্যমান।

সাত্ত্বকী ধর্ম্মাচরণ কর তুমি মম মন।ধ্রু।
সত্যে নিত্য পাবে সত্য সত্যমূর্ত্তি নিরঞ্জন॥
মন তোমারে বলি মর্ম্ম করবে সাত্ত্বিকী ধর্ম্ম।
সন্ধ্যা-উপাসনা কর্ম্ম, মানসে শ্রীপদার্চ্চন॥
যম-নিয়ম-আসন মনেতে মনু মন।
করিয়া বায়ু-ধারণ ঐক্যভাব পরাত্মন্॥
শ্রীরামলোচন বলে মন রে বসি বিরলে।
সহস্রদল কমলে ভাব শ্রীনাথচরণ॥

কল্কীর সঙ্গে সত্যযুগের সাক্ষাৎ।

পয়ার

কল্কা দেখি মহাভিক্ষুবর আগমন।
ইন্দ্র সহ উঠি করে পাদ্যার্ঘ্যে অর্চ্চন॥
কুশাসনে বৈসে ভিক্ষু বন্দ্য সর্ব্বাশ্রম।
মহাতেজবন্ত নাহি কেহ তার সম॥
কে তুমি আমার ভাগ্যে আইলা এথায়।
কোন হেতু আগমন কি বা অভিপ্রায়॥
প্রায় সাধুলোক হয় লোকের পাবন।
ভ্রমণ করেন সর্ব্ব সুহৃদ যেমন॥
ভিক্ষু করে নিবেদন শ্রীকান্ত যথায়।
আমি সত্যযুগ প্রভো তোমার আজ্ঞায়॥
তব আবির্ভাব ভবে করিয়া শ্রবণ।
আগমন করিলাম দেখিতে চরণ॥
নিরুপাধি তুমি কালে উপাধি লইলা।
অ-কায়ায় স্ব-মায়ায় কোথায় মিলিলা॥
ক্ষণ দণ্ড নবপক্ষ মায়ায় সৃজন।
অহোরাত্র মাস বর্ষ ঋতু যুগগণ॥
এই তো সকলে হেরে তবোপাধি তনু।
ভ্রমণ করেন সব চতুর্দ্দশ মনু॥
প্রথমে স্বায়ম্ভু দ্বয়ে স্বারোচিস্ অপর।
তৃতীয়ে উত্তম তুর্য্যে তামস প্রচর॥
আর শুন মনুশ্রেষ্ঠ রৈবত পঞ্চমে।
ষষ্ঠেতে চাক্ষুষ বৈবস্বত সে সপ্তমে॥
অষ্টমে সাবর্ণি দক্ষ-সাবর্ণি নবমে।
আর হয় মনু ব্রহ্ম-সাবর্ণি দশমে॥
একাদশে ধর্ম্ম-সাবর্ণির উপাদান।
দ্বাদশে ধর্ম্ম সাবর্ণি মনুর প্রধান॥
ত্রয়োদশে বেদ-সাবর্ণির আবির্ভূত।
চতুর্দ্দশ ইন্দ্র সাবর্ণি সে গুণযুত॥
এ সব তব বিভূতি আছয়ে বিখ্যাত।
নাম-রূপাদি ভেদে করে যাতায়াত॥
দ্বাদশ সহস্র অব্দে চারিযুগ হয়।
দেবমানে যতু সহস্রাব্দ সত্যে কয়॥
ত্রেতাতে তিন সহস্র দ্বাপরেতে দ্বয়।
কলিযুগে দশ-শত গণনাতে হয়॥
সন্ধ্যাক্রমে সত্যে চারিশত সংখ্যাবলি।
ত্রেতাতে ত্রি দ্বাপরে দ্বি একশত কলি॥
সত্যে সন্ধ্যাংশেতে চারিশত পরিমাণ।
ত্রেতাতে ত্রি দ্বাপরে দ্বি শতের বিধান॥
কলিকালে একশত বর্ষে নিয়মিতে।
একাত্তর যুগ ভোগ মনুর ভূমিতে॥
চতুর্যুগে দিবারাত্রি নিয়ম ব্রহ্মার।
এই মতে এক লক্ষ গণনা তাঁহার॥
দুই পক্ষে একমাস বিধান বিধির।
দুই মাসে এক ঋতু পরিমাণ স্থির॥
ছয় ঋতু এক অব্দ নির্ণয় ইহার।
এক শত বর্ষ আয়ু সংখ্যা বিধাতার॥
বিরিঞ্চীর লয় হয় শতবর্ষ পরে।
লয়ান্তে তন্নাভিপদ্মে জন্মে সৃষ্টি করে॥

সত্যযুগ আমি হৈ ধর্ম্মের পালন।
তাহে হয় কৃতকৃত্য সব প্রজাগণ॥
ভিক্ষুর বচনামৃত করিয়া শ্রবণ।
অতুল আনন্দ হৈল শ্রীহরির মন॥
আমি তব উপলক্ষ করিয়া এখন।
সুনিশ্চয় শত্রুচয় করিব দমন॥
যুগগণ সর্ব্বজনে হিত করিবার।
কলি সঙ্গে যুদ্ধ করা বাসনা আমার॥
গজরথ তুরঙ্গ ধানুকী বহুজন।
করিয়া কনকচিত্র অঙ্গেতে ভূষণ।
নানাবিধ অস্ত্রধারী যোদ্ধাগণচয়।
আনিয়াছি যুদ্ধেতে নিপুণ সবে হয়॥
ভূপতি ভারতী মতে বিংশতি অধ্যায়॥
শ্রীরাম লোচনদাস কল্কি গুণ গায়॥

গান

ধর্ম্মাবলম্বন কর গৃহ ধর্ম্ম মম মন।ঞ
ধর্ম্ম-মর্ম্ম-কর্ম্ম নানা-তীর্থ কর পর্য্যটন॥

চিতান

গৃহিণী কর ধর্ম্মিষ্ঠা পতি-সেবনেতে নিষ্ঠা।
গৃহধর্ম্মেতে সুইষ্টা আর অতিথি-সেবন॥
মন না ভাবিবে ভ্রম দান-ধর্ম্ম-জপ-হোম।
ব্রত কর অগ্নিষ্টোম এই গৃহস্থ-লক্ষণ॥
বলে শ্রীরামলোচন গৃহে বিগ্রহ-পূজন।
দরিদ্র বিপ্রভোজন করাও করিয়া যতন॥

পয়ার

সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
মরু দেবাপি শুনিয়া কল্কীর বচন॥
শুভ বিবাহ করিয়া বিমানে চড়িয়া।
আইলেন দুইজন আনন্দিত হৈয়া॥
নানা অস্ত্রধর সমাবৃত সৈন্যগণে।
আপনারে মহাবীর মানি মনে মনে॥
ধনুজ্যার আঘাতের বারণ কারণ।
ধাতুদ্রব্যে অঙ্গুলিরে করিয়া বন্ধন॥
শরীর-রক্ষার্থে লৌহ-পত্রেতে নির্ম্মাণ।
তনু আচ্ছাদন করে করিয়া সন্ধান॥
শিরো রক্ষা হেতু দিলা লোহার টোপর।
মহাবল পরাক্রম দুই ধনুর্দ্ধর॥
ষষ্টি অক্ষৌহিণী সেনা করে নিয়োজন।
পদাঘাতে কম্পমান হৈল ত্রিভুবন॥
বিশাখযূপ ভূপাল সঙ্গে লক্ষ হাতী।
নিযুত বিমান সপ্ত-সহস্র পদাতি॥
সহস্র তুরঙ্গ দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধর।
উত্তরি উষ্ণীষ বান্ধে মাথার উপর॥
কল্কি-সঙ্গে কত সেনা কে করে গণন।
মহাবল পরাক্রম প্রতিজনে জন॥
উচ্চাশ্ব সহস্র মহারথী পঞ্চাশত।
দশ শত মত্তগজ তুল্য ঐরাবত॥
দশ অক্ষৌহিণী সেনা কল্কি-পুরঞ্জয়।
ইন্দ্রাদি দেবতা সঙ্গে সাজে ব্রহ্মময়॥
ভ্রাতৃপুত্র সুহৃদ্বর্গ সেনা বহুতর।
দিগ্বিজয়ে চলিলেন জগত-ঈশ্বর॥
সে সময় দ্বিজরূপী সঙ্গে পরিজন।
কলি হৈতে পরাজিত ধর্ম্ম আগমন॥
সত্য প্রসন্নতা সুখ প্রমোদ অভয়।
যোগ দর্পার্থ-কুশল স্মৃতি-যজ্ঞচয়॥
নর-নারায়ণ দুই অংশে শ্রীহরির।
এই সব সঙ্গতি করিয়া ধর্ম্মবীর॥
পুত্রগণ আর নিজ কামিনী সঙ্গতি।
শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তি তুষ্টি ক্রিয়োন্নতি॥
পুষ্টি বুদ্ধি মেধা আর তিতিক্ষা ত্রিমূর্ত্তি।
ধর্ম্ম-যাজক ইত্যাদি পুলকাশ্রু স্ফূর্ত্তি॥

এ সকল নিজ বন্ধু ধর্ম্মের সহিত।
কল্কীর সভাতে আসি হৈলা উপনীত ॥
হরি হেরি করে নিজ কার্য্য নিবেদন।
কল্কী দেখি ধর্ম্ম দ্বিজে করিয়া পূজন ॥
জিজ্ঞাসে বিনয়াপন্নে কে তুমি ব্রাহ্মণ।
কোন কার্য্য হেতু তব এথা আগমন ॥
স্ত্রী পুত্র সহিতে পুণ্যক্ষীণের লক্ষণ।
কার কি কার্য্যেতে বল এথা আগমন ॥
পুত্র স্ত্রী তোমার দীন হীনবীর্য্যবল।
বৈষ্ণব সাধুতে যেন পাষণ্ডের ছল ॥
কল্কীর এ বাণী শুনি ধর্ম্মশর্ম্ম কন।
শুনহ কমলাকান্ত কাতরে স্তবন ॥
স্ত্রী-পুত্রাদি নিজ জন আবৃত সকলি।
হরি তরে নিবেদন করি কৃতাঞ্জলি ॥
স্তুতি নতি মিনতি মুদিত দয়াপর।
ধর্ম্ম আবেদন করে যথা পরেশ্বর ॥
সাদরে করিলা আজ্ঞা সাধু নৃপরায়।
শ্রীরামলোচন দাস কল্কি-গুণ গায় ॥

গান

মন চল মহাবীর রণ করিবার। ধ্রু।
কলির বৎসল মহামোহ হয় সে দুর্ব্বার ॥

চিতান

বিষ্ণুভক্তি রথোপরি বিবেকেরে রথী করি।
সৎসঙ্গ গাণ্ডীব ধরি যাও যোদ্ধা যুঝিবার ॥
দুষ্ট তার সেনাচয় কাম-আদি রিপু ছয়।
তাদেক না কর ভয় গুরুদত্ত মন্ত্র সার ॥
শ্রীরামলোচন বলে শ্রীনাথের কৃপাবলে।
এ রণ জিনিব ছলে পথ করি ব্রহ্মদ্বার ॥

কল্কীরসহিত ধর্ম্মের সাক্ষাৎ

দীর্ঘ-ত্রিপদী

ধর্ম্ম করে নিবেদন পদ্মাকান্তের সদন
শুন নাথ মম বিবরণ।
ধর্ম্ম আমি ওহে হরি এলাম বিপ্ররূপ ধরি
বাসনা দর্শন ও চরণ ॥
তব বক্ষঃস্থলে জাত ধর্ম্মনাম সুবিখ্যাত
কাম-দাতা সকল দেহীর।
শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব দেবতার হব্য-কব্য দানাসার
সমতুল সে কামশরীর ॥
করি আমি সর্ব্বক্ষণ তব আজ্ঞাতে ভ্রমণ
সাধু-কীর্ত্তি হৃদয়-ভুবন।
নিবেদি তোমার স্থান কলি হৈয়া বলবান
আমারে করিল নির্য্যাতন ॥
শক কাম্বোজ শবর সর্ব্ব ধরাবাসীনর
করিল দেহে বিড়ম্বন।
এ হেতু অখিলপতি আইল তব বসতি
আশ্রয় লইতে শ্রীচরণ ॥
যেন সংসার-অনলে তাপিত সাধু সকলে
সেই মত ব্যথিত হৃদয়
দুস্তরে পতিত অতি যা কর কমলাপতি
এই নিবেদন ব্রহ্মময় ॥
এই অপূর্ব্ব বচন ধর্ম্মতে করি শ্রবণ
হরিষে বলেন খগরাজ।
ধর্ম্ম দেখ সত্যযুগ আর আমার অনুগ
হের মরু-মিহির-বংশজ ॥
আমারে আছ হে জ্ঞাত হৈয়াছি ধরাতে জাত
ধাতা ধাত্রী প্রার্থনার মত।
কীকটে বৌদ্ধ-দমন করেছি শক্র-নিধন
সুখী হও দুঃখ হবে হত ॥

অবৈষ্ণব যত জন তব অহিত-কারণ
সৈন্যেতে করিব পরাজয়।
তবে থাকিবা কুশলে এই ধরণী-মণ্ডলে
ধর্ম্মরাজ হইয়া নির্ভয়॥
যজ্ঞ দান তপদ্বারে রক্ষা করিব তোমারে
কি ভয় কি মোহ আছে আর।
সকল সম্পদ নিয়া শত্রুর শাস্তা হইয়া
বিনাশিব যে দুঃখ তোমার॥
আমি যাই তুমি চল সপুত্র বন্ধু সকল
নিয়া দিগ্‌বিজয় কারণ।
করি শত্রুচয় ক্ষয় করিব সমর-জয়
তহে হবে ধর্ম্ম সংস্থাপন॥
কল্কীর এই বচন শুনিয়া ধর্ম্ম তখন
মনে মহা হরিষ হইলা।
হরির আদেশ-মর্ম্ম বুঝিয়া চলিলা ধর্ম্ম
আধিপত্য পশ্চাতে রাখিলা॥
সিদ্ধাশ্রমে নিজ জন রাখি পরিবারগণ
শ্রীহরির আজ্ঞাতে তখন।
সাধুগণের পূজন যুদ্ধকবচ-ধারণ
বেদ-ব্রহ্ম-রথে আরোহণ॥
নানা শাস্ত্রেতে কৌতুক করেতে করে ধনুক
সপ্ত অশ্ব ভূদেব ব্রাহ্মণ।
সেই অপূর্ব্ব বিমানে আরোহণ সুসন্ধানে
সারথি হইলা হুতাশন॥
সৎক্রিয়া-ভেদ সকল রণের করিলা বল
যজ্ঞদান তপ সৈন্যচয়।
করিয়া সমরসাজ চলিলেন ধর্ম্মরাজ
সঙ্গে যম নিয়ম উভয়॥
খশ কাম্বোজ শবর অন্যান্য দেশ বর্ব্বর
কল্কী যথা করেন গমন।
তথায় চলিলা ধর্ম্ম সাধিবার আত্মকর্ম্ম
যেই স্থানে কলির ভবন॥
ভূতের বাসর সব সর্ব্বদা কুক্কুররব
কর্ণে কটু শুনিতে আকুল।
গোমাংসে দুর্গন্ধ ময় পেচা-শিবারব হয়
কুড়াক ডাকিছে কাককুল॥
বিবাদ দুঃখ আশ্রয় নারীর কলহ হয়
সময়াসময়ে অবিরত।
ঘোর জগত্ত্রয়কর দেখি কাঁপে কলেবর
নারী কর্ত্রী নর দাসরত॥
দেখি কলির আগার মনে মহাচমৎকার
কি করিবে শ্রীরামলোচন।
কল্কী করুণা করিয়া ত্বরায় নাও নিস্তারিয়া
তবে কলিভয় বিমোচন॥

গান

সমর কলির সঙ্গে এই ভব রণস্থলে। ধ্রু।
ধর্ম্ম আদি মহাবীর যুদ্ধ করে মহাবলে॥

চিতান

মহারথী বেদচয় সমরে অতি দুর্জ্জয়।
কৈল কামাদিরে লয় সংগ্রামে কলির দলে॥১
রণ মহাঘোরতর ভয়ানক এ সমর।
ধরা কম্প থর থর স্বর্গ ভেদে কোলাহলে॥২
শ্রীরামলোচন কয় এই যুদ্ধে কলিলয়।
ধর্ম্মের হইল জয় সাধুরা জয় জয় বলে॥৩

কল্কীর সহিত কলির যুদ্ধ

পয়ার

সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
কলি দেখে কল্কী এল করিবারে রণ॥
পুত্র পৌত্রে আবৃত ক্রোধে পরিপূর্ণ।
পেচকাখ্য রথে চড়ি যুদ্ধে যায় তূর্ণ॥
ধর্ম্ম দেখে যুদ্ধ হেতু আইলেক কলি।
তার সঙ্গে যুদ্ধ করে ধর্ম্ম মহাবলী॥

কল্কিআজ্ঞা অনুসারে ধর্ম্ম যুদ্ধ করে।
প্রতিযোগী যোদ্ধাগণ সে ঘোর সমরে॥
সত্যবাণী দন্ত সঙ্গে করেন সংগ্রাম।
দেবাগার লোভ সঙ্গে যুদ্ধে অনুপাম॥
ক্রোধ ভয় সহে সুখ অভয়ে সমর।
মঙ্গলে নরকে রণ করয় দুষ্কর॥
রোগ শোক সঙ্গে যুদ্ধ করেন কুশল।
প্রলয় গ্লানিতে রণ উভয় সবল॥
ধর্ম্মসংহিতার সঙ্গে জরার সমর।
মহাঘোরতর যুদ্ধ হয় পরস্পর॥
এই মত মহাঘোর যুদ্ধ সুদারুণ।
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে হৈয়া সুনিপুণ॥
মরু খশ কাম্বোজের সঙ্গে যুদ্ধ করে।
মহাবল পরাক্রমে সেই তো সমরে॥
দেবাপি সমর করে রণে সুপণ্ডিত।
হূনবর্ব্বরের আর তুঙ্গন সহিত॥
বিশাখযূপভূপাল রণে মত্তমতি।
পুলিন্দ স্বপচ সঙ্গে যুদ্ধে মগ্ন অতি॥
কল্কী কোক বিকোকবাহিনী সহে রণ।
করে মহাঅস্ত্রশস্ত্র করিয়া ধারণ॥
ব্রহ্মার বরেতে কোক বিকোক উভয়।
দুই ভাই দৈত্যশ্রেষ্ঠ মহাযোদ্ধা হয়॥
একরূপ দুই ভাই মহা সত্ত্বান্বিত।
প্রতাপ দেখিয়া দেবগণে অতি ভীত॥
গদাহস্ত বজ্র অঙ্গ করে দিগ্বিজয়।
মৃত্যুজিত যুদ্ধে অস্ত্র বিশারদদ্বয়॥
দুজনার সঙ্গে যুদ্ধ সেনা-সমন্বিত।
করে পূর্ণ ভগবান্ ত্রিলোক বিজিত॥
কল্কী সেনাগণে শুভ তুমুল সমরে।
মহাবীর রণে স্থির নানাযুধ ধরে॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ শব্দ ধনুর টঙ্কার।
রোদনের উচ্চরোল শব্দ হাহাকার॥
রণের বিশাল শব্দ পূরে সর্ব্বস্থলে।
ভয়েতে ত্রাসিত দেব গগনমণ্ডলে॥
পাশকুণ্ড খড়্গশক্তি শূল গদাঘাত।
মহাঘোর সংগ্রামেতে বাণবৃষ্টিপাত॥
যুদ্ধে কর-পদ-চ্ছেদ কত কোটী জনে।
কে করিবে সংখ্যা তার অগণ্য গগণে॥
তারকনাথ ভূপতি নিলা অভিপ্রায়।
লোচন রচয়ে একবিংশতি অধ্যায়॥

পয়ার

সূত কন মুনিগণ স্থানে বিবরণ।
এই মত কোপে ধর্ম্ম আরম্ভিল রণ॥
সঙ্গেতে করিয়া সত্য যুগেরে আপনে।
মহাঘোর রণে যুদ্ধ করে কলি সনে॥
ধর্ম্ম সত্যযুগ উভয়ের বাণাঘাতে।
পরাভূত হইলেক কলি অচিরাতে॥
গর্দ্দভবাহন ত্যাগি গেলা নিজালয়।
ভাঙ্গিল পেচকরথ অঙ্গে রক্তময়॥
শরীর দুর্গন্ধময় করাল বদন।
স্ত্রীকর্ত্রী গৃহেতে শীঘ্র করিলাগমন॥
সম্ভোগরহিত দম্ভবাণে হৈয়া হত।
ব্যাকুল সে কুলাঙ্গার নিজগেহে গত॥
প্রসন্নতা হৈতে লোভ বিনষ্ট সম্যক্।
গদার আঘাতে তার ভাঙ্গিল মস্তক॥
কুক্কুরের রথ ভগ্ন হইল তখন।
নিধন হইল রক্ত গাত্রেতে বমন॥
অভয় জিনিল ক্রোধ আরক্তলোচন।
আখুবাহন ত্যজিয়া পঞ্চত্বে গমন॥
চপেটাঘাতেতে ক্রোধ ভূমিতে পতন।
নরক হর্ষের মুষ্টি আঘাতে নিধন॥

স্ববাহন ত্যাগি আধিব্যাধি যত জন।
সত্যবাণাঘাতে দিগ্বিদিকে পলায়ন॥
ধর্ম্ম সত্যযুগ সঙ্গে গমন করিলা।
বাণাগ্নিতে কলি সহ নগর দহিলা॥
দগ্ধাঙ্গ হইল কলি সুতদারসনে।
দেশান্তরে গেল তুর্ণ রোদিত বদনে॥
মরুরাজা শক কাম্বোজাদি দেশ যত।
তেজমন্ত অস্ত্র শস্ত্রে সব করে হত॥
দেবাপি ভূপতি অস্ত্রে জিনিল সমর।
চোল বর্ব্বর অঙ্গন দেশাদিশবর॥
গদাপাণি স্বয়ং কল্কিদেব যোদ্ধাপতি।
যুদ্ধকরে কোক আর বিকোক সংহতি॥
শকুনির পুত্র বৃকাসুরের নন্দন।
কোক বিকোক উভয় দৈত্য দুই জন॥
কল্কি-সঙ্গে দুই দৈত্য করে মহারণ।
বিষ্ণুর সহিতে মধুকৈটভ যেমন॥
বিকোকেরে গদাঘাতে করিলা দমন।
করাচ্যুত হৈয়া হৈল ভূমিতে পতন॥
মহাচমৎকার দেখিলেন সর্ব্বক্ষণ।
তবে মহাক্রোধযুক্ত শ্রীহরি তখন॥
নন্দকাস্ত্রে বিকোকের শিরশ্ছেদ করি।
মহা আনন্দিত হইলেন কল্কী হরি॥
কোক হেরি বিকোক উঠিলা পুনর্ব্বার।
তা দেখি বিস্ময় হৈল কল্কী দেবতার॥
গদাঘাতে কোকের মস্তক করে ছেদ।
মরিলেক কোকদেহ শিরে হৈয়া ভেদ॥
বিকোকের দৃষ্টিপাতে মৃত কোক পরে।
উঠিলেক মহাবীর দুর্জ্জয় সমরে॥
কোক বিকোক উভয় বীর পুনর্ব্বার।
আরম্ভ করিল যুদ্ধ সমরে দুর্ব্বার॥
কাল মৃত্যু তুল্য দ্বয় কামরূপ-ধরে।
কল্কীরে প্রহারে পুনঃ খড়্গ চর্ম্ম করে॥
ক্রোধে কল্কী উভয়ের বাণে কাটে শির।
পুনঃ স্কন্ধে লগ্ন-শিরে উঠে দুই বীর॥
দেখি চিন্তাপর হরি হইলা তখন।
নিরখি উভয় দৈত্য বিষণ্ণ বদন॥
শ্রীযুত তারকনাথ নৃপ অনুজ্ঞায়।
শ্রীরামলোচন দাস কল্কি-গুণ গায়॥

গান

বিবেকের সঙ্গে কোপ মদন এ দুই জন। ধ্রু।
হইল তুমুল যুদ্ধ এ দেহ রণ-ভুবন॥

চিতান

সবে সমর-দুর্জ্জয় কেহ নয় পরাজয়
সবে সমরে নির্ভয় করে মহাঘোর রণ॥১
বিবেক সে মহাবীর ক্রোধে কম্পিত শরীর
নির্গত করি রুধির রণে বধিল জীবন॥২
শ্রীরামলোচন কয় সকলে হইল লয়
হৈল আত্ম-তত্ত্বোদয় ব্রহ্মেতে ব্রহ্ম মিলন॥৩

দীর্ঘ ত্রিপদী

সেই সমর দুর্জ্জয় কোক বিকোক উভয়
মরিয়া না মরে দুই জন।
দেখিয়া পরমেশ্বর হৈয়া সভয় অন্তর
অশ্ব হৈতে নামিলা তখন॥
দুর্জ্জয় কাল যেমন হরি হইলা তেমন
করে অশ্ব দ্বারায় দমন।
কল্কী বাণে যুদ্ধ করে বধিতে দুদৈত্য-বরে
কোপে তারা আরক্তলোচন॥
ক্রোধে তুরঙ্গ তখন ভুজেতে করি দংশন
ভাঙ্গে ভুজ অঙ্গদ কার্ম্মুক।
পুচ্ছে ধরে দুই জন বালকগণ যেমন
গোপুচ্ছ ধরয় সকৌতুক॥
দুই বীর পুচ্ছ ধরে বুঝিয়া তুরঙ্গ পরে
পদদ্বয়ে করিলা আঘাত।

দুজনার বক্ষে হেন হঠাৎ হইল যেমন
দৃঢ় পদদ্বারে বজ্রপাত ॥
অশ্বপুচ্ছ ত্যজি দ্বয় মূর্চ্ছিত ভূমে উভয়
পতন হইয়া সেই ক্ষণ।
উঠিলেক দুই বীর কোপে কম্পিত-শরীর
পুনরপি আরম্ভিল রণ ॥
হেন কালে পদ্মাসন কৃতাঞ্জলিপুটে কন
শুন পদ্মাকান্ত নিবেদন।
অস্ত্র শস্ত্রেতে কখন দুষ্ট দৈত্য দুই জন
কোনরূপে নহিবে নিধন ॥
এক কালে করাঘাত করিলে দুয়ে হঠাৎ
বধ হইবেক সুনিশ্চয়।
উভয় উভয়ে দর্শন হৈলে না হবে মরণ
পুনর্ব্বার বাঁচিবে উভয় ॥
ইহা বুঝি পরেশ্বর উপায়ের চিন্তা কর
নহে বধ নহিবে দুজন।
এ বাণী শুনি বিধির তূর্ণ কল্কী মহাবীর
ত্যজে অস্ত্র বাণ স্ববাহন ॥
কল্কী মহাকোপ করে দ্বিমুষ্টি দ্বিদৈত্যোপরে
বজ্র তুল্য করিলা ঘাতন।
লাগিল উভয়-শিরে মুষ্টি আঘাতে অচিরে
মস্তক ভাঙ্গিল সেই ক্ষণ ॥
ভাঙ্গিল মস্তক হেন ভুজঙ্গের শির যেন
চূর্ণ চূর্ণ হয় দণ্ডাঘাতে।
সেই মত এ দু'জন হইল রণে পতন
মুষ্টির তাড়নে অচিরাতে ॥
করি আশ্চর্য্য দর্শন অপ্সারোগন্ধর্ব্বগণ
নাচে গায় আনন্দিত মন।
স্তব করে মুনিগণ দেবতা সিদ্ধ চারণ
হর্ষে করে পুষ্প-বরষণ ॥
দিবিতে দুন্দুভিধ্বনি করিয়া গেল অমনি
স্বস্ব স্থানে দেবতাদিগণ।
কল্কী পরে অচিরাতে দশ সহস্রসংখ্যাতে
মহারথী করয় নিধন ॥
সেই তোরণ-ভূমিত শত সহস্র বিমিত
প্রাজ্ঞবীর বধে সেনাগণ।
পঞ্চবিংশতি সংখ্যাতে রথী মারে অচিরাতে
সুমন্ত্র বিজয় করে রণ ॥
গার্গ্য ভার্গ্য এই মত বিশালাদি করে হত
বর্ব্বর নিষাদ ম্লেচ্ছগণ।
এই মত রণ জয় কল্কি-সঙ্গে ভূপচয়
করি স্বয়ং হরি জনার্দ্দন ॥
শয্যা কর্ণেতে সত্বর আর ভল্লাটনগর
রণজয়ী জন্যেতে গমন।
করিলেন পদ্মাপতি বিবিধ বাদ্য সংহতি
নানামত করিয়া ভূষণ ॥
অনেক বাহকগণ সুচামরেতে ব্যজন
কল্কি-দেব করিলা পয়ান।
ভূপতি আজ্ঞা করিলা একুশ অধ্যায় রচিলা
শ্রীরামলোচন দাস গান ॥

গান

ভাবের ভাব কি ভাব ভাবেক না স্থির হয়।ধ্রু।
কখন অভাব-ভাব ভাবিলে নির্ণয় নয় ॥

চিতান

দ্বৈত ভাব যখন নিষ্ক্রিয় হয় তখন।
দ্বৈত ভাব আচরণ হৈলে সৃষ্টির সৃজন ॥১
শ্রীরামলোচন কয় দ্বৈতাদ্বৈত এ উভয়।
ইচ্ছা করি ইচ্ছাময় সৃষ্টি স্থিতি এ উভয় ॥২

শশিধ্বজ রাজার কল্কী সহ যুদ্ধ

সূত কন মুনিগণ শুনহ বচন।
সেনাগণ পরিবৃত কল্কী নারায়ণ ॥

খড়্গাকরে অশ্বোপরে ভল্লাটনগরে।
প্রয়াণ করিলা হরি আনন্দ-অন্তরে॥
সে ভল্লাটেশ্বর যোগী জানে জগৎপতি।
যুদ্ধকামী সসৈন্যেতে যায় হরি প্রতি॥
হর্ষপুলক দীর্ঘাঙ্গ সদা হরি স্মরে।
শশিধ্বজ রাজা গজাযুত বলধরে॥
তার রাণী মহাদেবী বিষ্ণুপরায়ণা।
সুশান্তা মানিনী শান্তা কান্তা সুলোচনা॥
মহারাজা কল্কী-যুদ্ধে উদ্যত গমন।
সুশান্তা স্বকান্তা প্রতি করে নিবেদন॥
নাথ কান্ত জগৎকান্ত সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
কল্কী নারায়ণ স্বয়ং শুন মম স্বামী॥
কি মতে শ্রীঅঙ্গ তার করিবে হনন।
ইথে রণে যাইতে নাথ করি নিবারণ॥
সুশান্তার বাণী শুনি শশিধ্বজ কন।
এ পরম ধর্ম্ম প্রজাপতির লিখন॥
শিষ্যে হরি তুল্য গুরু যুদ্ধেতে প্রহার।
জীবনেতে রাজ্য লাভ মৃতে স্বর্গ তার॥
যুদ্ধে জয় কিবা মৃত্যু আছে ব্যবহার।
ক্ষত্রিগণে এই ধর্ম্ম সুখ পারাবার॥
শশিধ্বজ প্রতি কন সুশান্তা ললনা।
দেবত্ব ভূপতিত্ব দে বিষয় কামনা॥
এ হয় উন্মাদ হেতু শুন প্রাণধন।
বিনা শ্রীকান্তের নাথ পদাব্জসেবন॥
তুমিতো সেবক সেই ঈশ্বর প্রধান।
তুমি হৈলে নিষ্কাম সে না করিবে দান॥
তোমাদিগে যুদ্ধের মিলন কি প্রকার।
মোহেতে হইবে বল ভূপ সমাচার॥
শশিধ্বজ রাজা কন শুন প্রাণেশ্বরী।
দ্বন্দ্বাতীত যদি সেই পরমেশ হরি॥
দ্বন্দ্ব হৈলে সেবকে ঈশ্বরে ভেদ হয়।
দেহাবেশে লীলা এই সেবা সুনিশ্চয়॥
অদেহে ঈশ্বর সে নিষ্ক্রিয় নির্গুণ।
দেহাবেশে ঈশ্বরের কাম আদি গুণ॥
মায়া অঙ্গ যদি নাশ প্রাণপ্রিয়ে হয়।
যেন তুমি তেন আমি ভেদ নাহি রয়॥
ব্রহ্মতা ব্রহ্মের আর শরীরা শরীরে।
সেবকের ভেদ দৃষ্টি নাহি শ্রীহরিরে॥
ঈশ্বরের জন্ম লয় সকলি সমান।
সেবকগণেরা ইহা করে দৃঢ় জ্ঞান॥
সেব্য সেবকতা দুই বিষ্ণুর মায়ায়।
মায়াহীনে সেব্য সেবকতা নাহি তায়॥
অদ্বৈতকে দ্বৈতভাবে জানে যেই জন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ-কারণ॥
সেনা সঙ্গে যাব কান্তে কল্কীর সমরে।
কমলাকান্তের পূজা কর তুমি ঘরে॥
সুশান্তা বলেন কান্ত নিবেদি চরণে।
কৃতার্থা হইলাম নাথ তোমার বচনে॥
বিষ্ণু-সেবাতে মিলিতা করিলা হে পতি।
ইহকালে পরকালে বৈষ্ণবীতে গতি॥
শশিধ্বজ প্রণতা রাণীর শুনি বাণী।
আত্মাকে বৈষ্ণব মানে নেত্রে ভক্তি-পাণি॥
আলিঙ্গন করি মহারাণীরে তখন।
সসৈন্যে চলিলা রাজা সমরভুবন॥
হরের্নাম বলে রূপ করিয়া ভাবন।
যুদ্ধেতে বৈষ্ণব রাজা করিলা গমন॥
এথা রাণী পুষ্পমালা অগুরু-চন্দনে।
নানা উপচারে পূজে শ্রীকান্ত-চরণে॥
শ্রীযুত তারকনাথ রাজার আজ্ঞায়।
শ্রীরামলোচন দাস কল্কি-গুণ গায়॥

গান

তোমায় আমায় যুদ্ধ করি। ধ্রু।
পূজ্য পূজকেতে রণ কৌতুক দেখিয়া মরি॥

চিতান।

মালার গাণ্ডীব করি শরজাল যোগোপরি।
পারিবে না তা সম্বরিতে বিভীষিকা অস্ত্রধরি ॥১
সহস্রার-রণস্থলে চক্রব্যূহে রাখি ভরি।
ভক্তি-নাগপাশে বন্দী করিব সে বিষম দড়ি ॥২
শ্রীরামলোচন বলে পলাইতে নারিবে হরি।
শ্রীনাথেরে রথী করে রাখিব শক্ত প্রহরী ॥৩

দীর্ঘ-ত্রিপদী

আসিয়া ভূপাল রণে কল্কি-সৈন্যগণ সনে
দলন করয় সেনাগণ।
শয্যাকর্ণ সৈন্য নিয়া মহা আনন্দিত হৈয়া
যুঝে শশিধ্বজের নন্দন ॥
সূর্য্যকেতু নাম তার সমরে অতি দুর্ব্বার
করে মরুরাজা সঙ্গে রণ।
তদনুজ বৃহৎকেতু সমরে অনর্থ হেতু
ভাষা যেন কোকিলনিঃস্বন ॥
দেবাপি রাজার সনে বৃহৎকেতু যুঝে রণে
গদাযুদ্ধে হয় বিশারদ।
বিশাখযূপভূপতি শশিধ্বজের সঙ্গতি
যুদ্ধ করে যেমন দ্বিরদ ॥
নানা মত মারে শস্ত্র সকলেই ধরে অস্ত্র
পরিবৃত প্রমত্ত কুঞ্জর।
তুঙ্গ তুরঙ্গ বিস্তর লঘু হস্ত ধনুর্দ্ধর
সপ্রতাপে করিছে সমর ॥
রাজগণ যুদ্ধ করে বিপ্র সৈন্যেরা সমরে
যুদ্ধ মহাঘোর চমৎকার।
শূল পাশ গদা বাণ শক্তি তোমর সুশাণ
রণস্থলে শব্দ মহামার ॥
ভল্ল খড়্গ কুন্ত আর ভূষণ্ডী তীক্ষ্ণ কুঠার
সবে করে বাণ নিক্ষেপণ।
ধ্বজ পতাকা-বেষ্টিত ছত্র চামরে অঙ্কিত
ধূলিতে আন্ধার ত্রিভুবন ॥
গগনেতে ঘনগণ দেব গন্ধর্ব্বচারণ
গান করে সুধার সমান।
সবাকার আগমন দেখিতে অদ্ভুত রণ
রণে শোভা নাহি পরিমাণ ॥
উভয় সৈন্যে বিবাদ শঙ্খ-দুন্দুভির নাদ
বাহুস্ফোট কুঞ্জরের রব।
তুঙ্গ তুরঙ্গের স্বর ধরা কাঁপে থরে থর
রণ হেরি মূক লোক সব ॥
রথ সহ রথিগণ পদাতি পদাতি রণ
করে হয় হয় করি করি।
দানব আর অমর যেন হৈয়াছে সমর
শমনের প্রাদুর্ভাব হরি ॥
শশিধ্বজ নরবর বহু সৈন্যের ঈশ্বর
কল্কী সেনাধিপ করি রণ।
সমরে হইল হত স্কন্ধ পদ কর কত
কাটা গিয়া সেনা নিপতন ॥
কেহ অতি দ্রুত ধায় রব করে হায় হায়
সর্ব্বঅঙ্গে রুধির ক্ষরিত।
রণ মহা চমৎকার একের উপরে আর
গজাশ্ব হৈয়াছে বিমর্দ্দিত ॥
কেহ নহে রণে স্থির পড়িল সমরে বীর
কোটি কোটি সহস্রসংখ্যায়।
ভূতেরা আনন্দে কত নাচিতেছে শত শত
অঙ্গে ধারা রুধির তাহার ॥
রণ হৈল নদীময় বীরের উষ্ণীষচয়
রাজহংস ভাসিছে সুন্দর।
স্রোতে তথা গজ যত ভেলা রথ ভাসে কত
করেতে তরঙ্গ খরতর ॥
অস্ত্র অসি আভরণ কাঞ্চন বালুশোভন
এই মত নদী সে সমর।
সৈন্যের ঘন গর্জ্জন অশ্বকুঞ্জর-নিঃস্বন
শব্দ শুনি কাপে কলেবর ॥

সূর্য্যকেতু মরু সনে যুদ্ধ করে মহারণে
মরুকে তাড়িল বাণাঘাতে।
মরুহ সে বলবান মারিলেক দশ বাণ
মহাকোপান্তরে অচিরাতে॥
মরুবাণে হত বীর দেখি সূর্য্যকেতু ধীর
মনে হৈয়া দুঃখ পারাবার।
মরুর তুরগ মারে পদ আঘাতের দ্বারে
ভাঙ্গিলেক বিমান তাহার॥
সূর্য্যকেতু ক্রোধময় চূর্ণ করি রথ হয়
পদাঘাত করে মরুতরে।
মূর্চ্ছিত মরু ভূপতি পড়িলেক বসুমতী
সারথি পলায় তদন্তরে॥
বৃহৎকেতু কোপকরি দেবাপি নৃপ উপরি
বাণেতে করিল আচ্ছাদন।
ঢাকিল সর্ব্ব গগন যেমন সূর্য্যকিরণ
নিহারে করিল নিবারণ॥
দেবাপি করি সন্ধান নিজায়ুধে খান খান
বাণবর্ষে করে সমাধান।
বৃহৎকেতু কোপমনে কঙ্কপত্র বাণে হানে
মারিলেক শিলা অপ্রমাণ॥
ভিন্নশূল দেখি বীর ধনু লইল সুধীর
বৃহৎকেতু হানে দেবাপিরে।
দেবাপিহ দ্রব্যায়ুধ লইলেক মহায়ুধ
মারে বাণ কম্পিতশরীরে॥
সমরে অনর্থ হেতু ছিন্নধনু বৃহৎকেতু
খড়্গ নিল করিতে সংগ্রাম।
দেবাপির সারথিরে প্রহার করে অচিরে
শশিধ্বজ-সুত গুণধাম॥
সে দেবাপি ধনুত্যাগি সমরে হইয়া রাগী
মারে রিপু চপেটা-আঘাতে।
ভুজদ্বয়-মধ্যে নিয়া সুনিষ্পেষণ করিয়া
নির্দ্দয় দলয় দুই হাতে॥
অনুজে দেখি দুর্ব্বল সূর্য্যধ্বজ মহাবল
দেবাপির মস্তক উপর।
বজ্রমুষ্টি নিপাতনে মূর্চ্ছিত হৈয়া তখনে
ভূমিতে পড়িল বীরবর॥
শশিধ্বজ মহোল্লাস সাক্ষাতে জগন্নিবাস
কল্কিরূপ ভাস্কর-কিরণ।
শ্যামল পীতবসন প্রফুল্ল অম্বুজেক্ষণ
বৃহদ্ভুজ কিরীটি-ভূষণ॥
নানা মণিযুত অঙ্গ শোভে লাবণ্যতরঙ্গ
বিশাখযূপাদির সহিত।
দর্শন করে নয়নে সে ঈশ্বর নবঘনে
ধর্ম্ম সত্যযুগেতে পূজিত॥
মহীপালের আদেশে শ্রীলোচনদাসে ভাষে
এ বাইশ অধ্যায় সমাপন।
কল্কী হর কলিভয় কর নাশ কৃপাময়
কলত্র-কলহ জ্বালাতন॥

গান

কে কবে মহিমা তব। ধ্রু।
অনন্ত না পায় অন্ত পাগল হইল ভব॥

চিতান

বনে বনে যোগীর সনে রমাননে খাও আসব।
কখন বামন বলি-ছলন রাবণ-দমন লীলাসব॥১
গোচারণে বৃন্দাবনে রাখালসনে বংশীরব।
রাধাসঙ্গে পরম রঙ্গে বিরাজ করহে কেশব॥২
লোচন বলে লীলা প্রকাশ কর আর হে মাধব।
কর্ণধার হও আমায় কর পার ভবার্ণব॥৩

পয়ার

সূত কন মুনিগণ শুনহ স্বরূপ।
শশিধ্বজ কল্কী হেরে ধ্যানরূপ-রূপ॥
পূর্ণ ব্রহ্মময় খড়্গ-ধরাশ্ব-বাহন
ধনুর্ব্বাণকর চারু বরাঙ্গ-ভূষণ

রিপুনাশ সমুদ্যত জগতের পর।
বলেন তাঁহারে শশিধ্বজ নরবর ॥
এদেহে পুণ্ডরীকাক্ষ এই নিবেদন।
প্রহার করহ মম হৃদে এই ক্ষণ ॥
অথবাহে আত্মারাম ওহে হৃষীকেশ।
ভয়ে মম হৃদিতমে করহ প্রবেশ ॥
নির্গুণের গুণ তুমি বুঝ পরাত্মন্।
অদ্বৈতের হও নাথ অস্ত্রেতে তাড়ন ॥
নিষ্কামের জয়োদ্যোগ তব সেনাগণ।
লোকেতে দেখুক পরাত্মার সঙ্গে রণ ॥
পরবুদ্ধে যদি তুমি করহ প্রহার।
শিব-বিষ্ণু-ভেদ কৃত তাহাতে আমার ॥
শ্রীরামলোচন দাস কল্কি-গুণ গায়।
আজ্ঞা দিলা শ্রীলশ্রীতারকনাথ রায় ॥

রাগিণী ছায়ানট তাল জলদ তেতালা

করিলাম তো কালদমন। ধ্রু।
পবিত্র হইল আমার এদেহ-ভব-ভবন ॥

চিতান

সত্য ধর্ম্ম দুজনারে করিয়াছি আকর্ষণ।
তবেই পাইলাম হৃদে মুক্তিদাতা নারায়ণ ॥
এদেহ হইল ধন্য পুণ্যধাম এ জীবন।
কলত্র পুত্র বান্ধব পেয়া চিন্তামণিধন ॥ ২
গুরুদত্ত কৃপাবলে লাভ পরম রতন।
এখন চিরদিন হইল সুখী দীন শ্রীরামলোচন ॥

শশিধ্বজ কর্ত্তৃক কল্কী সত্যযুগ ও ধর্ম্মকে রাজধানীতে আনয়ন

রাজার এ বাণী যদি শ্রীহরি শুনিল।
অক্রোধীর শরীরেতে ক্রোধ উপজিল ॥
ধনু ধরি বাণে অরি করয় দমন।
সে প্রহার শশিধ্বজ করি অগণন ॥
কালান্তের কাল যেন সমর তেমন।
বাণ বর্ষে বারিধারা পর্ব্বতে যেমন ॥
বাণে ভেদ হৈয়া কল্কী কোপে কম্পমান।
দিব্য অস্ত্রশস্ত্রে যুদ্ধ করে অপ্রমাণ ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রে ব্রহ্মঅস্ত্র বায়ুতে পর্ব্বতে।
অগ্নিবাণে মেঘে আর পন্নগে বৈনতে ॥
এহিমত নানাবিধ অস্ত্রযুদ্ধ করে।
যুগান্তের তুল্য দেখে যত সুর নরে ॥
রণাগ্নিতে ব্যস্ত দেবগণ যত জন।
ভয়েতে করয়ে সবে গগনে গমন ॥
অতিঘোর যুদ্ধ বাসুদেব শশিধ্বজে।
নিরস্ত্রেতে বাহুযুদ্ধদ্বয় পদব্রজে ॥
পদাঘাত করাঘাত মুষ্টির প্রহার।
দেহেতে দেহেতে মহাযুদ্ধ দুজনার ॥
রাজারে করিলা হরি চপেটা-আঘাত।
মূর্চ্ছান্বিত হৈয়া ভূপ পড়িলা হঠাৎ ॥
মূর্চ্ছা ভাঙ্গি কোপ করি উঠিয়া তখন।
বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বয় মারে সেইক্ষণ ॥
সে প্রহারে কল্কী রণে মূর্চ্ছিত হইল।
গগনের চন্দ্র যেন ভূমে খসি পৈল ॥
ধর্ম্মকৃতযুগ দেখি মূর্চ্ছিত ঈশ্বর।
ত্বরান্বিত নিতে এল্যা হরির গোচর ॥
রাজা দেখি বক্ষস্থলে রাখি দুজনারে।
শ্রীহরিরে বক্ষে ধরি যায় নিজাগারে ॥
অন্য অন্য রাজা সঙ্গে করিতে সমর।
নিযুক্ত দেখিয়া গেলা উভয় কোঙর ॥
কল্কী সুরাধিপপতি সমরে জিনিয়া।
ধর্ম্ম সত্য যুগদ্বয় কক্ষেতে রাখিয়া ॥
হৃদয়ে উল্লাস সপুলক মহীশ্বর।
গৃহেতে আইলা তূর্ণ সুশান্তাগোচর ॥
বৈষ্ণবীগণের মধ্যে ললিতবদনা।
গান করে হরিগুণ নলিনী-নয়না ॥

তারে দেখি মহারাজ বলে প্রিয়বাণী।
সুপ্রিয় বচন শুন প্রাণেশ্বরী রাণী॥
দেবাদির স্তবন শ্রবণে ব্রহ্মময়।
জনম লইলা স্বয়ং সম্ভল-নিলয়॥
বিদ্যালাভ পরশুরামে পরে পরিণয়।
করিলেন ম্লেচ্ছ আর পাষণ্ডাদি-ক্ষয়॥
সেই কল্কী মম হৃদিস্থলেতে ধারণ।
করিয়াছি যুদ্ধচ্ছলে এথা আনয়ন॥
তব সেবা দর্শনার্থ এল্যা ব্রহ্মময়।
মম কক্ষে আর দেখ ধর্ম্মকৃতদ্বয়॥
হেদেগো সুশান্তে কান্তে কর দরশন।
সভক্তিতে অর্চ্চনা করহ তিন জন॥
নৃপমুখে শুনি রাণী বিনোদ বচন।
হরি ধর্ম্ম কৃত পতি করিলা বন্দন॥
রামা নাচে নিজ সহচরীগণ সঙ্গে।
বিলজ্জা শ্রীহরিগুণ গায় মনোরঙ্গে॥
ভূপাল তারকনাথ আজ্ঞা প্রকাশিলা।
শ্রীরামলোচন তেইশ অধ্যায় রচিলা॥

রাগিণী ভৈরবী

নমো নমো নারায়ণ শ্রীমধুসূদন। ধ্রু।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড দণ্ড-খণ্ডনকারণ॥

চিতান

অনন্ত অনন্তানন্ত অন্তরে থাক নিতান্ত।
কৃতান্ত-ভয় অত্যন্ত কর তুমি নিকৃন্তন॥
বাস তব নিরন্তরে জীবের অন্তরান্তরে।
অথচ থাক অন্তরে কেহ পায় না দরশন॥
লোচনে ইচ্ছা নিতান্ত হেদেহে কমলাকান্ত।
অন্তে আইলে কৃতান্ত অন্তরে দিও চরণ॥

সুশান্তার স্তব

পয়ার

সুশান্তা সুশান্তা কান্তা রাজার মহিলা।
ললনা সুনয়না সুবদনা সুশীলা॥
ভক্তি-অশ্রুপূর্ণা সকরুণে কন বাণী।
রাজরাণী সুকেশিনী যথা চক্রপাণি॥
সুশান্তা শ্রীহরি তরে করেন স্তবন।
জয় জয় জগৎপতি ঈশ সনাতন॥
অমরাধীশ সেবিত পদাব্জ-শোভন।
এহেন চরণ হৈল অবনীভূষণ॥
দাসীর অগ্রেতে কর কৃপা বিতরণ।
ত্যজ নিজ মায়া মোহ ওহে পরাত্মন্॥
তব বপু জগদ্রূপ সম্পদ-রচিত।
সতের মানসে সদা এইরূপ স্থিত॥
রতির পতির মন-মোহ-প্রদায়ক।
কাম লম্পটের তুমি সচেষ্ট শাসক॥
তোমার সুযশ জগতের শোকনাশ।
মৃদু কথা দানে কর প্রণয় প্রকাশ॥
সুধাতে অন্বিত তব হাস্য চন্দ্রাননে।
তব কর মঙ্গল-দায়ক ত্রিভুবনে॥
দুর্জ্জয় আমার পতি শুন ওহে হরে।
যদ্যপি তোমার সে অপ্রিয় কর্ম্ম করে॥
তোমার বর্জ্জিত শত্রু ত্যাগিতে নারিবে।
অবশ্য করুণাময় করুণা করিবে॥
যদি না করিবে দয়া দীনদয়াময়।
তবেতো এমন কর্ম্ম ঈশ্বরের নয়॥
অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব সংযুক্ত শরীর।
ধরণী জল অনল আকাশ সমীর॥
এই পঞ্চমাত্রা দিয়া দেহের উপায়।
প্রকৃতিতে নির্ম্মাণ হৈয়াছে এই কায়॥
লীলায় তব দৃষ্টিতে জগৎ স্থিতি লয়।
ত্রিগুণা তোমার মায়াধারে সর্ব্ব হয়॥

তব সেবা প্রার্থিতা আমারে কৃপা কর।
এই মম বাঞ্ছা মনে পরম ঈশ্বর॥
তব গুণালয় নাম কলিতে পাবন।
সভক্তিতে যে বা জন করয় কীর্ত্তন॥
ভব-ভয়-ক্ষয় তাপ তাপিতের নাশ।
সর্ব্বক্ষণ যে তোমার কীর্ত্তনে উল্লাস॥
সতের মান-বর্দ্ধন দেবতা-পালক।
সত্য যুগার্পক সর্ব্বকর্ম্মের পূরক॥
কলি-কুলান্তকরূপে সম্ভল-ভুবনে।
করিলা ম্লেচ্ছাদি ক্ষয় মহাঘোর রণে॥
আমার এ প্রাণপতি পুত্র পৌত্র ধন।
গজ রথধ্বজ ছত্র চামর ভবন॥
বিবিধ বিভব আর বিচিত্র আসন।
বিনা তব পাদদ্বয় সব অশোভন॥
তোমার জগতরূপ সহাস্য সুন্দর।
আনন্দিত মুখ তাহে এ সৌন্দর্য্য বর॥
যদি মম প্রিয় নহে ওরূপ তোমার।
সে দিন জানিবা হবে মরণ আমার॥
হয়চর ভয়হর কর হর মনন।
খরতর বরশর দশবল দমন॥
জয়-হত পরভব ভববর-নাশন।
শশধর শতসম রসভব-বদন॥
সুশান্তার এই স্তব করিল রচন।
আজ্ঞামত ভূপতির শ্রীরামলোচন॥

গান

আপনারে আপনি চিন না অন্যে কে চিনিবে বল। ধ্রু।
অচ্যুত অব্যয় অনুরূপ লোপশূন্য স্থল॥

চিতান

যবে হও মায়া-বিহীন নাহি রয় তোমার চিন।
মায়াশ্রিতে ভিন্ন ভিন্ন কায়া ছায়া স্থলজল॥
ভূত আবির্ভূত যবে স্বয়ং স্বয়ং বোধ হবে।
পঞ্চে পঞ্চে এক রবে লোচন হবে অচল॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

সুশান্তার শুনি স্তব সন্তোষ কমলাধব
বসিলেন ত্যজি রণসাজ।
সম্মুখে রাজরূপসী বামে সত্যযুগ বসি
দক্ষিণে বিরাজ ধর্ম্মরাজ॥
শশিধ্বজ রাজা পাছে সানন্দেতে বসিয়াছে
সলজ্জিত কন নারায়ণ।
কে তুমি কমলাননী নীলনলিনী-নয়নী
উদ্যতা করিতে মৎসেবন॥
একি দেখি অকস্মাৎ আছে আমার পশ্চাৎ
শশিধ্বজ বীর মহীপতি।
শুন সত্য যুগধর্ম্ম বুঝিতে নারিল মর্ম্ম
এলাম মোরা এ কার বসতি॥
ত্যাগ করি রণাঙ্গন এই শত্রুর ভবন
আইলাম বল কি কারণ।
শত্রুর কলত্র কেন উদ্যতা সেবনে হেন
আমি শত্রু-সাক্ষাতে এখন॥
শশিধ্বজ মহাবীরে দেখিয়া আমি অরিরে
মূর্চ্ছান্বিত ভূমিতে পতন।
বল শুনি কি লাগিয়া স্বকরের অস্ত্র দিয়া
না করিল কিহেতু নিধন॥
সুশান্তা হরিকে বলে স্বর্গে পাতালে ভূতলে
নরনাগ সুরাসুরগণ।
তুমি কল্কী নারায়ণ বল বল কোন জন
না করিবে তোমার সেবন॥
জগতের মিত্র হরি তোমারে দর্শন করি
শত্রুভাব থাকয়ে কাহার।
তাহে এই সুধাকূপ হেরিয়া তোমার রূপ
কে করিবে রিপু-ব্যবহার॥

তব সঙ্গে মম পতি শত্রুভাবে যুদ্ধ অতি
করিত হে করুণানিলয়।
ওহে জগদীশ বল তাহার আছে কি বল
তোমারে আনিতে নিজালয়॥
তব দাস মম স্বামী ও পদের দাসী আমি
প্রসন্ন হইয়া এ দুজনে।
কৃপা বিতরণ করি ওহে পরমেশ হরি
এল্যা দাস দাসীর ভবনে॥
ধর্ম্মরাজ পরে কয় শুন প্রভো কলিক্ষয়
রাজা রাণী এ দুইজনার।
ভক্তিতে চিত্ত নিপুণ গায় সদা রূপগুণ
ব্রহ্মময় কীর্ত্তন তোমার॥
ভক্তি দেখি দুজনার মহিষী আর রাজার
আনন্দিত হইল হৃদয়
কৃতার্থ কৃতার্থ আর সকৃতার্থ বারম্বার
আমি হইলাম ব্রহ্মময়॥
সত্যযুগ হরি তরে স্তুতি প্রণতি নিকরে
পাদপদ্মে করে নিবেদন।
দাসদাসী দুইজন করিয়া তব দর্শন
সন্তোষ হইল মম মন॥
তারকনাথ ভূপতি করি কৃষ্ণে ভক্তি অতি
দীন দাস প্রতি আজ্ঞা দিল।
জ্ঞানহীন অভাজন কল্কীর গুণকীর্ত্তন
শ্রীরামলোচন বিরচিল॥

গান

রাগিণী ভৈরবী

হরি করি পরিণয় সুলগ্ন সময়। ধ্রু।
লক্ষ্মী নারায়ণদ্বয় মিলন হও উভয়॥

চিতান

সহস্র দল-কমলে ছায়ামণ্ডপ-মণ্ডলে।
সে অতি গোপন স্থলে উদ্বাহ নির্ব্বাহ হয়॥
বিবেক বেদাদি মন্ত্র বাজাইবে নানা তন্ত্র।
শ্রীনাথ পড়াবে মন্ত্র পুরোহিত মহাশয়॥
বলে শ্রীরামলোচন হইবে আমার মন।
আনন্দেতে সুমগন এ বিহা মঙ্গল ময়॥

রমার বিবাহ

পয়ার

শশিধ্বজ মহীপাল করে নিবেদন।
দণ্ডে মোরে দণ্ড কর ওহে সনাতন॥
তব সঙ্গে সমর করিল ধনু ধরি।
ক্ষমাকর ক্ষমাময় দাসে দয়া করি॥
কামাদি রিপুর দ্বারে আর অহঙ্কারে।
শত্রুভাব করিয়াছি প্রভোহে তোমারে॥
এ সব বচন শুনি হরি হাসি কন।
পুনঃ পুনঃ বল তুমি জিনিয়াছ রণ॥
পরে শশিধ্বজ রাজা নিজ পুত্রগণ।
যুদ্ধ হৈতে ডাকিয়া আনিল নিকেতন॥
সুশান্তার অভিমত রমা নন্দিনীরে।
সম্প্রদান করে রাজা হরিষে কল্কীরে॥
শশিধ্বজ সবারে করিলা আবাহন।
মরু দেবাপি বিশাখযূপ ভূপগণ॥
যুদ্ধ ত্যজি সকলে করিল আগমন।
অসংখ্য সেনা সহিতে রাজার ভুবন॥
গজাশ্ব রথ পদাতি ছত্র রথচয়।
বিবাহ উৎসবে সবে এল নৃপালয়॥
শঙ্খ ভেরি মৃদঙ্গ বাজিছে তুরী আর।
নৃত্য গীত কুলাঙ্গনা দিতেছে জোকার॥
রমা সহ কল্কি-উদ্বাহ সুখময়।
সভা করি বসিলেক যত ভূপচয়॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি করি।
নানা বস্ত্র খাদ্য দেয় নৃপতি কেশরী॥

সে সভায় শোভে কল্কী কমললোচন।
নক্ষত্রের মধ্যে যেন শশীর শোভন॥
বিরাজে রাজাধিরাজ ঈশ্বর মোহন।
রমাপতি হেরি নৃপ আনন্দিত মন॥
ভূপালের আজ্ঞামত কল্কি-গুণ গায়।
শ্রীরামলোচন দাস চব্বিশ অধ্যায়॥

গান

কি ছিলা কি হৈলা এখন বুঝিলি না
ওরে ও মন। ধ্রু।
বহু পুণ্য সঞ্চয়েতে মানব-জন্ম-ধারণ॥

চিতান

তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম করিয়া ছিলা কুকর্ম্ম
এখন বুঝি ধর্ম্ম-মর্ম্ম যোগে পাবে নিরঞ্জন॥
পূর্ব্বে কত জন্মে জন্মে কুকর্ম্ম ভুঞ্জিয়া কর্ম্মে
এবে এ মানসী ধর্ম্মে কাট ভব-জ্বালাতন॥
শ্রীরামলোচন কয় বিবেক করি আশ্রয়
চলরে কৈবল্যালয় কাট গমনাগমন॥

শশিধ্বজ রাজার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত-কথন

পয়ার

সূত কহে মুনিগণ করহ শ্রবণ।
শশিধ্বজ সভামধ্যে বসিলা তখন॥
মুনিগণ দ্বারাতে কথিত ভক্তিনীতি।
কৃতধর্ম্ম সুশান্তাকে বলে যত ইতি॥
রাজগণ শশিধ্বজ নৃপে নিবেদন।
করি বলে সকলেই বিনয় বচন॥
শ্রীহরির শ্বশুর হইলা নৃপবর।
আমাদের হইয়াছে আনন্দ-অন্তর॥
আমরা নৃপতি আর ঋষি বিপ্রগণ।
ভুলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি সে কেমন॥
তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বিনয়ের দ্বারে।
হরিভক্তি লাভ তোমা হৈল কি প্রকারে॥
কাহাতে শিখিলা রাজা ভক্তি বিলক্ষণা।
কেমন সংসর্গে ছিলা ভূপ তা বল না॥
ত্রিজগজ্জনপাবনী ভক্তি-বিবরণ।
শুনিতে বাসনা মনে হৈয়াছে রাজন॥
ভাগবতী ভারতী এ ভব বিনাশিনী।
অমিয়া অন্বিতা ভাষা ত্রিতাপতারিণী॥
শশিধ্বজ রাজা কন শুন ভূপগণ।
আমার আর রাণীর বিক্রম-কথন॥
আমরা দম্পতী হরিভক্তির লক্ষণে।
জন্ম কর্ম্মের বৃত্তান্ত রাখিয়াছি মনে॥
পূর্ব্বে সহস্রযুগান্তে গৃধ্র ছিলাম আমি।
গৃধ্রী ছিল রাণী ইহা জানি অন্তর্য্যামী॥
দুর্গন্ধ-পূরিত মাংস করিত ভোজন।
বৃক্ষে বাসা করিয়া ছিলাম দুই জন॥
যথেচ্ছা চরিত দুয়ে সর্ব্বত্র বিহার।
মৃতার দুর্গন্ধ মাংস করিতাম আহার॥
একদিন এক ব্যাধ মাংস-আশী হৈয়া।
আমাদের দুজনার পুষ্টাঙ্গ দেখিয়া॥
আহারের বস্তু রাখে মোদের সাক্ষাতে।
দেখি লোভ দুয়ে তাহে পড়িল হঠাতে॥
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া স্ত্রী পুরুষ-দ্বয়।
মাংস আহারের হেতু পতন উভয়॥
ব্যাধের পাশেতে বদ্ধ হইলাম তাহায়।
তূর্ণ আসি ব্যাধ বান্ধিলেক পাখা পায়॥
আমাদের ধরি নিয়া গণ্ডকীনীরে।
শিলায় মস্তক চূর্ণ করিল অচিরে॥
চক্রাঙ্কিত শিলাস্পর্শে মরিলাম তখন।
করিলাম জ্যোতির্ম্ময় বিমানারোহণ॥
সদ্য চতুর্ভুজ হৈয়া বৈকুণ্ঠ নিলয়।
গেলাম দম্পতী অতি আনন্দ-হৃদয়॥

তথা থাকি শত যুগ ব্রহ্মলোক পরে।
ছিলাম পঞ্চশত যুগ বিধির নগরে॥
তথা হৈতে দেবলোকে যুগচতুঃশত।
মহানন্দে দুই জন করিয়া বসত॥
পরে এ মহীমণ্ডলে হৈল মহীশ্বর।
নিবেদন নিজ-কথা সবার গোচর॥
হরি অনুগ্রহে শালগ্রাম শিলাস্পর্শে।
জাতিস্মর সব কহিলাম মনোহর্ষে॥
গণ্ডকীর সলিল-মাহাত্ম্য কথাদ্ভুত।
শালগ্রাম শিলাস্পর্শ ফল সে বহুত॥
নাহি জানি বাসুদেব-সেবাতে কি হয়।
সেবার মাহাত্ম্য কিছু নাহিক নির্ণয়॥
নাচে গায় ধরণীতে লুটে স্থির রয়।
সাক্ষাতে এ কল্কী দেবরূপে কলিক্ষয়॥
পূর্ব্বেতে ব্রহ্মার মুখে শুনি বিবরণ।
বলিলাম নৃপগণ সভার সদন॥
ভূপালের আজ্ঞা অনুসারেতে লোচন।
কল্কি-পুরাণের গান করিল রচন॥

গান

মন শুন ভক্তি-লক্ষণ। ধ্রু।
যাহে হবে জীবন্মুক্ত ছেদ এ ভব-বন্ধন॥

চিতান

কর শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পাপ পুণ্য এ দুজন।
করি শ্রীপদে অর্পণ বাসনা কর বঞ্চন॥
পঞ্চদেব ঐক্য করি সব জান এক হরি।
ভেদজ্ঞান নাহি তার একথা বেদে লিখন॥
শ্রীরামলোচন বলে ঘটে ঘটে যেন জলে।
করিলে তা একস্থলে একি জন সম্মিলন॥৩

শশিধ্বজ রাজা রাজগণকে হরি-ভক্তি ও ভক্তলক্ষণ কহেন

লঘু ত্রিপদী

দেখিতে কৌতুক বিবাহে যৌতুক
শশিধ্বজ কল্কিবরে।
অযুত কুঞ্জর লক্ষ অশ্ববর
দেন পরম আদরে॥
ষট্‌সহস্র মান দিলেন বিমান
করি ভক্তি নতি অতি।
দিল ছয় শত দাসী শ্রদ্ধামত
পীনস্তনী সুযুবতী॥
নানা রত্ন ধন দিয়া অগণন
শশিধ্বজ নরবর।
আপনাকে ধন্য করে রাজা গণ্য
সবান্ধবে হৃষ্টান্তর॥
সভাসদগণ পূর্ব্বের কথন
শশিধ্বজ ভূপতির।
শুনিয়া বিস্ময় যত রাজচয়
হৈল পুলকশরীর॥
কল্কীর স্তবন ধ্যানাদি মনন
প্রশংসা করে সকলে।
পুনঃ রাজগণ শশিধ্বজে কন
স্তুতিনতি বাক্‌কৌশলে॥
ভক্তির লক্ষণ ভক্ত কোন জন
হরি ভক্তি কি বা হয়।
কি ভক্তি বিধান জানে মতিমান্
কি করে ভক্ত-নিচয়॥
কি করে ভোজন কোন ভক্ত জন
কোথায় বসতি তার।
কি কথা সে ভাষে মোদের সম্পাশে
বল রাজা সে বিস্তার॥

তুমি জাতিস্মর তব অগোচর
কিছু নাহি নরেশ্বর।
কৃষ্ণের কৃপায় জান সমুদয়
জগত পাবন কর ॥
ভূপচয় যত নিবেদিল তত
শুনি শশিধ্বজ ভূপ।
প্রফুল্ল বদন হইল তখন
আনন্দে পূর্ণ স্বরূপ ॥
ধন্য বাদ করি নৃপতি কেশরী
রাজগণ সম্বোধিয়া।
ব্রহ্মতে শ্রবণ আছে যে কথন
তাহা বলি বিস্তারিয়া ॥
শশিধ্বজ কন ব্রহ্মার সদন
সভা-মধ্যে ঋষিগণ।
সনক নারদ অতি বিশারদ
কহিলেন যে কথন ॥
তাঁদের কৃপায় শুনি সে সভায়
যে সকল বিবরণ।
সে সকল বাণী বলি আমি জানি
রাজারা কর শ্রবণ ॥
সে সভা-মণ্ডলে নারদকে বলে
সনক ঋষি তখন।
করহ বর্ণন ভক্তির লক্ষণ
শ্রীহরির সে কেমন ॥
তারক নৃপতি দিলা অনুমতি
লোচন রচনা ভাষে।
করহ শ্রবণ সভাসদগণ
নিবেদি সভাসম্পাশে ॥

গান

ভৈরবী

পূজা কর পরাত্মার মনরে আমার। ধ্রু।
অন্তরে মানসে বাহ্যে দিয়া নানা উপহার ॥

চিতান

হৃদয়কমলোপরে ধ্যান করি জলধরে।
মানসে পূজি অন্তরে হব ভবসিন্ধু পার ॥
বাহ্যে গৃহেতে বিগ্রহ স্থাপিয়া কমলা সহ।
করিয়া দ্রব্যসংগ্রহ পূজ দিয়া উপচার ॥
বলে শ্রীরামলোচন জীবন্মুক্ত সেই জন।
বাহ্য অন্তরে পূজন সংসারে পাবে নিস্তার ॥

পয়ার

নারদ বলেন শুন সনক সুধীরে।
ছয় ইন্দ্রিয়-দমন করিবে শরীরে ॥
গুরুতে করিবে ন্যাস দেহে বিচক্ষণ।
গুরু প্রসন্নেতে হরি সুপ্রসন্ন হন ॥
প্রণব অনল-ভার্য্যা করি উচ্চারণ।
মবর্ণ তাহার মধ্যে করিবে স্মরণ ॥
অনন্যবুদ্ধিতে মনে ভাবনা করিবে।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীস্নানবসনে পূজিবে ॥
পদাদি শিরঃপর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
হৃৎপদ্মে করিবে ধ্যান সভক্তি অন্তর ॥
বাক্য মন বুদ্ধীন্দ্রিয় সহিত যতনে।
করিবে আত্ম-অর্পণ হরির চরণে ॥
বিষ্ণু কল্কী অনন্তের অঙ্গ দেবগণ।
ভক্তিতে করিবে পূজা করিয়া যতন ॥
সেব্য হন কৃষ্ণ আমি সেবক তাঁহার।
তাঁর আত্মমূর্ত্তি হয় অন্য দেবতার ॥
অবিদ্যার দ্বারে বলে দ্বৈত এ সংসার।
ভক্তের হরিতে জ্ঞান অদ্বৈত-প্রচার ॥
তাহাতে সেব্য-সেবক ভাবে ভক্তগণ।
মন দিয়া শুন সব ভূপ বিবরণ ॥
বিষ্ণুকে স্মরণ করে ভক্ত মতিমান্।
ভক্তেরা সতত করে শ্রীহরির গান ॥
শ্রীহরির কর্ম্ম করে যত ভক্তচয়।
তাহাতে তাদের সদানন্দ সুখোদয় ॥

নৃত্য করে ভক্তগণ উন্মাদ যেমন।
কখন হাসয় আর করয় রোদন॥
কখন ভূমিতে লুটে ভুলে আপনারে।
নিজ স্বভাবের ভাব বুঝিতে না পারে॥
এমত ভগবদ্ভক্তি অব্যভিচারিণী।
দেবাসুর নর আদি পবিত্রকারিণী॥
সে ভক্তি পরমা নিত্যা ব্রহ্ম প্রকাশিনী।
শিব বিষ্ণু ব্রহ্মরূপা বেদবিধায়নী॥
ভক্ত সব সত্ত্বগুণ করিবে ভরসা।
রজ-গুণে হয় সদা ইন্দ্রিয়লালসা॥
তমসা ঘোর সঙ্কল্প দ্বৈত তার অন্তর।
তাহার জানিবা গতি প্রমত্ত কুঞ্জর॥
সত্ত্বগুণে পরম নির্গুণ লাভ হয়।
রাজসে বিষম স্পৃহা জানিবা নিশ্চয়॥
তামসেতে অবলম্বী হয় যেই জন।
সংসার দ্বৈত ভাবেতে নরকে গমন॥
হরির উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট ভক্তগণ।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য বস্তু করায় ভোজন॥
সাধকের এ আহার শুন ভূপচয়।
নারদ ব্রহ্মার সভাস্থলে কয়॥
ইন্দ্রিয় প্রীতি-জনন করয় ভোজন।
যাহে হয় শুক্র শোণিতের বিবর্দ্ধন॥
রাজসগণের ইহা সতত হবন।
কেবল আয়ু আরোগ্য বর্দ্ধন কারণ॥
তামসগণের শুন কদর্য্য আহার।
অম্লোষ্ণ কটুতা তিক্ত দগ্ধ দ্রব্য আর॥
পর্য্যুষিত দুর্গন্ধ পবিত্র বস্তু যত।
ইহাই ভোজন তামসের অভিমত॥
সাত্ত্বিকগণের বাস সতত কাননে।
রাজসনিবাস গ্রামে শুন ভূপগণে॥
দ্যূতক্রিয়া মদিরাদি সদনে নিবাস।
তামসগণের ইহা জানিবা নির্য্যাস॥

অযাচক সেবকেরে হরি কদাচন।
নাহি করে কোন বস্তু দান-বিতরণ॥
তথাপি উভয় অতি শাশ্বতী প্রণয়।
হরি আর সেবকের অপূর্ব্ব উদয়॥
ভগবত ঈশ্বরের গুণের কথন।
সুরগণ তরে কহি নারদ তখন॥
ইন্দ্রের পুরীতে শীঘ্র করিলা গমন।
ভূপগণ কহিলাম ভক্তের লক্ষণ॥
ভূপতির আজ্ঞামত শ্রীরামলোচন।
পঁচিশ অধ্যায় গান করিল রচন॥

রাগিণী ভৈরবী

কর বেদ আচরণ গৃহধর্ম্মে ওরে মন। ধ্রু।
শ্রুতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মর্ম্ম ভাব-জলধি-লঙ্ঘন॥

চিতান

কর রে বেদ আচার যেই ধর্ম্ম লিখে যার।
অন্যথা না কর তার হইবে অধঃপতন॥
যোগ করিবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিগণ মহারণ।
বৈশ্যের বাণিজাধন শূদ্র ব্রাহ্মণ-সেবন॥
বলে শ্রীরামলোচন বেদরূপী নারায়ণ।
কর রে তাঁরে ভজন মোচন ভব-বন্ধন॥৩

পয়ার

শশিধ্বজ রাজা বলে শুন রাজগণ॥
শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম কথা সব বলিল এখন॥
ভক্তিতে ভক্তের কথা বলিলাম সার।
আর কি বলিব বল কথা আছে আর॥
রাজগণ বলে রাজা বৈষ্ণব-প্রধান।
সর্ব্বতত্ত্ব হিতে রত তুমি জ্ঞানবান॥
যুদ্ধেতে আবেশ এত কি জন্য তোমার।
প্রাণি-অঙ্গ হিংসা কর একি ব্যবহার॥

প্রায় সাধুলোক জীবহিতের কারণ।
প্রাণ বুদ্ধি ধনে বাক্যে সাধু যেই জন॥
শশিধ্বজ রাজা কন শুন ভূপচয়।
দ্বৈতপ্রকাশিনী রূপা প্রকৃতি যে হয়॥
ত্রিগুণা কামরূপিণী স্বভাব নির্ম্মল।
সেইত প্রসবে বেদ জগত সকল॥
বেদ হয় ত্রিজগতে ধর্ম্মের শাসন।
তাহার দ্বারাতে সব অধর্ম্ম নাশন॥
কামী বিষয়ী লোকের মঙ্গল-কারণ।
সেই করে সর্ব্বজনে ভক্তি বিতরণ॥
বাৎস্যায়ন আদি মুনি আর মনুগণ।
এ সকল হয় সদা বেদ-পরায়ণ॥
ঈশ্বরের পূজা করে বেদবাক্য মত।
বেদ অনুগত মত আমার তাবত॥
রণপ্রিয় আমি হৈ এই সে কারণ।
যে করয় হিংসা তারে হিংসি ততক্ষণ॥
অবধ্যকে বধে যেই ধর্ম্ম নৃপচয়।
বধ্যকেও রক্ষণে তা জানিবা নিশ্চয়॥
ইহা কহিলেন ব্যাস বেদ-পরায়ণ।
প্রায়শ্চিত্ত ইথে নাই শুন নৃপগণ॥
এই হেতু তোমাদের সমরে দুর্জ্জয়।
বধ করিয়াছি আমি যত সেনাচয়॥
ধর্ম্ম সত্যযুগ আর কল্কী দেবতারে।
আনয়ন করিয়াছি আপন আগারে॥
মম মত এই ভক্তি কহিল এখন।
তোমাদের মত কি তা বল রাজগণ॥
আমি বলিলাম বেদবাক্য অনুসারে।
তোমরা ভূপালগণ সবার মাঝারে॥
বিষ্ণু যদি সর্ব্বময় হয় রাজগণ।
তবে কে কাহারে বল করয় নিধন॥
হন্তা বিষ্ণু হত বিষ্ণু তবে বধ কার।
যুদ্ধ-যজ্ঞাদিতে বধ বাধা কি আমার॥
বেদের শাসন ইহা করিলে পৌরুষ।
ইহা বলে মুনি আর মনু চতুর্দ্দশ॥
ইথে যুদ্ধে যজ্ঞে ভজি বিষ্ণু পরেশ্বর।
ভারতী মায়াশ্রয় বিধিতে তৎপর॥
শ্রীযুত তারকনাথ অবনীশাদেশে।
লোচন রচিল গান অশেষ বিশেষে॥

রাগিণী ভৈরবী

মন ভক্ত বিবরণ অমিয়া যেমন। ধ্রু।
শ্রবণে দুরিত হত গত অবিদ্যালাঞ্ছন॥

চিতান

ভক্ত অগতির গতি তথায় মরিলে গতি।
ভক্ত করে যথাগতি গতি কৈবল্য-ভুবন॥
যে মজে ভক্তের পায় সেহি মুক্তিপদ পায়।
নাহি তায় অনুপায় ত্বরায় পায় হরি চরণ॥
বলে শ্রীরামলোচন হবে রে দুঃখ-মোচন।
ভাব রে পদ্মলোচন গোপাল-গোপনন্দন॥

পয়ার

নিবেদন করেন সকল ভূপগণ।
বিষ্ণুভক্ত শশিধ্বজ রাজার সদন॥
গুরুর শাপেতে নিমি রাজার মরণ।
ভোগ-আয়তনেতে বিরাগ কি কারণ॥
শিষ্যশাপে মৃত বশিষ্ঠের কি প্রকার।
দেহ প্রাপ্তি হৈল রাজা তার পুনর্ব্বার॥
ভাগবতী মায়া সে দুর্ব্বোধ্যা বুঝা দায়।
সংসারেতে মোহ করে ইন্দ্রজাল প্রায়।
রাজগণে ই বাক্য শুনি পুনর্ব্বার।
শশিধ্বজ রাজা কন প্রত্যুত্তর তার॥
ভক্তিতে প্রবলা বুদ্ধি সতে শ্রেষ্ঠতর।
রাজগণে শশিধ্বজ বলে তদন্তর॥

তীর্থক্ষেত্রাদি যোগেতে বহু জন্ম পরে।
দৈবাৎ সাধু সঙ্গেতে ঈশাদৃষ্টি করে॥
তদন্তে সালোক্য পেয়া ভজে শ্রীহরিরে।
অনুপম ভোগ ভোগে সেই ভক্ত ধীরে॥
রাজস-কর্ম্মে তৎপর পূজা-পরায়ণ।
হরের্ন্নাম গায় রূপ করয় স্মরণ॥
অবতারানুকরণে সেই ভক্ত সব।
পর্ব্ব-ব্রত-আদি সদা করে মহোৎসব॥
ভাগবত-ভক্তি-পূজা পরানন্দময়।
মোক্ষ নাহি বাঞ্ছে দৃষ্টি মুক্তি-ফলোদয়॥
মুক্তগণ বহু জন্ম করয় ধারণ।
শ্রীহরির ভক্তি-ভাব প্রকাশ কারণ॥
হরিরূপ ক্ষেত্র তীর্থ পূত ধর্ম্মপর॥
সেবকেরা বুঝি ইহা নির্ম্মল অন্তর॥
সারাৎসার সেব্য-সেবকের হয় রূপ।
কহিলাম রাজগণ একথা স্বরূপ॥
যথা কৃষ্ণ অবতার করে রাজগণ।
তথাতে সেবক-ভক্ত করয় সেবন॥
এরূপে নিমিষে লীলা সে নিমি রাজনে।
সতত করয় দেখ ভক্তের লোচনে॥
মুক্ত বশিষ্ঠের দেহ ধরে এ কারণ।
শ্রীহরির ভজনে আদর প্রয়োজন॥
মাহাত্ম্য-ভক্তি ভক্তের এই রাজগণ।
কহিলাম বিস্তারিত সভাতে এখন॥
সর্ব্ব পাপ হরে হরি-ভক্তি-বিবর্দ্ধন।
ইন্দ্রিয়স্থ দেবতার আনন্দ-কারণ॥
কাম রাগ-আদি দোষ নাশে নৃপচয়।
সত্ত্ব করে মায়া আর মোহাদির লয়॥
নানাবিধ শাস্ত্র বেদ পুরাণ তাবত।
জল-নিধি তুল্য তাহে ব্যাখ্যামৃত মত॥
ব্যাস আদি মুনিগণ করিয়া মন্থন।
কৃষ্ণেতে অনন্যভাব নম্মী-উত্থাপন॥
করিয়া করিলা পান অমৃত সমান।
কোথা নাহি ইহার তুলনা দিতে স্থান॥
শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে এই নিবেদন।
তারক ভূপেরে কর ভক্তি-বিতরণ॥
এ ভূপের সঙ্গে রঙ্গে শ্রীরামলোচন।
ভক্তির প্রসঙ্গে করে পূর্ণাশ্রু-লোচন॥
শ্রীরামলোচন দাস কল্কিগুণ গায়।
ভক্ত মাহাত্ম্যের গান ছাব্বিশ অধ্যায়॥

গান

মন গৃহে নাহি ফল সকল বিফল।ধ্রু।
অসার সংসার-বাস বিনাশ করে কেবল॥

চিতান

রোগশোক চিন্তাপার এ সংসারে কি সুসার।
রুদ্ধ করে স্বর্গদ্বার মায়ার মোহে বিকল॥
কলত্র-সুত-ভবন ত্যাগিয়া বন-গমন।
কর রে পাপিষ্ঠ মন সংসারে রলি অচল॥
শ্রীরামলোচন বলে কাননে বসি বিরলে।
ভাব রে সহস্রদলে শ্রীকৃষ্ণপদ-কমল॥

শশিধ্বজ রাজার তপস্যা-গমনোদ্যোগ।

পয়ার

সূত কন মুনিগণ শুন অতঃপর।
নিজ কথা কহি শশিধ্বজ নরবর॥
সেইতো সভামণ্ডলে হৈয়া প্রীতিমন।
কৃতাঞ্জলি করি কহে কল্কীরে তখন॥
তুমিতো ত্রিলোকনাথ হও ব্রহ্মময়।
এ সব ভূপগণের তুমি সে আশ্রয়॥

আমাকেও এইরূপ জানিও শ্রীহরি।
তোমার পদ-কমলে নিবেদন করি ॥
তপস্যা করিতে যাব আমি হরিদ্বার।
মুনিগণ প্রিয়স্থান হলেও আমার।
এই মম পুত্র-শোক নাশিবা নিশ্চয়।
ইহারাও তব পদ-কমল আশ্রয় ॥
আমাকেও জান তুমি পূর্ণ ভগবান্।
পূর্ব্বকালে যেমত ছিলেক জাম্ববান ॥
দ্বিবিদ নিধন সর্ব্বজ্ঞাত সুরেশ্বর।
আমি কিবা নিবেদিব তোমার গোচর ॥
এত কহি মহিষী লইয়া মহীপতি।
গমন উদ্যত হইলেন শীঘ্রগতি।
লজ্জাতে অধোবদন শ্রীহরি তখন।
একি হৈল বলিয়া জিজ্ঞাসে রাজগণ ॥
কি কহিল ওহে হরি রাজা শশিধ্বজ।
শুনি কেন তব অধোবদন-পঙ্কজ ॥
ইহার কারণ বল করুণা নিলয়।
আমাদের মনে হরি হৈয়াছে সংশয় ॥
কল্কী কন রাজগণ করহ শ্রবণ।
তোমরা জিজ্ঞাস ভূপে সংশয়-ছেদন ॥
শশিধ্বজ মহারাজ মহাপ্রাজ্ঞ হয়।
আমার যে ভক্তি তাহা করেছে নিশ্চয় ॥
প্রশ্ন কর মহীপালে মহীপালগণ।
সকলি কহিবে রাজা সভার সদন ॥
কল্কীর আদেশ শুনি সকল ভূপতি।
পুনরপি জিজ্ঞাসিলা শশিধ্বজ প্রতি ॥
কি কহিলা শশিধ্বজ রাজা মহামতি।
শুনি কেন নম্রানন হৈলা রমাপতি ॥
শ্রীযুত তারকনাথ ভূপের আজ্ঞায়।
দীন শ্রীরামলোচন কৃষ্ণগুণ গায় ॥

—

গান

ভবজ্বরে কাতর হৈয়াছ তুমি মন আমার। ধ্রু।
শ্রীকান্ত চিকিৎসাকর্ত্তা সে করিবে প্রতিকার ॥

চিতান।

হৈয় না আজ্ঞা লঙ্ঘন করবে বিধি-লঙ্ঘন।
গুরুবাক্য উল্লঙ্ঘন করিলে নাহি নিস্তার ॥
লক্ষ্মীবিলাস ত্যাগ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে সেবিয়া।
যাবে রে আরোগ্য হৈয়া ব্রহ্মময়ের আগার ॥
লোচনের নাহি ভয় চিকিৎসক কৃপাময়।
দিবে নামৌষধিচয় হবে আরোগ্য তোমার ॥

—•—

দ্বিবিদ্ ও জাম্ববানের বরপ্রাপ্তি

লঘু-ত্রিপদী

নৃপগণের বচন সাদরে করি শ্রবণ
কহে শশিধ্বজ হর্ষান্বিত।
পূর্ব্বে রাম অবতারে মহা-সংগ্রাম মাঝারে
লক্ষণ বধিল ইন্দ্রজিত ॥
দারুণ রাক্ষস ছিল সেই তো মোক্ষ পাইল
দ্বিবিদ্ তা দেখিলা তখন।
অযাগারে ব্রহ্মবীর বধে বিমুক্ত শরীর
পাপগ্রস্ত হইলা লক্ষ্মণ ॥
তাহে ঐকাহিক জ্বর লক্ষ্মণে করে কাতর
শরীরেতে প্রবেশ করিয়া।
লক্ষ্মণে দেখি কাতর দ্বিবিদ্ ভিষগ্‌বর
লক্ষ্মণেরে রাখে শোয়াইয়া ॥
অশ্বিনীর অংশে জাত দ্বিবিদ্ ভুবনে খ্যাত
লিখি শ্রীরামের গুণ পত্র।
লক্ষ্মণ আছে শয়নে কাতরে ঊর্দ্ধ-বদনে
দ্বিবিদ দেখায় তাহা তত্র ॥
হেরি সে পত্র সত্বর লক্ষ্মণ হৈলা বিজ্বর
উঠিলেন হৈয়া বলধর।

শুন হে দ্বিবিদবর যে বাঞ্ছা তা লও বর
বলেন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।
লক্ষ্মণের বাণী শুনি দ্বিবিদ সে মহাগুণী
নিবেদয় হইয়ে অন্তর।
এ বর প্রার্থনা করি তব হাতে আমি মরি
হই মুক্ত এ দেহ বানর ॥
সমুদ্র উত্তর তীর দ্বিবিদ বানর বীর
ত্রৈকাহিক জ্বর নাশ করে।
লিখিয়া করি যতন যে না করে দরশন
মুক্তজ্বর হয় সেই নরে।
তাল-পত্রে মধুবর লিখিবেক যেই নর
বেঁধিবেক আপনার দ্বারে।
তার ত্রৈকাহিক জ্বর বিনাশ হবে সত্বর
নিরখিলে সে সব দুর্ব্বারে ॥
পুনঃ সুমিত্রানন্দন দ্বিবিদ বানরে কন
মম জন্মান্তরেতে মোচন।
হইবে হে কপি-বর যবে হব হল-ধর
বলরাম রোহিণী-নন্দন ॥
শুনি লক্ষ্মণের উত্তর সেই তো বানরবর
চির আয়ু সুস্থির তখন।
কালে বলরাম হাতে অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে
মোক্ষ পেলো হইয়া মরণ ॥
নামেতে লোমহর্ষণ তৎপুত্র সূতনন্দন
ক্ষেত্রে হৈল তাহার মরণ।
নৈমিষারণ্য মাঝারে বলাইর অস্ত্র দ্বারে
মুক্তাত্মা সে স্বেচ্ছাতে আপন ॥
পূর্ব্বকালে জাম্ববান্ বামনত্বে ভগবান্
উর্দ্ধগত চরণ তাঁহার।
করিলেক প্রদক্ষিণ সে ভল্লুক ভক্তাধীন
বলি সে আশ্চর্য্য সমাচার ॥
তাহারে হেরি বামন বলে সবিস্ময় মন
তোমায় দিব ইচ্ছাবর দান।
শুনিয়া হৈল তখন মহা সুহর্ষ-বদন
মন্ত্রিবর সেই জাম্ববান ॥
বলে তব চক্রাঘাতে আমার মৃত্যু নিশ্চিতে
হয় যেন জগৎ ঈশ্বর।
এ বাক্য বলে বামন জন্ম হইবে যখন
মম কৃষ্ণরূপে কপিবর ॥
বলি শুন তার ভেদ মম চক্রে শিরচ্ছেদ
হৈলে মোক্ষ হইবে তখন।
কৃষ্ণাবতারে ভুবিতে সূর্য্য-ভক্ত সত্রাজিতে
দুর্ব্বিবাদ মণির কারণ ॥
আমার ভাই তখন প্রসেনে করি নিধন
সিংহে নিবে স্যমন্তক মণি।
সিংহেরে করিয়া হত মণি নিবে জাম্ববত
মণি জন্য দ্বন্দ্ব এমনি ॥
অপযশ-ভয়ে ভীত কৃষ্ণ হৈয়া লজ্জান্বিত
করি সেই মণি অন্বেষণ।
জাম্ববানের সহিত হইলেক বিপরীত
পাতাল ভবনে মহারণ ॥
তারকনাথ ভূপতি অনুমতি দীনপ্রতি
করিলেন প্রসন্ন হইয়া।
শ্রীরামলোচন দাস করিলেক সুপ্রকাশ
কল্কিগুণ বিস্তার করিয়া ॥

গান

যাও হে শ্রীরাধাকিশোর। ধ্রু।
কে বলে হে ব্রহ্মময় তুমি বট গাভীচোর ॥
চিতান
সাধু তো নও কখনি আগে চুরি কর ননি।
যশোদা মারে নীলমণি দুহাতে বান্ধিয়া ডোর ॥
কীর্ত্তিচন্দ্র শ্রীনিবাস হরিলা গোপীর বাস।
ব্রহ্মময় কি উপহাস কু-যশের নাহি ওর ॥

তদন্তে গোপীর প্রাণ হরি মথুরা-পয়াণ।
কৈলা কমল-নয়ন সুযশ কি হবে তোর॥
বলে শ্রীরামলোচন তোমায় ধরিব যখন।
চোর বলি করি বন্ধন হৃদে রাখি করি জোর॥

মণিহরণ

পয়ার

কৃষ্ণচক্রে বন্ধন হইলে জাম্ববান।
জানিলেক আপন ঈশ্বর বিদ্যমান॥
মুক্ত হইলেক তূর্ণ মনে হরষিত।
হেরিলেক শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্মণ সহিত॥
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম দরশন।
করিয়া করিলা নিজাত্মজা সমর্পণ॥
মণি সহ জাম্ববতী করিয়া গ্রহণ।
আসিয়া শ্রীহরি পরে দ্বারকাভুবন॥
সভায় আনিয়া মোরে মণি কৈলা দান।
কহিলেন সকল বিস্তার মম স্থান॥
সেই আমি লজ্জাতে সকন্যা-মণি দান।
করিলাম শ্রদ্ধান্বিত শ্রীকৃষ্ণের স্থান॥
বিবাহে সকন্যা মণি দিলাম অমনি।
কন্যা নিলা হরি কিন্তু না নিলা সে মণি॥
সত্যভামা নিয়া মণি দিলেন আমারে।
দ্বারকা হইতে এল্যা হস্তিনা আগারে॥
শতধন্যা রাজা মোরে করিয়া নিধন।
সেই স্যমন্তক মণি করিল গ্রহণ॥
পূর্ব্বজন্ম কথা আমি জানি অন্তর্য্যামী।
কৃষ্ণাভিশাপেতে মোক্ষ না হইলাম আমি॥
এই হেতু কল্কী দেখি কৃষ্ণ ভগবান।
সত্যভামা রূপা রমা কন্যা করি দান॥
সুদর্শন-চক্রে মম আকাঙ্ক্ষা মরণ।
সমরে মরণবাঞ্ছা মুক্তির কারণ॥
ইথে এই জগত ঈশ্বর সনাতন।
কল্কী শুনিলেন নিজ শ্বশুর ঘাতন॥
এই হেতু অধোমুখ লজ্জা-ধর্ম্ম-ভীত।
সভাতে বসিয়া কল্কী রহিল নিশ্চিত॥
এ অতি আশ্চর্য্য কথা শুনি নৃপগণ।
বিস্ময়ে বসিলা সেই সভাতে তখন॥
কল্কি-গুণ গান শুনি যত মুনিচয়।
বেদধ্বনি করে সবে আনন্দ-হৃদয়॥
সুখদ ধন্য যশদ আখান আদরে।
কহিলেন শশিধ্বজ মহারাজ বরে॥
সুখ-মোক্ষ-দাতা লোক-হিতের কারণ।
মহা আনন্দদায়ক করিলে শ্রবণ॥
তারকনাথ মহীপ দিলা অভিপ্রায়।
লোচন রচিলা গান সাতাইশ অধ্যায়॥

রাগিণী ভৈরবী তাল ঠেকা

মন রমণীনয়ন হের না কখন। ধ্রু।
ভুরু ধনু পলকবাণেতে যাবে এ জীবন॥

চিতান

শুদ্ধ বিষ হলাহল নারীর নেত্রযুগল।
বৃষ্টি করি হৃদিস্থল বিনাশে পরাণ মন॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ নারীর গরলমাখা শরীর।
দেখি হইওনা অস্থির কৃত্রিম স্বর্ণবরণ॥
বলে শ্রীরামলোচন নারীর দুই লোচন।
হেরিও না এ লোচন এ দেহ তবে দাহন॥

বিষকন্যার উপাখ্যান

পয়ার

সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
পরে কল্কী মহাতেজা করিলা কেমন॥
শ্বশুর সে শশিধ্বজ মহানরবরে।
মিষ্ট বচনে বিদায় করিলা অপরে॥

বর পেয়া শশিধ্বজ করিলা গমন।
মায়াযোগী মায়াতরে করিয়া স্তবন॥
আপন ভার্য্যার সঙ্গে গেলেন কাননে।
ত্যাগি রাজা রাজ্য পদ তপস্যা কারণে॥
সেনাগণ সঙ্গে গেলা কল্কী পরেশ্বর।
কাঞ্চনি-পুরীতে মহা-আনন্দ-অন্তর॥
গিরি-দুর্গাবৃতা গুপ্ত সর্পেতে বেষ্টিত।
সদাবিষ বরষণ সেই তো পুরিত॥
সেই দুর্গ পুরীমধ্যে সহিতে সগণ।
রমাকান্ত পুরী মধ্যে করিলা গমন॥
বিষবাণে পুরী-দ্বার করিয়া ছেদন।
পুরীমধ্যে গিয়া হরি দেখিলা তখন॥
মণিকাঞ্চনে চিত্রিত নাগকন্যান্বিত।
হরি চন্দনের বৃক্ষ মনুজ-বর্জ্জিত॥
দেখি হরি হাসি কহে ওহে ভূপগণ।
কি আশ্চর্য্য পুরীমধ্যে করিল দর্শন॥
সর্পসহ বন্যপুরী লোক ভয়ঙ্করী।
নর-নাগিনী-বেষ্টিতা বলহ কি করি॥
রাজগণ মনে মনে করে ইতস্ততঃ।
কি মতে যাইব পুরে কল্কী অনুগত॥
কি করিব মনে মনে ভাবে চক্রপাণি।
হেনকালে তথায় শুনিলা দৈববাণী॥
সেনাসঙ্গে যাইতে নারিবে এ পুরীতে।
সেনা না বাঁচিবে বিষ-কন্যার দৃষ্টিতে॥
তুমি বিনে তথা নাহি অন্যে না বাঁচিবে।
কন্যাদৃষ্টিপাতে তথা তখনি মরিবে॥
শুনিয়া আকাশবাণী কল্কী সেইক্ষণ।
শুককে সহায় করি করিলা গমন॥
একা যায় খড়্গহস্তে হৈয়া হরষিত।
তুঙ্গ তুরঙ্গেতে হরি চলে ত্বরান্বিত॥
তথা গিয়া দেখে বীর সুন্দরী কামিনী।
মহা-মহা ধীরগণের ধৈর্য্য-বিনাশিনী॥
বিষ-কন্যা অলক্ষিতে হেরি লক্ষ্মীকান্ত।
রোদিত বদনে কহে কাতরা নিতান্ত॥
এই তো সংসারে মম হেরি দুনয়ন।
কত কত লোক ভূপ তেজিল পরাণ॥
ইহাতে আমি দুঃখিতা ওহে সুরবর।
তোমা দরশনে মম আনন্দ অন্তর॥
তব নেত্র-পদ্মদ্বয় সুধারসে মম।
প্লাবিত হইল ইথে তব পদে নম॥
কোথা আমি বিষনেত্রা দীনা অতিক্ষীণা॥
কোথা তবামৃত-দৃষ্টি পাবে এ মলিনা॥
কত তপস্যার ফলে তোমারে পাইল।
নাহি জানি কত জন্ম তপস্যা করিল॥
কল্কী জিজ্ঞাসেন বিষনেত্রারে তখন।
কে তুমি কাহার দারা বল বিবরণ॥
বল গো সুশ্রোণি তুমি করিয়া বিস্তার।
কোন হেতু হইয়াছে এ-গতি তোমার॥
আমাকে বল গো কোন কর্ম্মে এ প্রকার।
মৃগনেত্রা বিষনেত্রা কেন গো তোমার॥
হে তারকনাথ এ তারকনাথ ভূপে।
সুধানেত্রে দৃষ্টি কর এই ভবকূপে॥
ধরণী-ঈশ্বর করে আদেশ আমায়।
ইথে এ লোচনদাস কল্কি-গুণ গায়॥

গান ললিত

নিন্দা পরিহাস ভাষ ছাড়ি তুমি মন আমার ।ধ্রু।
ইহাতে হইবে নষ্ট কষ্ট পাইবে অপার॥

চিতান

বিধাতার সৃষ্টি হয় অন্ধ-পঙ্গু আদিচয়।
কেহ নিন্দনীয় নয় কর্ম্মভোগ যার যার॥
ইথে হয় অভিশাপ তাহে মহা মনস্তাপ।
এতো অতি মহাপাপ নাহি ইহাতে নিস্তার॥
শ্রীরামলোচন কয় স্বকর্ম্ম সাধিতে হয়।
কখন্ ভালে কি ঘটয় অভিপ্রায় বিধাতার॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী

বিষ-কন্যা বলে হরি পদে নিবেদন করি
কর দুঃখ দাসীর শ্রবণ।
চিত্রগ্রীব নামধর সুন্দর গন্ধর্ব্ববর
রূপ তার ভুবনমোহন॥
অভাগিনী দুঃখময়ী তার প্রিয় ভার্য্যা হই
সুলোচনা খ্যাত মম নাম।
পতিতে রতি কামদা ছিলাম অতি রসদা
শৃঙ্গারেতে না ছিল বিশ্রাম॥
একদিন পতিসঙ্গে বিমানেতে মনোরঙ্গে
গন্ধমাদনের কুঞ্জস্থলে।
কাম-কলাকুলা মন অনিবৃত্ত সুরমণ
দম্পতীর মন কুতূহলে॥
তথায় দেখি ঠাকুর বিকৃতাকার আতুর
যক্ষ মুনিবর আগমন।
রূপ-যৌবন-গৌরবে সকটাক্ষে হাসি সবে
মুনি পানে করি আলোকন॥
উপহাস বাণী মুনি আমার অপ্রিয় শুনি
কোপে শাপ দিলেন তখন।
কি কহিব রমাপতি এহেতু এই দুর্গতি
আমার এ বিষ দরশন॥
পতিতা হৈয়াছি দূরে কাঞ্চনী নাগের পুরে
নাগিনীতে আছি সুবেষ্টন॥
পতি-দেব-দ্বয় হীনা মনস্তাপে আছি দীনা
হইয়াছি গরল বর্ষিণী।
না জানি কি তপোফলে তুমি মম দৃষ্টি-স্থলে
এল্যা হরি হেরি অভাগিনী॥
হৈয়া শাপ-বিমোচন হৈল অমৃত লোচন
পতিলোকে করি হে গমন।
দূরেতে গেল বিষাদ শাপেতে হৈল প্রসাদ
তব পদ করি দরশন॥
হৈল পতির দ্বারায় আর শাপেতে আমায়
তবাতুল পদ আলোকন।
এই কহি সুলোচনা বিমানে আনন্দ-মনা
স্বর্গপুরে গেল সেইক্ষণ॥
শ্রীগুরুকে প্রণমিয়া ভূপালের আজ্ঞা নিয়া
ভাষাতে রচনা করে গান।
শ্রীরামলোচন দীন জ্ঞানবুদ্ধি দুই হীন
নিবেদয় সভা বিদ্যমান॥

গান

রাজ্যে অভিষেক মন কররে এখন। ধ্রু।
দেহ-দেশে সম্রাট্ করহ বিবেক রাজন॥

চিতান

এ অন্তর রাজধানী জ্ঞানসিংহাসন আনি।
উপনিষৎ রাজধানী দম্পতী হবে শোভন॥
যম-নিয়ম-আসন পাত্রমিত্র-বন্ধুজন।
সভায় সভাসদ্‌গণ কর ডাকি সংস্থাপন॥
শ্রীরামলোচন কয় মহামোহ পরাজয়।
হৈলে শীঘ্র ভাল হয় মুক্ত হবে এ জীবন॥

রাজগণকে রাজ্যাভিষেক

পয়ার

কাঞ্চনী-পুরের রাজা করে রমাপতি।
শান্ত-দান্ত সুধীমন্ত নামে মহামতি॥
অমর্ষ তাহার সুত অতি গুণধাম।
তাহার নন্দন ধরে সহস্রাক্ষ নাম॥
তাহার তনয় নাম বিশ্রুত ভূপতি।
অতি ধীর মহাবীর স্থির শান্তমতি॥
রাজগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ মরু নরবরে।
অযোধ্যাতে অভিষিক্ত করে পরেশ্বরে॥

পরে করিলেন হরি মথুরা গমন।
সূর্য্যকেতু নামে করে রাজা সে ভুবন॥
বারণাবতী হস্তিনা আর অরিস্থল।
মাকন্দ নামক আর দেশ অরিস্থল॥
এই পঞ্চ দেশে রাজা করিলা অচিরে।
তথা গিয়া কৃপা করি ভূপ দেবাপিরে॥
অপরে আইলা হরি শম্ভলনগরে॥
মহা-আনন্দিত মনে আপন বাসরে॥
শাম্ব পৌণ্ড্র পুলিন্দাদি সুরাষ্ট্র নামক।
মগধ-দেশ-বিখ্যাত মঙ্গলদায়ক॥
কবি-প্রাজ্ঞ সুমন্তকে করিলা প্রদান।
ভ্রাতৃবৎসলতা-ভাবে পূর্ণ ভগবান॥
কীকটমধ্য-কর্ণাট মান্দ্র মেঢ্র আর।
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ সগোত্রে রাজ্যভার॥
দিলেন করুণা করি জগত ঈশ্বর।
আপনে রহিলা নিজ শম্ভল-নগর॥
কঙ্ক কেল কলাপক দেশ ভগবান।
বিশাখযূপ ভূপেরে করিলা প্রদান॥
চোল-বর্ব্বর-কর্ব্বাখ্য দ্বারকা-ভুবন।
পুত্রগণে কল্কিদেব করিলা অর্পণ॥
পিতা তরে দিলা হরি নানা রত্নধন।
বিমলা ভক্তি তৎপরে করিয়া যতন॥
শম্ভল-গ্রামেতে প্রজা করিয়া স্থাপন।
পদ্মা-রমা সঙ্গে কল্কী গৃহে মগমন॥
চতুষ্পদ ধর্ম্ম সত্যযুগ পূর্ণময়।
রহিল আনন্দে সুখী হৈল জগত্রয়॥
দেবগণ যথোক্ত ফলদ ত্রিভুবনে॥
সর্ব্ব-শস্যা বসুমতী তুষ্ট সর্ব্বজনে।
শাঠ্য-চৌর্য্য-মিথ্যাহীন হৈল অবনিত।
সকল ভুবন আধি ব্যাধি-বিবর্জ্জিত॥
বিপ্রগণ বেদান্বিত সুমঙ্গলযুত।
সন্ধ্যা-গায়ত্রীতে রত পরম অদ্ভুত॥
নারীগণ সুচরিত্রা ব্রত-পরায়ণা।
হরি-পূজা-পরা পতিব্রতা সুললনা॥
ক্ষত্রিগণ যাগান্বিত পরম পবিত্র।
বৈশ্যের বাণিজ্য সদা গান হরি-গীত॥
বিষ্ণু-পূজা-পরা ধরা শূদ্র বিপ্রভক্ত।
দ্বিজসেবা করে হরি-কথাতে আসক্ত॥
ধরাপতি দীনপ্রতি আজ্ঞা দিলা ত্বরায়।
লোচন রচিল গান আটাইশ অধ্যায়॥

রাগিণী ভৈরবী তাল ঠেকা

মহামায়া নমস্কার মহিমা অপার। ধ্রু।
মহামায়া দ্বিধা ছায়া বিদ্যা-অবিদ্যা-আকার॥

চিতান

বিদ্যা ত্রিলোকতারিণী অবিদ্যা সর্ব্বনাশিনী
দ্বয়রূপা বিনাশিনী মায়া-ভাব চমৎকার।
মহাবিদ্যা রূপা জিনি মায়া-বীজ-স্বরূপিণী
সংসার-ভারনাশিনী ব্রহ্মময়ী সারাৎসার॥
মায়ায় ত্রিলোক ভুলে তিনি হৈলে সানুকূলে
তরে ভবার্ণবকূলে যাইতে পারে হৈয়া পার॥
লোচনেরে মহামায়া দে মা রাঙ্গা পদচ্ছায়া
তবে সে ছাড়িয়া কায়া হবে নির্ব্বাণ আমার॥

মায়ার স্তব

পয়ার

সৌনক সূত সমীপে করে নিবেদন।
শশিধ্বজ রাজা করি মায়ার স্তবন॥
কোথায় গমন ভূপ করিল অপরে।
মায়ার স্তব কেমন বলহ সত্বরে॥
সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
মার্কণ্ডেয় জিজ্ঞাসিলা শুকের সদন॥
শুক কহিলেন মহামায়ার স্তবন।
পড়েছি শুনেছি তাহা বলি এহি ক্ষণ॥

সর্ব্বকাম-প্রদ লোকে পাপ তাপ হর।
সেহি স্তব বলি আমি সবার গোচর ॥
ভল্লাটনগর ত্যাগি বিষ্ণুভক্ত বীর।
বনেতে গেলেন শশিধ্বজ মহাধীর ॥
নিজ সংসাররক্ষার্থ মায়ার স্তবন।
সভক্তিতে করে মহারাজ সুভাজন ॥
প্রণব-আকারা মায়া বীজের আকারা।
বিশুদ্ধাত্মা সর্ব্বময়ী সত্বসারাৎসারা ॥
বেদবোদ্ধা ব্রহ্মা আদি বেদের জননী।
তন্মাত্ররূপিণী তন্বী বহ্নির ঘরণী ॥
দেবগন্ধর্ব্ব সিদ্ধের বন্দ্যা হাস্যাননা।
সভক্তিতে করি আমি তোমার বন্দনা ॥
লোকাতীতা দ্বৈতভীতা করিগো স্তবন।
সর্ব্বভূতে ভব্যা মাসসংখ্যার কারণ ॥
বুধে গীতাকালের কল্লোললোলাপরা।
নীলাপাঙ্গী সংসারদুর্গমে ক্ষিপ্তকরা ॥
পূর্ণা প্রাপ্যা দ্বৈতলভ্যা শরণ্যা বিহিতা।
আদি অন্ত আর মধ্যস্থলে তুমি স্থিতা ॥
কালদৈব-কর্ম্মোপাধি বিশিষ্টকারিণী।
প্রণাম তোমারে তুমি ত্রিলোকতারিণী ॥
ভূমি গন্ধ রসাপ প্রতিষ্ঠারূপা পরা।
তেজময়ী রসস্পর্শ সর্ব্বরূপ-ধরা ॥
আকাশশব্দভেদিনী নানাভাতি ত্বয়ী।
তুমি আদ্যা বিশ্বরূপা পূর্ণব্রহ্মময়ী ॥
তুমিতো সাবিত্রী সর্ব্বস্বরূপা ভবানী।
ভূতেশের পত্নী পরা শ্রীপতির বাণী ॥
শক্র-শচীরূপা দেবী ব্রহ্মার ঘরণী।
মহামায়া মায়াময়ী পতিতপাবনী ॥
বালা যুবতী যৌবনা বৃদ্ধাস্বরূপিণী।
নানাযোগযাগবেত্তা ধর্ম্মবিচারিণী ॥
বরণ্যা বরদা তুমি লোকে সিদ্ধা বরা।
সাধ্বী ধন্যা লোকমান্যা সুকন্যা সুপরা ॥
চণ্ডী দুর্গা কালিকা কালিকাখ্যা কালীময়ী।
নানাদেশী রূপা ভাতি দেশরূপা ত্বয়ী ॥
দেবদেবীগণ করে পদাব্জ-বন্দন।
তোমার মহিমা সীমা বেদে অগণন ॥
হৃদয়কমলে যদি ভাবে ভক্তি করি।
শুক-কৃত এ স্তবন হৃৎকমলে স্মরি ॥
শ্রুতিযুগ-কুহরেতে প্রবেশিলে স্তব।
উপজে ধর্ম্মসম্পদে বিবিধ বিভব ॥
জগতের আদ্যা সিদ্ধি করয় তাহার।
সর্ব্বকর্ম্ম লাভ তার প্রসাদে মায়ার ॥
শুকদেবের ভাষিত মায়ার স্তবন।
মার্কণ্ডের আদি করি ভক্তিতে শ্রবণ ॥
সিদ্ধিলাভ করে আর রাজা শশিধ্বজ।
পাঠ করি মায়াস্তব ভাবি পদরজ ॥
কোকামুখে তপ করি হরিকে কাননে।
সুদর্শনে হত গেলা বৈকুণ্ঠ-ভবনে ॥
শ্রীরামলোচন বটে ভূপের আজ্ঞায়।
মায়াস্তব সমাপন ঊনত্রিশ অধ্যায়।

গান

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা

যজ্ঞে পূজ যজ্ঞেশ্বর দেব পরাৎপর। ধ্রু।
যজ্ঞপতি যজ্ঞভুজ যজ্ঞকর্ত্তা যজ্ঞহর ॥

চিতান

কংশ-যজ্ঞ-ধ্বংসকারী বলি যজ্ঞে যজ্ঞহারী
যজ্ঞপত্নী অন্নাহারী যজ্ঞানন্দ যজ্ঞকর ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে রত সদা তুষ্ট যাগব্রত
যাজ্ঞসেনী অনুগত যজ্ঞহন্তা ঘরহর ॥
সেই যজ্ঞ সমাপন পূজাহুতি এহি ক্ষণ
বলে শ্রীরামলোচন কর জন্মদুঃখ হর ॥

বিষ্ণুযশ যজ্ঞ করেন

পয়ার

সূত ভাষে মুনিগণ সম্ভাষে অপর।
শশিধ্বজের মোক্ষণ শুনিলা সত্বর ॥
কল্কীর মহিমা সীমা শুন বুধজন।
বেদধর্ম্ম সত্যযুগ দেবলোকগণ ॥
হৃষ্ট পুষ্ট সুসন্তুষ্ট শিষ্টতা আচার।
হইলা রাজ্যেতে কল্কী করিলা বিচার ॥
নানা দেবাদি-বেষ্টিত ভূষণে ভূষিত।
সবার আনন্দ মন সন্তাপ-বর্জ্জিত ॥
ইন্দ্রজালিক বৃত্তিক পূজক যে জন।
পাষণ্ড বঞ্চক মায়ামোহে যার মন ॥
সকলি বিনাশ হৈল প্রতাপে কল্কীর।
ধরণীতে ধন্য ধন্য সকলে সুধীর ॥
তিলক-চন্দনাঙ্কিত অঙ্গে সবাকার।
অধিকারে বিষ্ণুভক্ত কল্কী দেবতার ॥
শম্ভলে নিবাস কল্কী হৈয়া হরষিত।
মহা আনন্দিত পদ্মা-রমার সহিত ॥
দেবদ্বিজ-হিতকারী পুত্রের সদন।
যজ্ঞবাঞ্ছা বিষ্ণুযশ কহেন বচন ॥
তাহা শুনি কহে কল্কী হরিষে পিতারে।
ধর্ম্মকামসিদ্ধি হেতু যজ্ঞ করিবারে ॥
রাজসূয় বাজপেয় অশ্বমেধ যাগ।
নানা যজ্ঞকর্ম্ম তন্ত্রে কর অনুরাগ ॥
যজ্ঞপতি শ্রীহরিকে করহ ভজন।
পিতাতরে কল্কী ইহা করে নিবেদন ॥
পুত্রাদেশে মনোল্লাসে বিষ্ণুযশ পরে।
করি মহা সমারোহ যাগযজ্ঞ করে ॥
কৃপারাম বশিষ্ঠাদি ব্যাস ধৌম্যবর।
ক্রতু দ্রোণ অশ্বত্থামা মধু বিদ্যাধর ॥
ছন্দ মন্দপাল আদি যত মুনিচয়।
সকলেই বসিলেন তপে তেজোময় ॥
গঙ্গা যমুনাতে স্নান করিয়া সাদরে।
দক্ষিণাতে অর্চ্চনা করেন বিপ্রতরে।
চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় পিষ্টকাদি যত।
মধুমাংস মূলা আর ফল কত মত ॥
বিধিমত করাইলা ব্রাহ্মণভোজন।
সর্ব্বযাগ সমারোহে করে সমাপন ॥
বহ্নি বরুণেতে পাক বস্তু যে সকল।
সদন্ন সঘৃত আর সলিল শীতল ॥
করায় বিপ্রভোজন করিয়া তোষণ।
নানাবাদ্য নৃত্যগীতে যজ্ঞ সম্পাদন ॥
রম্ভাতাল ধরে নন্দী হুহুগায় গীত।
নৃত্য করে আনন্দেতে অতি সুললিত ॥
কল্কী কমলপত্রাক্ষ করি প্রযতন।
বহুমূল্য ধন করে বিপ্রে বিতরণ ॥
স্ত্রী বাল স্থবির আদি করি যত জন।
যথোচিত সকলেরে করে বিতরণ ॥
সুপাত্রে ব্রাহ্মণে দান করেন ঈশ্বর।
মহা আনন্দিত হৈল সবার অন্তর ॥
সেইতো সভামণ্ডলে যত বিপ্রগণ।
পূর্ব্বরাজগণ-কথা করি উচ্চারণ ॥
কেহ হাসে কেহ গায় কেহ খেলা করে।
সকলে আনন্দমন সভা অভ্যন্তরে ॥
এমন সময় তথা হৈলা উপনীত।
তম্বুরু নারদ মুনি সুরাদিপূজিত ॥
পিতাসহ কল্কী মহা হরিষে তখন।
বিধিমত মুনিবরে করেন পূজন ॥
বিনয়েতে বিষ্ণুযশ করে নিবেদন।
বীণাপাণি মহামুনি নারদসদন ॥
আদেশ করিলা মহারাজ দীনতরে।
লোচন রচিলা গান হরিষ অন্তরে ॥

গান

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা

কর মায়া ত্যাগ মন বিনাশ-কারণ। ধ্রু।
হরিভক্তি নিস্তারিণী হয় মায়া আবরণ॥

চিতান

মায়াপাশে অন্ধ হৈয়া হরিপদ না ভাবিয়া
বিষয়মদে মাতিয়া ভোগ কর জ্বালাতন॥
কায়াতে মায়ার বাস মায়া করে সর্ব্বনাশ
কালেতে কালের হ্রাস করেরে অধঃপতন॥
শ্রীরামলোচন কয় ভক্তি দেবীরে আশ্রয়
করি জন্ম জরাক্ষয় চল বৈকুণ্ঠভুবন॥

বিষ্ণুযশ নারদকে মায়ার বৃত্তান্ত কহেন

দীর্ঘ ত্রিপদী

বিষ্ণুযশ নিবেদন করে নারদ-সদন
বহুভাগ্য উদয় এখন।
জন্ম জন্মান্তরে কত পুণ্য ছিল বিধিমত
পাইলাম তব দরশন॥
অদ্য যজ্ঞের আহুতি দেবতাগণের স্তুতি
সফল হইল মুনিবর।
তৃপ্ত হৈল পিতৃগণ যেহেতু তব অর্চ্চন
করিলাম ও পদ গোচর॥
যেই পূজার দ্বারায় পূজ্য শ্রীবিষ্ণু আমায়
দরশন দিল তপোধন।
হৈল পাপবিমোচন কিবা আশ্চর্য্য এমন
কত গুণ সাধু আলোকন॥
ধর্ম্ম সাধুর হৃদয় বাক্য সনাতন হয়
কর্ম্মক্ষয়ে কর্ম্মে স্বয়ং হরি।
নহে ও ভৌতিক দেহ বৈষ্ণবে জানি বা কেহ
বৈষ্ণব বিরাজে জগদ্ভরি॥
কৃষ্ণে যত অবতার সেতো করিতে সংহার
যত যত মহাদুষ্টগণ।
সেই সব অবতারে অচলা ভক্তির দ্বারে
ভক্তে করে হরিকে সেবন॥
এই সংসারসাগরে করুণা-তরণী-পরে
তুমি মুনি হৈয়া কর্ণধার।
নিজকৃপা প্রকাশিয়া ভয়েতে অভয় দিয়া
ভক্তে কর ভব-বারি পার॥
ইথে জিজ্ঞাসি তোমারে জন্মজরা পারাবারে
কিসে আমি পাব পরিত্রাণ।
যাতনাগার হইতে যাব কৈবল্যপুরীতে
পাব পদ মুকতি-নির্ব্বাণ॥
বল মুক্তিপদ কবে জগদ্বন্ধু লাভ হবে
ওহে কর্ম্মবন্ধ-বিনাশক।
আমারে কৃপা করিয়া বল সব বিস্তারিয়া
মহামুনি মঙ্গলদায়ক॥
তখন নারদ কন বিষ্ণু যশের সদন
মনোযোগে শুনহ ভারতী।
মায়া মহামায়াময়ী সে মায়া ত্রিলোকজয়ী
পরাশ্চর্য্যা মায়া বলবতী॥
পিতা মাতা এ উভয় ত্যাগিবে না কৃপাময়
শ্রীহরি হে আপন মায়ায়।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ হয় তোমার নন্দন
সেই কল্কী তারিবে তোমায়॥
ত্যাগি নারায়ণ হেন বিষ্ণুযশ মত্ত কেন
মুক্তিবাঞ্ছা কর মম স্থান।
কি বুঝিয়া বিষ্ণুযশ অজ্ঞানে হইয়া বশ
প্রশ্ন কৈলা মম বিদ্যমান॥
যেই বিষ্ণুযশ দ্বিজে বিবেক ইচ্ছুক নিজে
ব্রহ্মসম্পদ্ বাঞ্ছাবিবর্দ্ধন।
এই বিবেচনা মনে করি নারদ তখনে
বিষ্ণুযশ-সুত প্রতি কন॥

নারদ তপোধন বলেন আনন্দ মন
শুন শুন অপূর্ব্ব বচন।
জীবদেহ-অবসানে মায়া দেখে বিদ্যমানে
পুন করে দেহাবলম্বন ॥
বিন্ধ্যাচলে সুনয়নী মায়া হইয়া রমণী
জীবকে কহিলা এ বচন।
আমি মায়াকে ত্যাগিয়া কিমতে থাকি বাঁচিয়া
থাকিবার বলহ কারণ ॥
জীব মায়া প্রতি কন শুন মায়ে গো বচন
জীবন আশ্রয় এ শরীরে।
আমি না চাহি বাঁচিতে বলি তব সন্নিহিতে
মায়া শুন মানস সুস্থিরে ॥
মায়ে বলি গো কারণ নহিলে দেহ ধারণ
কোথা অহঙ্কার মিথ্যাজ্ঞান।
এ হেতু দেহ আশ্রয় আমার করিতে হয়
কহিলাম তব সন্নিধান ॥
মায়া বলে জীবতরে দেহবন্ধ-ভেদ পরে
তবে বুদ্ধি কোথায় তোমার।
বিশিষ্ট চেষ্টা তোমায় মায়াধীন বিনা কায়
জীব থাকে কেমন প্রকার ॥
জীব বলেন তখন মায়ে শুনহ বচন
আমি বিনা প্রাজ্ঞতা এমন।
বিষয়স্পৃহা-প্রকাশ কিমতে হয় নির্য্যাস
বিবেচিয়া বুঝহ কথন ॥
মায়া বলেন তখন সেই জীবের সদন
আমা হেতু বাঁচিয়া থাকিয়া।
হতচেতন হইয়া তুমি জীবদেহে রৈয়া
নব চেষ্টা কর বিবেচিয়া ॥
অসার সারের মত প্রদীপ্ত করে তাবত
গজভুক্ত কপিত্থ যেমন।
জীব তরে এ বচন বলিলে মায়া তখন
জীব বলে সকোপিত মন ॥
আমার সংসর্গজাত তুমি হৈয়াছ বিখ্যাত
নানা রূপ-স্বরূপধারিণী।
নিন্দা করহ আমারে কেন মূঢ়ে জ্ঞান ছাড়ে
স্বামি-নিন্দা যেমন স্বৈরিণী ॥
মমাভাবে তবাভাব কোথায় থাকে প্রভাব
সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন।
আমি বিনা তব কর নাহি হয় শোভাকর
নবঘনে রবির কিরণ ॥
আদি অন্তে তুমি নহ মধ্যে ভাতি যুক্ত রহ
নানারূপে ইন্দ্রজালবৎ।
নির্ব্বিষয় হৈয়া নিত্য থাকয়ে নিষ্কর্ম্মচিত্ত
মনের ব্যাপার হয় হত ॥
ভূতাদি জীব অভাব দেখিয়া দেহের ভাব
মায়া ত্যাগ করিয়া আমারে।
দিল মায়া অভিশাপ সেতো অতি মনস্তাপ
অপ্রিয় হইবে এ সংসারে ॥
কোথা নাহি স্থিতি রবে ভ্রমণ করিতে ভবে
কাষ্ঠের লাটিম যে প্রকার।
এই শাপ দিয়া মায়া আমার ছাড়িল কায়া
কহিলাম মায়ার বিচার ॥
শ্রীবিষ্ণু তব তনয় তার এই মায়া হয়
সূতে পুছ সব বিবরণ।
বিষ্ণুযশ মহামতি যথাকাম করি গতি
কর গিয়া শ্রীহরি ভাবন ॥
নির্ম্মম নিরাশী শান্ত সর্ব্বভোগেতে নিতান্ত
নিস্পৃহ হইয়া মতিমান।
বিষ্ণুময় এ জগত জানিবা বিষ্ণু তাবত
আত্মা কর আত্মে সমাধান ॥
ভূপালের অভিপ্রায় শ্রীরামলোচন গায়
ভাষা গান এ কল্কি-পুরাণ।
সুললিত ভাষা দিয়া পদবন্ধ বিরচিয়া
শুনিলে জুড়ায় দুই কাণ ॥

গান

রাগিণী ভৈরবী

তাল ঠেকা

তেজিবে জীবন করি যোগাশন। ধ্রু।
কর ষট্‌পদ্মভেদ যোগে মুদিয়া নয়ন ॥

চিতান

নিদ্রাযুতা কুণ্ডলিনী চৈতন্য পাইলে তিনি
হইয়া ঊর্দ্ধগামিনী ব্রহ্মে হবে সম্মিলন ॥
সহস্রদল-কমলে অসংখ্য শশাঙ্কোজ্জ্বলে
রম্য কল্পতরুতলে শিবাশিব দুই জন ॥
বলে শ্রীরামলোচন জন্মযাত্রা বিমোচন
সমাধি করিয়া মন ঐক্যভাব নিরঞ্জন ॥

বিষ্ণুযশ ও তৎপত্নী সুমতীর দেহত্যাগ

পয়ার

বিষ্ণুযশ মুনিদ্বয় করিয়া বিদায়।
কল্কি-প্রদক্ষিণ করি চলিলা ত্বরায় ॥
ভক্তিতে পুলক অঙ্গ চলে আনন্দিত।
কপিল আশ্রমে গিয়া হৈল উপনীত ॥
নারদেতে কল্কিগুণ করিয়া শ্রবণ।
নারায়ণ জগন্নাথ জানিল নন্দন ॥
বদরিকাশ্রমে গিয়া তপ আরম্ভিলা।
জীবব্রহ্মে নিয়োজনে শরীর ত্যাগিলা ॥
নিজপতি সঙ্গেতে সুমতী স্নেহ মনে।
করিলেন ত্যাগ দেহ প্রবেশি দহনে ॥
মুনিমুখে শুনি মাতৃ-পিতৃর নিধন।
অশ্রুনেত্রে কল্কী করে ক্রিয়া সমাপন ॥
পদ্মা রমা সঙ্গে কল্কী শম্ভলভুবন।
বিধিমত করিলেন স্বরাজ্যশাসন ॥
মহেন্দ্র পর্ব্বত হৈতে তীর্থযাত্রাচ্ছলে।
আগমন পরশুরাম করিলা শম্ভলে ॥
হেরি কল্কী পদ্মা রমা সহিতে তখন।
যথাবিধি পরশুরামে করিলা পূজন ॥
নানারস বস্তু দিলা করিতে ভোজন।
বিচিত্র পর্য্যঙ্কোপরে করায় শয়ন ॥
ভোজন করিয়া রাম বিশ্রাম তখন।
কল্কী করে বিধিমত পদ-সম্বাহন ॥
বিনয়ে তোষিলা হরি করি প্রযতন।
সুমধুর বাক্যে পরে করে নিবেদন ॥
তোমার প্রসাদে সিদ্ধি ত্রিবর্গ আমার।
শশিধ্বজ-নন্দিনীর বাঞ্ছা যে প্রকার ॥
রাম শুনি অভিপ্রায় রমার এমন।
পুত্রলাভ হেতু ব্যগ্র হইয়াছে মন ॥
ব্রতযাগ নিয়মেতে করিতে অর্চ্চন।
সন্তানকামনা মনে রমার এমন ॥
শ্রীরামলোচন দাস কল্কিগুণ গায়।
ত্রিশ অধ্যায় গান সমাপন করে ত্বরায় ॥

রাগিণী ভৈরবী

যাও যাওরে সভায় বিবাহ যথায়। ধ্রু।
উদ্বাহ নির্ব্বাহ দেখ চলরে মন ত্বরায় ॥

চিতান

বিহামঙ্গল-বাসরে পূর্ণ আনন্দ অন্তরে
হেরিতে চল সত্বরে আহ্লাদ পাবে তথায় ॥
নানামত রাগরঙ্গ বাজায় বীণা মৃদঙ্গ
শুনিলে পুলক অঙ্গ বিদ্যাধরী নাচে গায় ॥
শ্রীরামলোচন কয় নগরে আনন্দময়
সবে করে জয় জয় বিপ্রচয় বেদ কয় ॥

রুক্মিণীব্রত-কথা

পয়ার

সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
পুত্রকামা রমা রাম শুনিয়া তখন॥
জামদগ্ন্য কল্কীর বুঝিয়া অভিমত।
করায় রুক্মিণীব্রত বিধান যেমত॥
সেই ব্রতফলে রমা হন পুত্রবতী॥
সুভগা নানাবিভোগ মহা মহোন্নতি॥
সর্ব্বভোগে বিভোগা সে সুসন্তোষমনা।
রমা হইলেন তাহে সুস্থিরযৌবনা॥
সূত প্রতি সৌনক করেন নিবেদন।
রুক্মিণীব্রতে কি ফল বিধান কেমন॥
এ রুক্মিণীব্রত পূর্ব্বে করে কোন জন।
বল মুনিবর বাঞ্ছা করিতে শ্রবণ॥
সূত কন সৌনক শুনহ ব্রতকথা।
শ্রবণমঙ্গল সুধারস-সিন্ধু যথা॥
বৃষপর্ব্বরাজসুতা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী।
ভুবনমোহিনীরূপে লাবণ্যলহরী॥
সখীগণে পরিবৃতা দেবযানি সনে।
সরোবরতীরে গেলা স্নানাবগাহনে॥
দৈবযোগে তথা সোমশম্ভুর গমন।
দেখে সুনয়নী সবে নয়নে তখন॥
লাজে শম্ভুভয়ে ভীতা হৈয়া উত্থাপন।
ত্রস্ত উঠি পরিধান করেন বসন॥
অতি ত্রস্ত ব্যস্ত হৈয়া বসন পরয়।
বসন পরিতে তথা হইল ব্যত্যয়॥
ইহা দেখি বিপ্রসুতা কোপযুতা কন।
বসন ত্যজ ভিক্ষুকী বলে কুবচন॥
দাসীগণে পরিবৃতা দানবতনয়া।
দেবযানিরে বান্ধিয়া বসনে নির্দ্দয়া॥
কূপেতে ফেলিয়া গেলা আপন ভবন।
কূপে মগ্না বিপ্রসুতা করেন রোদন॥
জলার্থী আসিয়া তথা নহুষনন্দন।
করে স্পর্শ করি তারে করে উত্থাপন॥
সাদরে রাজার সুত জিজ্ঞাসে তখনে।
তুমি কেবা হও সত্য বল বরাননে॥
শুক্রসুতা লজ্জাযুতা পরিয়া বসন।
রাজতরে কহে শর্ম্মিষ্ঠার বিবরণ॥
যযাতি বুঝিয়া দেবযানি অভিপ্রায়।
অনুব্রজ করিয়া আপনালয় যায়॥
পরিণয়ের আশ্বাস করি নরবর।
ভূপাল চলিয়া গেলা আপন বাসর॥
দেবযানি গৃহে গিয়া শুক্রের সদন।
শর্ম্মিষ্ঠার কৃতকর্ম্ম করে নিবেদন॥
ইহা শুনি শুক্র মহাকোপিত তখন।
বৃষপর্ব্বা তারে বলে বিনয় বচন॥
দণ্ড-উপযুক্ত আমি মোরে দণ্ড কর।
যদ্যপি তোমার কোপ হইয়াছে অন্তর॥
শর্ম্মিষ্ঠা কুকর্ম্ম প্রভো করেছে নিশ্চয়।
কর তার প্রতিকার যে বা মনে লয়॥
প্রণত চরণে রাজা শুক্র কোপান্বিত।
দেবযানি কহিলেন উভয় বিদিত॥
দেবযানি বলে আমি এই অভিলাষী।
এ দুষ্টা শর্ম্মিষ্ঠা হবে মম নিজদাসী॥
রাজা আসি শর্ম্মিষ্ঠা কন্যারে সেইক্ষণ।
দাস্যতা কর্ম্মেতে করিলেন নিয়োজন॥
দৈবস্মরি মহারাজ গেলা স্বভবন।
খেদে মনদুঃখে রাজা গলিত নয়ন॥
শুক্র আনি যযাতিরে আপন কন্যারে।
প্রদান করিলা পূর্ব্ব কথা অনুসারে॥
দেবযানি বিহা দিলা যযাতি রাজারে।
সঙ্গে দিলা দাসী রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠারে॥

বিহা দিয়া শুক্র কহে রাজারে তখন।
এই শর্ম্মিষ্ঠা দাসীরে যদ্যপি রাজন॥
শয়নে হরণ রাজা করিবে যখন।
সদ্য তুমি জরা হইবেক ততক্ষণ॥
তারকনাথ ভূপতি দিলা অনুমতি।
শ্রীরামলোচন গায় মধুরভারতী॥

রাগিণী ভৈরবী তাল ঠেকা

কর ব্রত আচরণ বেদের লিখন। ধ্রু।
যথাবিধি উপহারে কর শ্রীহরি-অর্চ্চন॥

চিতান

স্থাপিয়া বিচিত্রাসনে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে
ষোড়শোপচারার্পণে কর ব্রত-সমাপন॥
হেমময় রত্নহার নানাবিধ অলঙ্কার
পূজ ব্রজেন্দ্রকুমার যাবে কৈবল্যভুবন॥
শ্রীরামলোচন কয় সেই পরংব্রহ্মময়
তোমায় হইয়া সদয় দিবে রাঙ্গা শ্রীচরণ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

শুনিয়া শুক্রের বাণী রাজা গিয়া রাজধানী
সেই তো সুন্দরী শর্ম্মিষ্ঠারে।
গোপনে করে স্থাপন মানি ভার্গব বচন
দেবযানি বাক্য-অনুসারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা মনস্মানিনী হইয়া দীনা দুঃখিনী
রাজার নন্দিনী সকাতরা।
মরি কি দৈবের মর্ম্ম নিত্য নিত্য দাসীকর্ম্ম
দেবযানি-সেবাতে তৎপরা॥
এক দিন নৃপবালা সহিতে না পারি জ্বালা
জাহ্নবীর তটে গেলা বনে।
আক্ষেপে করে রোদন পূর্ণাশ্রু দুই লোচন
খেদে অতি মলিন বদনে॥
তথা করে নিরীক্ষণ বিশ্বামিত্র তপোধন
স্ত্রীগণেতে হইয়া আবৃত।
ব্রতিগণ হরষিতা সুরূপা সুগন্ধান্বিতা
সকলে করয় মহাব্রত॥
ধূপ দীপ উপহারে অতিশয় ভক্তিদ্বারে
অষ্টদল পদ্ম নিরমিয়া।
বেদিকাদি সুচিহ্নিত রম্ভাতরু চতুর্ভিত
নানা সুকুসুমে সাজাইয়া॥
বসনে নির্ম্মাণ ঘরে স্বর্ণপট্ট শোভা করে
তাহে বাসুদেব সুনির্ম্মাণ।
নানারত্ন সমুজ্জ্বল করিতেছে ঝল্‌মল্
কোটী ভানু সম দীপ্তিমান॥
পুরুষসূক্ত মন্ত্রেতে যে মত লিখে তন্ত্রেতে
নানাগন্ধ উদক প্রদানে।
পঞ্চগব্য সুশোধনে পঞ্চামৃত গোরোচনে
পূজে মুনি বাক্যের প্রমাণে॥
ভদ্রপীঠের উপরে স্নান করাইয়া পরে
কর্ণিকাতে করয় পূজন।
পঞ্চ বা দশ ষোড়শে নানা উপচাররসে
ব্রত করে পুলকিত মন॥
পাদ্য পথশ্রম-হর শীতল করে অন্তর
পরমানন্দজনক পর।
মম প্রতি করুণাকর গৃহাণ পরমেশ্বর
পাদ্য দিল ভকতি অন্তর॥
গন্ধাঢ্যা দূর্ব্বাচন্দনে অর্ঘ্যসংযুক্ত যতনে
রুক্মিণীশ করহ গ্রহণ।
প্রসন্ন ভব আমারে অঞ্জন করুণাদ্বারে
আমি অতিদীন অকিঞ্চন॥
নানাতীর্থোদ্ভব জল সুগন্ধি অতি শীতল
গ্রহণ করহ প্রিয়া সহ।
দুঃখ হর শ্রীনিবাস করিয়া কৃপা-প্রকাশ
মম প্রতি সুপ্রসন্ন রহ॥

নানাগন্ধে নানাফুল সূত্রে গ্রথিত মুকুল
বক্ষশোভাকর মনোহর।
মাথা সুগন্ধি চন্দন মাল্য করহ গ্রহণ
কৃপা কর পরম ঈশ্বর ॥
সূক্ষ্ম তন্তুতে সন্ধান অতি বিচিত্র নির্ম্মাণ
আচ্ছাদন করহ গ্রহণ।
সভক্তিতে করি দান গৃহ্ণ পূর্ণ ভগবান্
শ্রীঅঙ্গে হইবে সুশোভন ॥
প্রজাপতি-বিনির্ম্মিত যজ্ঞসূত্র শোভান্বিত
বাসুদেব করহ গ্রহণ।
রুক্মিণী রমা সহিতে শোভাশেষ সুবিদিতে
শ্যামলাঙ্গে করহ ভূষণ ॥
নানা রত্নেতে খচিত স্বর্ণমুক্তাদি ঘটিত
প্রিয়ার সহিত দেবেশ্বর।
সুগঠন আভরণ কর সুবেশ গ্রহণ
কোমলাঙ্গে সাজিবে সুন্দর ॥
গুড় অন্ন দধি ক্ষীর পিষ্টক লড্ডুক নীর
গৃহ্ণ হরি সে রুক্মিণীপতি।
বরদ ভব বরদ হও মহাজ্ঞানপ্রদ
নাহি জানি স্তুতি-ভক্তিনতি ॥
সুগন্ধাগুরুকর্পূর দেয় আনন্দ প্রচুর
গৃহাণ বরদ এই ধূপ।
বৈদর্ভী প্রিয়ার সহ দ্বিনেত্র এ ধূপ লহ
ত্রাণ কর ত্বরায় বিশ্বরূপ ॥
গেহাসক্ত ভক্তগণ তাহাদের প্রণাশন
সংসার স্বরূপ অন্ধকার।
কর দীপ আলোকন জগদালোককারণ
ত্রাণ কর দাস আপনার ॥
নীরদ শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ পীতাম্বর
প্রপন্নকে সুপ্রসন্ন হৈয়া।
রুক্মিণী সহিতে হরি মাম্প্রতি করুণা করি
ভবসিন্ধু লও তরাইয়া ॥
তারকনাথ ভূপতি করিলেন অনুমতি
ভাষাগান করিতে প্রবন্ধ।
শ্রীরামলোচন দাসে কবিতা মধুর ভাষে
সুধাময় সুন্দর সুছন্দ ॥

গান

রাগিণী ভৈরবী তাল ঠেকা।

জন্মব্রত সম্পাদন হৈল রে মন আমার।ধ্রু।
এখন চিন্তা কি আর বল না মন তোমার ॥

চিতান

করি হরি-পদার্চ্চন হইল নির্ম্মল মন
এবে কৈবল্য ভবন চল হও ভব পার ॥
হরির পদকমলে পূজিয়া কমলদলে
হৃদয়পঙ্কজ-স্থলে পূর্ণ ব্রহ্ম সারাৎসার ॥
বলে শ্রীরামলোচন জন্ম-যাগ সমাপন
হইল মন এখন আসিতে না হবে আর ॥

পয়ার

স্ত্রীগণের ব্রত দেখি রাজার দুহিতা।
মুনিকে প্রণাম করে হইয়া দুঃখিতা ॥
শর্ম্মিষ্ঠা মিষ্ট বচনে কৃতাঞ্জলি করি।
নিবেদন করে যথা যতেক সুন্দরী ॥
দুর্ভাগা রাজকুমারী আমি স্বামিহীনা।
শোক-সাগরেতে ভাসি নিস্তার দেখি না ॥
এ ব্রতের ফলেতে তোমরা দেবীগণ।
দুঃখবন্ধ আমার করহ বিমোচন ॥
কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার।
কোন কোন দেবী দিলা পূজা-উপহার ॥
ব্রত করাইলা সবে করিয়া আদর।
ব্রতফলে শর্ম্মিষ্ঠা পাইলা স্বামীশ্বর ॥
সুতসুতা যুক্তা সুস্থিরযৌবনা।
হইলা রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা ললনা ॥

অশোক-বনেতে সীতা সরমা-সহিত।
ব্রত করি পেল্যা পতি রাম গুণাতীত ॥
বৃহদশ্ব করাইলা ব্রত দ্রৌপদীরে।
পতিযুক্তা দুঃখমুক্তা হইলা অচিরে ॥
বৈশাখের শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে।
রমা করিলেন ব্রত অতি ভক্তি চিতে ॥
পরশুরাম পুরোহিত বর্ষচতুষ্টয়।
ব্রত করাইলা দিয়া উপচারচয় ॥
পট্টসূত্র করে বান্ধি ব্রাহ্মণভোজন।
করাইলা বহুযত্নে বিপ্র বহুজন ॥
স্বামীসহে হবিষ্যান্ন ক্ষীরাক্ত হবন।
ভোজন করান আর যত বন্ধুজন ॥
পুত্র প্রসবিলা রমা সাধু বিচক্ষণ।
মেঘমালা বলাহক উভয় নন্দন ॥
সুরগণে কর্ত্তা যজ্ঞ তপদানে রত।
মহোৎসাহ মহাবীর্য্য কল্কীর সম্মত ॥
এই ব্রতবর করি সকল সম্পদ।
লাভ হয় সুনিশ্চয় বিনাশে বিপদ ॥
বিদিত সকল তত্ত্ব সর্ব্বত্র পূজিত।
পূর্ণকাম হরি-পাদপদ্মে রহে চিত ॥
অপূর্ব্ব গতিতে গতি ব্রহ্মবিজ্ঞ হয়।
কহিলাম ব্রতফলে একথা নিশ্চয় ॥
আজ্ঞা দিল শ্রীলশ্রী তারকনাথ রায়।
লোচন রচিল ভাষা একত্রিশাধ্যায় ॥

রাগিণী ললিত তাল বিভাষ

কোথা গেলা দীনের পাবন ওহে দীনবন্ধু
নারায়ণ। ধ্রু।
তব রূপ অদর্শনে সদা ঘুরে দুনয়ন ॥

চিতান

নবনীল ইন্দীবর নিন্দিয়া বর্ণ সুন্দর
মুখকোটি শশধর লুকাইলা কি কারণ ॥
হেরি হৃদয় কমলে অতিশয় রম্যস্থলে
ও রাঙ্গা পদযুগলে রহে মন অনুক্ষণ ॥
বলে শ্রীরামলোচন দেখা দেও মধুসূদন
হবে সাফল্য জীবন জুড়াইবে দুলোচন ॥

পয়ার

সূত কহিছেন বসি নৈমিষকাননে।
ব্রতকথা মুনিগণ শুনিলা শ্রবণে ॥
অতঃপর কল্কিকৃত যত কর্ম্ম হয়।
বলি তাহার বিস্তার শুন বিপ্রচয় ॥
শম্ভলে বসত হরি সহস্র বৎসর।
ভ্রাতৃপুত্র জ্ঞাতি সঙ্গে আনন্দ অন্তর ॥
শম্ভলের সভাশোভা সুশ্রেণী সুন্দর।
ধ্বজ পতাকাদি যে ইন্দ্রের নগর ॥
অষ্ট ষষ্ঠী মহাতীর্থ সম্ভব শম্ভলে।
কল্কী হৈতে হয় মৈলে মুক্তি মহীতলে ॥
বন উপবন নানা কুসুমে অন্বিত।
ধরণীতে মোক্ষধাম শম্ভল শোভিত ॥
তথা হরি কুলনারী নয়নশফরী।
আনন্দজনক প্রেম বারিপূর্ণ করি ॥
রমা পদ্মা সঙ্গেতে রমণ জগৎপতি।
করেন সুরেন্দ্রদত্ত রথে কামগতি ॥
নদী গিরিকুঞ্জে দ্বীপে আনন্দে রমণ।
করে পদ্মাবতী রমা সতীতে মোহন ॥
পদ্মামুখ-পদ্ম-সুধা সদা করে পান।
কাম লম্পটের দিবানিশি নাহি জ্ঞান ॥
রসালাপ পরিহাস বিলাস শ্রীবাস।
গুহাতে প্রবেশে নীল মণীন্দ্র-প্রকাশ ॥
পদ্মা পদ্মা শতরূপা রমা সুধাকলা।
বিলাসা কামলালসা উভয় অবলা ॥
পতিকে গিরি-গহ্বরে প্রবেশ দেখিয়া।
সহস্র রমণীগণে বেষ্টিতা হইয়া ॥

গুহাতে প্রবেশ দেখি পতিরে সাক্ষাতে।
রমণে রতা রমণী গমন পশ্চাতে॥
রমা রমণীনিকরে হইয়া বেষ্টিতা।
চলিলা পশ্চাতে তাঁর মদনে ব্যথিতা॥
রমণীর মনোজ্ঞস্বরূপ সে ঈশ্বর।
নীলোৎপল লুকাইল গহ্বর অন্তর॥
কল্কী অদর্শন নীল নীরদবরণ।
তাহা হেরি শিলাতুল্য মোহে অচেতন॥
সখীগণ সঙ্গে রমা কামার্ত্তা তখন।
সর্ব্ব দিক্ দেখে অতি আকুল নয়ন॥
শতপদ্মা শোভা পদ্মা বিষণ্ণা হইয়া।
নবীনা রমণী অতি কাম-আর্ত্তা হিয়া॥
নিজ কজ্জল কুঙ্কুমে ভূমিতে তখন।
কল্কি-শুক পাখা পদ্মা করিলা লিখন॥
রমা করে নাথরূপ হৈয়া সাবধান।
তার অগ্রে কস্তুরিকা দ্বারায় নির্ম্মাণ॥
ভাবেতে প্রণাম স্তব করে আলিঙ্গন।
কামাঙ্গিত হইয়া কামকলা দুই জন॥
কান্তের কৃত্রিম কান্তি অন্তরে স্থাপন।
করে নিজ অলঙ্কারে পূজা সেই ক্ষণ॥
প্রিয়াপতি তুষ্টা অতি রোদনে কাতরা।
ক্ষণে উঠি কান্দে সবে নেত্র জল-ভরা॥
কেকির কণ্ঠ বরণ আপন পতিরে।
পুনর্ব্বার না হেরিয়া মানসমন্দিরে॥
কামেতে কান্দিয়া কান্তা কহে কান্ততরে।
সুপ্রন্ন হও পতি সদয় অন্তরে॥
পদ্মাহ করিয়া ত্যাগ নিজাঙ্গভূষণ॥
করিলেন ভূমিতলে ধূলাতে শয়ন।
পূর্ণাশ্রু কামিনীগণে-শুনি সুধীশ্বর।
কামপূরণার্থে মধ্যে এল্যা পরেশ্বর॥
নীল কস্তুরিতে করি শোভাযুক্ত গ্রীব।
কামের বিনাশ হেতু হইলেন শিব॥

প্রিয়াগণে রতিমহোৎসবের কারণ।
কামিনীগণের বন্ধু করি আগমন॥
যেমন করিণীগণে পাইয়া করিরে।
সাদরে সুন্দরীগণে ধরে স্বপতিরে॥
নির্ম্মল আনন্দ ভাবে ভর্ত্তা সহে তূর্ণ।
সকল কামিনীগণ করে কামপূর্ণ॥
মন্দরে কন্দরে সুনন্দন বনে বনে।
বিরাজ করেন পুষ্পরথ আরোহণে॥
রমণীতে রমাপতি করেন রমণ।
তেজময় রথোপরি গগনে গমন॥
রমামুখ-পদ্মামৃত পানে মত্ত মন।
রমা সমা রমা সঙ্গে করে আলিঙ্গন॥
অঙ্গনার পীনকুচ কুঙ্কুমাক্ত অঙ্গ।
সদা করে বিপরীত সুরতিপ্রসঙ্গ॥
বিবসন দশনে দংশন সুবয়ান।
প্রমোদে প্রমোদাদেহ নাহি ভিন্ন জ্ঞান॥
রমা সমা রমা-বক্ষ-সরোরুহোপরি।
রাখিয়া পুরুষোত্তম পতি যত্ন করি॥
পরস্পর আকর্ষণ সহাস বিলাস।
মুকুন্দ রমণ করে দেহে শূন্যবাস॥
করে প্রিয় কল্কী সহে জলেতে বিহার।
সরোবরে প্রবেশিলা আনন্দ অপার॥
জলেতে পদ্মার রূপ যেমন জলজ।
করে করে আকর্ষণ হরি মত্ত গজ॥
এইরূপ লোকনাথ বিপরীত রতি।
মহালীলা করে কল্কী যুবতী সঙ্গতি॥
রমা পদ্মা সঙ্গে হরি করেন রমণ।
এ জানিবা সর্ব্বলোক-শিক্ষার কারণ॥
জয় বাসুদেব ভর্ত্তা শম্ভল ভবনে।
রমণীরমণ করে রমণীয় মনে॥
যে জন ভাষয় ভাব চতুর সুজন।
যে জন করয় ধ্যান কল্কীর রমণ॥

পুরুষোত্তমের রমণ যে করে শ্রবণ।
তারে দেন মহাসুখ শ্রীরমারমণ ॥
অভিলাষ বিলাস রসেতে সম্পূরণ।
পরানন্দামৃতসিন্ধু নীরে সে পতন ॥
শ্রীল শ্রীতারকনাথ মতিগতি রতি।
ঈশের রমণ গানে দিলা অনুমতি ॥
লোচন সভক্তি ভাবে রতিরস গায়।
কল্কীর রমণগীত বত্রিশ অধ্যায় ॥

গান

ললিত আঁড়া

প্রণতি নিকরান্বিত নিবেদন রাঙ্গা পায়। ধ্রু।
ত্রাহি মে কমলাকান্ত দিনে দিনে দিন যায় ॥

চিতান

শুন দয়াল ঠাকুর না হইল জ্ঞানাঙ্কুর
কালে ধরিয়া চিকুর কখন বা নিয়া যায় ॥
তুমি পতিতপাবন দিয়া ও রাঙ্গা চরণ,
কর দুরিত হরণ নহে নাহিক উপায় ॥
বলে শ্রীরামলোচন তুমি পঙ্কজলোচন
কর দুঃখ-বিমোচন এ ভবযন্ত্রণা দায় ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

সূত কন অতঃপর শুন সব মুনিবর
সানন্দেতে কল্কীর চরিত।
যত দেব ঋষিগণ করি রথে আরোহণ
আইলেন ব্রহ্মার সহিত ॥
নিজ নিজগণ সঙ্গে সকলেই মনোরঙ্গে
কামনা কল্কীর দরশন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরাপ্সর হর্ষান্বিত পরস্পর
আগমন-শন্তুল ভবন ॥
সভামধ্যে সর্ব্বজন হেরে কমল-লোচন
প্রপন্নগণের তেজময়।
বসিয়াছে রমাকান্ত অতি সুশীতল শান্ত
প্রজাগণে প্রদান অভয় ॥
নীল-নীরদসঙ্কাশ সুদীর্ঘ বাহু বিলাস
অর্ক্কবর্ণ কিরীট শোভন।
সুস্থির দামিনী যেন তারাঘটা ছটা হেন
হইয়াছে উজ্জ্বল ভূষণ ॥
শ্রবণযুগে কুণ্ডল করিতেছে ঝলমল্
হর্ষ হাস বিলাস বদন।
অর্দ্ধস্ফুট পদ্মহাসি ক্ষরিছে অমিয়ারাশি
ইন্দু-কুন্দ-বৃন্দ সুদর্শন ॥
কৃপা-কটাক্ষ নিপাত ব্রহ্মরূপ সুবিখ্যাত
তারাহারে বক্ষঃস্থল সাজে।
চন্দ্রকান্তমণি সম শোভার ভাতি উপম
জ্যোতিজাল কি সুন্দর সাজে ॥
কুমুদকান্ত বরণ পরা বিচিত্র বসন
ইন্দ্র ধনু জিনিয়া উজ্জ্বল।
আনন্দে গদগদ মন বিগ্রহ অতি শোভন
নানা মণি অঙ্গে ঝলমল ॥
সবে করে দরশন দেবতা গন্ধর্ব্বগণ
আর অন্য অন্য যত জন।
পরম ভক্তি-সংযুত পরানন্দ রূপাদ্ভুত
করে সবে নয়নে দর্শন ॥
কল্কী কমললোচন সবে করি আলোকন
সমাদরে করেন স্তবন।
অনুজ্ঞা পেয়া রাজার ভাষাগান রচিবার
গীত গায় শ্রীরামলোচন ॥

রাগিণী বাগেশ্রী তাল ঠেকা।

মুরহর পাপহর কর ভব অকূল পার। ধ্রু।
কাতরে করুণা কর দীনবন্ধু এইবার ॥

চিতান

দীনবন্ধু দয়া কর হৈয়াছি অতি কাতর
ভয়ে ত্রাসিত অন্তর কর এবে নিস্তার ॥

দীনে দয়া প্রকাশিলা ধ্রুবেরে ধ্রুব তারিলা
মানসী করিলা লীলা দয়ার্দ্র দেহ তোমার ॥
লোচনের চিন্তা ভবে করুণা করিবে কবে
নহিলে রহিবে ভবে ভবযন্ত্রণা অপার ॥

পয়ার

মহাঋষি দেবগণ সভক্তি অন্তরে।
কর জোড়ে নত হৈয়া কল্কি-স্তব করে ॥
অশেষ ক্লেশেতে ঊর্দ্ধবাহু উচ্চৈঃস্বরে।
তব নাম কীর্ত্তনেতে মহাপাপ হরে ॥
দেবেশ দীনেশ আর বিশ্বেশ ভূতেশ।
অন্তঃস্থিত অন্তভাব না জানে বিশেষ ॥
অজিত প্রভাবশক্তি অনন্ত তোমার।
ত্রিলোকে অশেষ রূপে আছয় প্রচার ॥
ঘন ঘন শ্যামল কৌস্তভ বক্ষঃস্থলে।
চন্দ্রপুঞ্জকান্তি তব শরীর উজ্জ্বলে ॥
দারা সহ আমরা প্রপন্ন শ্রীচরণে।
ত্রাণ কর রমাপদ্মা-কান্ত সর্ব্ব জনে ॥
যদি অনুগ্রহ তব মো সবার প্রতি।
বৈকুণ্ঠ-গমন প্রভো কর শীঘ্র গতি ॥
সত্য ধর্ম্ম বিরোধীয় ভূখণ্ড শাসিত।
ত্যজিয়া চলহ ত্বরা আপন পুরীত ॥
পরম আনন্দ কল্কী শুনিয়া বচন।
পাত্র মিত্র সঙ্গে করে গমনে স্ব-মন ॥
ডাকিলেন মহাবল পুত্র চারিজন।
ধর্ম্মিষ্ঠ জানিয়া করে রাজ্যে নিয়োজন ॥
প্রজাগণে নিজযাত্রা কহিয়া তখন।
দেব অনুরোধে করে রথেতে গমন ॥
ইহা হেরি প্রজা পুত্র করেন রোদন।
সকলেরি হইলেক সবিস্ময় মন ॥
ঈশ্বর পিতা বিচ্ছেদে খেদে পুত্রগণ।
রোদন করেন সবে পূর্ণাশ্রুলোচন ॥
ওহে নাথ ত্যাগিতে নারিবে মো সবারে।
যথা তুমি আমরাও যাব তথাকারে ॥
প্রিয়া গৃহ ধন পুত্র প্রাণ সবাকার।
এ সকল অনুগত জানিবা তোমার ॥
শুনিয়া করুণা বাণী শ্রীমধুসূদন।
শান্ত সুশীতল বাক্যে বুঝান তখন ॥
বিষাদ মানসে অতি করিলা গমন।
উভয় বনিতা সহে গহন কানন ॥
হিমাচলে চলে মুনিগণ যেই স্থলে।
অতি রম্য সুবেষ্টিত জাহ্নবীর জলে ॥
পরিপূর্ণ দেবগণে হইয়া পূজিত।
দেবতা সকলে হইলেন আনন্দিত ॥
দেব ঋষিগণ হেরে চরণ-অম্বুজ।
সভামধ্যে কল্কী হইলেন চতুর্ভুজ ॥
জাহ্নবীর তীরে বসি শ্রীহরি তখন।
আত্মা করিলেন পরমাত্মাতে মিলন ॥
পূর্ণজ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা পুরাতন।
সহস্র ভানুর জ্যোতি প্রকাশ যেমন ॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম সারঙ্গভূষণ।
নানালঙ্কার-সংযুত করুণার্দ্রমন ॥
কৌস্তভেতে কণ্ঠশোভা পরম সুন্দর।
দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করে তারোপর ॥
সুগন্ধি পুষ্পনিকর দেখিতে সুন্দর।
বাজায় দুন্দুভি বাদ্য যতেক অমর ॥
স্থাবর জঙ্গম নর নাগ-লোক যত।
মুহুর্মুহু স্তব করে হইয়া প্রণত ॥
রূপ হইল অরূপেতে বিষ্ণুতে মিলন।
কল্কীর মাহাত্ম্য দেখি সবিস্ময় মন ॥
রমা পদ্মা দহনে দহিলা সর্ব্বকায়।
প্রকৃতি পুরুষ সম্মিলন হৈল ত্বরায় ॥
শ্রীরামলোচন দাসে কৃপা প্রকাশিয়া।
এই ভবে দীনদাসে লও উদ্ধারিয়া ॥

যে জন কুশলী যে বা প্রণমে তোমারে।
সে হয় তপের নিধি জপে ভক্তি দ্বারে॥
যেজন করে স্মরণ মন্দাকিনীরূপ।
সে জন জানি বা পুরুষোত্তমস্বরূপ॥
সুর তরঙ্গিণীরূপ যে করে স্মরণ।
সকল বিজয় সেই লোকে বিচক্ষণ॥
তোমার অমল জল সদা সুশোভন।
মৃণালমীননিচয় আর পক্ষিগণ॥
চলত লহরী নীর অতি বিলোলিত।
দেখিতে সুন্দর পঙ্ক-শৈবাল-শোভিত॥
করে মম দেহ হৈয়া হর্ষ পুলকিত।
সুর নর নগে নাগে হইয়া অর্চ্চিত॥
ত্রিপথগামিনী তোমা করিব দর্শন।
হইবে জীবন জন্ম সফল নয়ন॥
তব তীরে বাস নিরমল জলে স্নান।
তন্নাম-স্মরণ তব ব্রহ্মরূপ ধ্যান॥
তোমার জন্মকথন সুধা আলাপন।
গঙ্গে তব সেবাতে নিপুণ হবে মন॥
তব নীর অনিলে কলুষ মা অপার।
হইবে মোচন কবে বল গো আমার॥
ঋষিগণ মুক্ত এই গঙ্গার স্তবনে।
স্বর্গযশঃ আয়ুলাভ করিলে স্তবনে॥
সর্ব্বপাপ হরে লোকে বলবিবর্দ্ধন।
যে জন শ্রবণ করে গঙ্গার স্তবন॥
দিবা সন্ধ্যা নিশি প্রাতে পাঠ করে নর।
গঙ্গারূপ স্ফূর্ত্তি তার বাহ্য অভ্যন্তর॥
শুক হৈতে এই স্তব করেছি শ্রবণ।
ধন্য পুণ্য হেতু এথা করিল পঠন॥
পরম অদ্ভুত কল্কী বিষ্ণু অবতার।
ভক্তিতে শ্রবণে স্তব অশুভ সংহার॥
তারকনাথেরে গঙ্গে রাখ রাঙ্গা পায়।
লোচন রচিল গান চৌত্রিশ অধ্যায়॥

কল্কিপুরাণের অনুক্রম

পয়ার

সূত কন সর্ব্বজন করহ শ্রবণ।
যে সব প্রসঙ্গ এই পুরাণে লিখন॥
শুকসংবাদ মার্কণ্ড মুনির সহিত।
অধর্ম্ম বংশ বর্ণন কলি বিস্তারিত॥
ব্রহ্মার সদনে দেবগণের গমন।
ধরণী সহিতে সবে আনন্দিত মন॥
বিধি-প্রার্থনাতে বিষ্ণু বিষ্ণুযশ-ঘরে।
সম্ভব হইলা ভবে সম্ভলনগরে॥
সুমতীর গর্ভে অংশে চারি ভাই হন।
পিতা পুত্রে হৈল উপনয়ন কথন॥
বেদ অধ্যয়ন-আজ্ঞা পিতা দেন তারে।
পরশুরামে অস্ত্রশস্ত্র-শিক্ষা তদন্তরে॥
আশুতোষে স্তবে তুষি পাইলেন বর।
শুক অশ্ব করবাল দিলা দিগম্বর॥
শম্ভলে আসিয়া পুনঃ যথা জ্ঞাতিগণ।
কহিলা বর বর্ণন দিলা ত্রিলোচন॥
বিশাখযূপ ভূপেরে করিয়া যতন।
কল্কী কহিলেন সব স্বীয় বিবরণ॥
কল্কী শুনে শুকস্থানে সিংহল আখ্যান।
শিবদত্ত বরে পদ্মা বিবাহ সোপান॥
স্বয়ম্বরে নরবরগণে রূপ নারী।
শুকেরে পাঠান দৌত্য কর্ম্মেতে দৈত্যারি॥
শুক পদ্মা-পরিচয় বিষ্ণুর পূজন।
পাদাদি কেশ পর্য্যন্ত ধ্যানন বর্ণন॥
শুককে ভূষণ দান করে পদ্মাবতী।
আইলেন শুকদূত শম্ভল বসতি॥
পদ্মার বিবাহ হেতু কল্কীর গমন।
জলক্রীড়াচ্ছলে হৈল উভয় দর্শন॥
তৎপরে শুভবিবাহ হৈল দুজনার।
কল্কি-সন্দর্শনে পুংস্ত্ব সকল রাজার॥

অনন্তাগমন বৃহদ্রথের সভায়।
আপন সম্ভলে জন্ম কর্ম্ম সমুদায়॥
কহেন অনন্তবাসী সে সভামণ্ডলে।
মহেশের স্তবরাজ নিজ কথাচ্ছলে॥
পিতার মরণ বিষ্ণু-ক্ষেত্রেতে গমন।
তথাতে হইল তার মায়া-প্রদর্শন॥
জ্ঞান বৈরাগ্য বিভব অনন্তের হয়।
পদ্মা সহ কল্কী জান সম্ভলনিলয়॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত সম্ভল নগরে।
উপনীত হরষিত মনোজ্ঞ বাসরে॥
সূত কন মুনিগণ শ্রবণ করহ।
জ্ঞাতি ভ্রাতৃ সুহৃৎ পুত্র সৈন্যগণ সহ॥
বৌদ্ধের নিগ্রহ কল্কী করেন অপরে।
স্ত্রীগণের সনে যুদ্ধ পরে পরেশ্বরে॥
বালখিল্য আদি মুনি করি আগমন।
করিলেন হরি তরে দুঃখ নিবেদন॥
পুত্র সহ কুথোদরী করিলা নিধন।
হরি করিলেন হরিদ্বারেতে গমন॥
তথা মুনিগণের হইল সমাপন।
রবি শশী বহুল কথা হইল উত্তম॥
শ্রীরাম-চরিত্র সূর্য্যবংশানুবর্ণনে।
দেবাপি মরু উভয় তথা সম্মিলনে॥
মহাযুদ্ধে কোক বিকোকের নিপাতন।
ভল্লাটকে শয্যাকর্ণ সঙ্গে মহারণ॥
শশিধ্বজ ভূপতির সংগ্রাম-কথন।
মহারাণী সুশান্তার ভক্তির কীর্ত্তন॥
সত্যযুগ ধর্ম্ম আর কল্কীরে তখন।
শশিধ্বজ আনিলেন আপন ভুবন॥
সুশান্তা সুভক্তিভরে স্তবন করিলা।
কল্কীতরে রমানামা কন্যা-বিহা দিলা॥
শশিধ্বজ কহে নিজ কথা পূর্ব্বকার।
গৃধ্রত্ব কারণ রাজা রাণী দুজনার॥
হরিভক্তি করি শশিধ্বজের মোক্ষণ।
বিষকন্যার হইল শাপ-বিমোচন॥
রাজগণে অভিষেক মায়ার স্তবন।
সম্ভলে হইল নানা যজ্ঞাদি সাধন॥
নারদ হইতে বিষ্ণুযশ মহামতি।
মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন শীঘ্রগতি॥
সত্যযুগ ধর্ম্ম কলিক্ষয়ে নিরঞ্জন।
তদন্তরে রুক্মিণীব্রতের সংকীর্ত্তন॥
রমা-পদ্মাসঙ্গে পরে কল্কীর বিহার।
পুত্রপৌত্রাদি সঙ্গে আনন্দ অপার॥
দেবতা গন্ধর্ব্বগণ করি আগমন।
কল্কীর করিলা সবে সভক্তি স্তবন॥
বৈকুণ্ঠে গমন কল্কী বিষ্ণু অবতার।
শুকের প্রস্থান হৈল অপরে তাহার॥
এহি কহিলাম গঙ্গা স্তবন-কথন।
কহিলেন পূর্ব্বে ইহা সব ঋষিগণ॥
জগত আনন্দকর এইতো পুরাণ।
পঞ্চ লক্ষণে লক্ষিত অমিয়া সমান॥
সকল সম্পদপ্রদ শ্রবণে পুরাণ।
ষট্ সহস্র শতাধিক শ্লোক-পরিমাণ॥
সর্ব্বশাস্ত্র-তত্ত্বসার শ্রুতি-মনোহর।
চতুর্ব্বর্গপ্রদ এ পুরাণ পরাৎপর॥
প্রলয়ান্তে হরিমুখপদ্মে নিঃসরণ।
ব্যাস কহিলেন দ্বিজরূপে এভুবন॥
কল্কী বিষ্ণু ভগবান্ প্রভাব অদ্ভুত॥
সভক্তিতে শ্রুতিযুগ্ম সুধা সুধাযুত॥
বিষ্ণুভক্তি ভাবে প্লুত হইয়া যে জন।
তীর্থক্ষেত্রে সাধু সঙ্গে যে করে শ্রবণ॥
গোগজ তুরগগণ ব্রাহ্মণে সাদরে।
বস্ত্রালঙ্কারে পূজি সভক্তি অন্তরে॥
ব্রাহ্মণ শ্রবণে হয় মহা সুপণ্ডিত।
ক্ষত্রিয়গণে ভূমিপতি হইবে নিশ্চিত॥

বৈশ্যে মহাধন শূদ্র বিপ্রভক্তি পায়।
পুত্রার্থীতে পুত্র ধনেচ্ছুকে ধন ত্বরায়॥
বিদ্যার্থীতে বিদ্যালাভ পঠনে শ্রবণে।
যার যেই বাঞ্ছা পূর্ণ হয় তত ক্ষণে॥
এ মহাপুরাণ লোমহর্ষণনন্দনে।
মুনিগণে কহি চলে তীর্থ পর্য্যটনে॥
মুনিগত সঙ্গেতে শৌনক তপোধন।
সূতেরে সাদরে করে মিষ্ট সম্বোধন॥
পুণ্যারণ্যে হরি ভাবে ভকতি অন্তরে।
ব্রহ্মপদ পাইলেন মুনীন্দ্র অপরে॥
লোমহর্ষণজ সর্ব্ব পুরাণেতে ধীর।
ব্যাসশিষ্য সূতে নম নম করি শির॥
সর্ব্বশাস্ত্র দেখ পুনঃ পুনঃ সুবিচারে।
এইতো নিষ্পত্তি ভাব হরি পরাত্মারে॥

বেদে রামায়ণে আর পুরাণে ভারতে।
আদি অন্ত মধ্যে হরি সঙ্গীত তাবতে॥
সজলজলদ দেহ করবাল করে।
ত্রিলোকপালক কলিকুল হন্ত করে॥
সত্যধর্ম্মপরায়ণ ধৃতব্রহ্মরূপ।
কল্যাণ করুন তিনি কল্কিরূপ ভূপ॥
শ্রীলশ্রীতারকনাথ ভূপ আজ্ঞা দিলা।
যথাজ্ঞানে শ্রীরামলোচন বিরচিলা॥
প্রণিপাতে প্রার্থনাতে বাঞ্ছা গুণী পায়
দোষ ক্ষমি গুণ প্রকাশিবে রচনায়॥
সাধুর স্বভাব এই গুণবিচারক।
হরিগুণ-গানে নন দোষের গ্রাহক॥
দাসের যতেক দোষ সব পরিহরি।
গান সমাপনে সবে বল হরিহরি॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে
কল্কিপুরাণভাষা গান সমাপ্ত।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL. LIBRARY. RAJA RAMMOHANPUR.